উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৮৪,৪২৬.৩৪ (+৬২.৯৭)

নিফটি : ২৫,৮৬৮.৬০ (+২৫.৪৫)

*মুহূরত ট্রেডিং

জাপানের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী

ইতিহাসে প্রথমবার মহিলা প্রধানমন্ত্রী পেল জাপান। মঙ্গলবার দ্বীপদেশের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে ভোটাভুটিতে জয় পেয়েছেন লিবারাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেত্রী সানায়ে তাকাইচি। » ৭

সিইও-দের জরুরি তলব

২২ ও ২৩ অক্টোবর দেশের সব রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকদের দিল্লিতে তলব করেছে কমিশন। সঙ্গে দপ্তরের সিনিয়ার আধিকারিকদেরও উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৩°	৩৩°	৩৩°	৩১°
সর্বনিম্ন	২১°	২১°	২১°	১৯°

চাপের মুখে স্টান্স বদল নকভির » ১২

৪ কার্তিক ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 22 October 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 152

স্বপন-অজয় হাতাহাতি

মালে দিনদুপুরে রাস্তায় কাজিয়া

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ২১ অক্টোবর : ভিডিও কাণ্ডের জল গড়াল হামলায়। তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন সাহার ওপর হামলার অভিযোগ উঠল কাউন্সিলার অজয় লোহার এবং তাঁর মা ও স্ত্রীর বিরুদ্ধে। মালবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন স্বপন। অপরদিকে অজয়ের মাকে শারীরিক নিগ্রহের অভিযোগ দায়ের হয়েছে স্বপনের বিরুদ্ধে। কালীপুজোর মধ্যে দুই কাউন্সিলারের মধ্যে এমন ঘটনায় হইচই পড়ে গিয়েছে মালবাজার শহরে।

মঙ্গলবার দুপুর ২টো নাগাদ মাল আদর্শ বিদ্যাভবনের উলটো দিকে নিজের গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন স্বপন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন গাড়ির চালক, কাউন্সিলার সুরজিৎ দেবনাথ ও স্বপনের ঘনিষ্ঠ কৌশিক দাস ওরফে টুবাই। লিখিত অভিযোগে স্বপন জানিয়েছেন, তখনই তাঁর ওপর হামলা করেন ১১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অজয় লোহার ও তাঁর পরিবার। হামলার সময় আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এসেছিলেন হামলাকারীরা। অজয় ছাড়াও টাউন তৃণমূল যুবর সভাপতি আনন্দ লোহার, অজয়ের মা বীণা লোহার, বাবা গঙ্গা লোহার সহ মোট ১৯ জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেছেন স্বপন। মারধরের পাশাপাশি সোনার চেন ও নগদ ৫০ হাজার টাকা ছিনতাই করার অভিযোগ রয়েছে লোহার পরিবারের বিরুদ্ধে। স্বপনের অভিযোগ, 'সম্পূর্ণ পরিকল্পনা করেই হামলা করেছে অজয় লোহার ও তাঁর দলবল। আমি চাই পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করুক।'

প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের অজয়ের একটি বিতর্কিত ভিডিও সম্প্রতি ভাইরাল হয়। ওই সময় স্বপনের সঙ্গে কলকাতায় গিয়েছিলেন অজয়। অভিযোগ, স্বপনই অজয়ের ভিডিও তোলার পরিকল্পনা করেছিলেন। তার জেরেই দুজনের মধ্যে নতুন করে বিরোধ শুরু হয়েছে। ঘটনার

> **সিসিটিভি ফুটেজ**
>
> - মঙ্গলবার দুপুরে স্বপন সাহার সঙ্গে কথা বলতে যান অজয় লোহারের মা ও স্ত্রী
> - কথা কাটাকাটির মধ্যে হঠাৎই অজয়ের মাকে মারতে দেখা যায় স্বপনকে
> - সেই সময়ই হাজির হন অজয় ও তাঁর ভাই আনন্দ
> - সবাই মিলে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন

তদন্ত করছে মাল থানার পুলিশ। স্বপন, তাঁর সঙ্গে থাকা কৌশিক দাস ও অজয় ও তাঁর ভাই আনন্দকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। রাতে থানায় আসেন মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক এবং পুরসভার বর্তমান চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি। স্বপন এবং অজয়ের মধ্যে বিরোধ মেটাতে মধ্যস্থতা করেন তাঁরা। পরে উৎপল বলেন, 'দুজনের মধ্যে কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। কথা বলে তা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

এদিকে, দুপুরে হাতাহাতির পর স্বপনের শতাধিক সমর্থক মাল থানার ভেতরে ঢুকে অজয় ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের গ্রেপ্তারের দাবি জানান। তুমুল বিক্ষোভে থানা চত্বর উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পুলিশের সামনেই অজয় গ্রেপ্তার না হলে তাঁর বাড়িতে হামলা ও জাতীয় সড়ক অবরোধের হুমকি দেন স্বপনের অনুগামীরা।

ঘটনা প্রসঙ্গে অজয় বলেছেন, 'আমার মা ও স্ত্রী স্বপন সাহার সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিল। তখন সেখানে আমার মা ও স্ত্রীকে অসম্মানজনক কথা বলেছেন প্রাক্তন চেয়ারম্যান। সেটার প্রতিবাদ করায় স্বপনের লোকজনই চড়াও হয়েছে। এতে আমার মা গুরুতর আহত হন। তিনি মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।'

তবে ঘটনার একটি সিসিটিভি ফুটেজ ভাইরাল করেছে স্থানীয় একটি সোশ্যাল মিডিয়া পেজ (ফুটেজের সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)। সেখানে দেখা যাচ্ছে, অজয়ের মা ও স্ত্রী হন্তদন্ত হয়ে স্বপনের গাড়ির সামনে এসে কিছু বললেন। স্বপন গাড়ির বাইরে এলে বাদানুবাদ শুরু হয় দু'পক্ষের। হঠাৎই অজয়ের মা চড়াও হন স্বপনের ওপর। তারপর শুরু তুমুল হাতাহাতি। সেখানে আনন্দ ও অজয়কেও দেখা গিয়েছে।

মাল পুরসভার বর্তমান চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি বলেছেন, 'এমন ঘটনা কখনোই কাম্য নয়। তাঁদের সমস্যাগুলো আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে নেওয়া উচিত ছিল।' শহরের আইনজীবী সুমন শিকদার বলেন, 'তৃণমূল মানেই যে দুর্নীতি ও অপসংস্কৃতি সেটার উদাহরণ দেখল আমাদের শহর।' বিজেপির মাল টাউন মণ্ডল সভাপতি নবীন সাহা বলেন, 'শহরে শাসকের আইন চলছে, এমন পরিস্থিতি আগে দেখিনি।'

উৎসবের আলো

আলিপুরদুয়ারের বাদলনগর এলাকায় দীপাবলি। (নীচে) দীপাবলির আনন্দ উৎসবে মেতেছে খুদে। আতশবাজি হাতে পরিবারের সঙ্গে। বেনারসে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী ও পিটিআই

বিষাক্ত বাতাসে হাঁসফাঁস

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

২১ অক্টোবর : আলোয় ভুবন ভরানোর উৎসবে ফুসফুস ভরে যাচ্ছে দূষিত বাতাসে। আনন্দ করার জন্য যে বাজি পোড়ানোর আয়োজন, সেটাই স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে গেল। আইনে যতই নিষিদ্ধ থাক, শব্দবাজির বিপুল বিস্ফোরণে বিষ উগরে দিচ্ছে বাতাসে। কালীপুজো ও দীপাবলিকে কেন্দ্র করে টানা তিনদিন ওই বিষে হাঁসফাঁস করছে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত। উত্তরবঙ্গ তার ব্যতিক্রম নয়।

কালীপুজোর দিন সোমবার রাত ১২টায় শিলিগুড়িতে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (বায়ু দূষণ পরিমাপের একক) পৌঁছে গিয়েছিল ২০০-র ওপরে। যেখানে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই) ৫০ ছাড়ালেই তা অস্বাস্থ্যকর। ২০০-র ওপরে একিউআই থাকলে সেই পরিস্থিতিকে বিপজ্জনক ধরা হয়। সুস্থ মানুষ, এমনকি প্রাণীদের স্বাস্থ্যের ওপর যার মারাত্মক প্রভাব পড়ে।

অসুস্থ, বিশেষ করে হৃদযন্ত্র ও শ্বাসকষ্টের সমস্যা যাঁদের আছে, তাঁদের কাছে সেই পরিস্থিতিতে দম বন্ধ হয়ে আসে। ফুসফুসে, শ্বাসনালিতে স্থায়ী ক্ষত তৈরি করে। এসব নিয়ে প্রচার কম না থাকলেও

> **সর্বোচ্চ একিউআই**
>
> শিলিগুড়ি ২১২ *(সোমবার রাত ১২টায়)*
>
> কোচবিহার ১৮৪ *(সোমবার রাত ১২টায়)*
>
> আলিপুরদুয়ার ১৮৪ *(সোমবার রাত ১২টায়)*
>
> জলপাইগুড়ি ১৮২ *(মঙ্গলবার ভোর ৫টায়)*

বাস্তবে শব্দবাজিতে কোনও লাগাম দেখা যায়নি গত তিনদিনে। নজরদারির বালাইও কোথাও দেখা যায়নি। পুলিশি ধরপাকড় কোথাও

এরপর দশের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

নয়া নেতৃত্বে লড়াইয়ে মাওবাদীরা

» *সাতের পাতায়*

শখের সাইক্লিংয়ে গিনেস রেকর্ড

» *পাঁচের পাতায়*

খাবারের দোকানে হানা

পুজোর মধ্যেও অভিযান পুরসভার টাস্ক ফোর্সের

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ২১ অক্টোবর : কালীপুজো চলাকালীন শহরে গজিয়ে ওঠা অস্থায়ী খাবারের স্টল এবং রেস্তোরাঁগুলির খাবারের মান নিয়ে প্রতিবারই হাজারও প্রশ্ন ওঠে। এবার কালীপুজোর পরদিনই শহরজুড়ে খাবারের দোকান, রেস্তোরাঁ, মেলায় ব্যাপক অভিযান চালাল ধূপগুড়ি পুরসভার ফুড সেফটি টাস্ক ফোর্স। এদিনের অভিযানে একাধিক খাবারের দোকান থেকে বাজেয়াপ্ত হয় মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্যসামগ্রী। ধূপগুড়ি পুর প্রশাসক বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং বলেন, 'লাখো লাখো মানুষ ধূপগুড়িতে কালীপুজোর আনন্দ নিতে আসেন। তাঁদের কাছে খারাপ মানের খাবার পরিবেশন মানে সেটা শহরের লজ্জা। এটা আমরা মানব না। তাই এদিন চূড়ান্ত হুঁশিয়ারি দেওয়া হল। এরপর দরকারে দোকান সিল করা হবে।'

কালীপুজো উপলক্ষ্যে ধূপগুড়ি জেলা পরিষদ বাংলাতে বসেছে বার্ষিক মেলা। ভিড় জমেছে দর্শনার্থীদের। আর সেই সুযোগে শহরের বিভিন্ন খাবারের দোকান ও রেস্তোরাঁগুলিতে বিক্রি হচ্ছিল মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্যসামগ্রী, অভিযোগ এমনটাই। মঙ্গলবার সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ধূপগুড়ি পুরসভার খাদ্য বিভাগ ও টাস্ক ফোর্সের যৌথ উদ্যোগে শুরু হয় বিশেষ অভিযান।

কালীপুজো উপলক্ষ্যে মেলায় খাবারের দোকানে অভিযান পুরসভার।

ধূপগুড়ি থানার পুলিশের উপস্থিতিতে পুরসভার আধিকারিকরা একাধিক দোকান ও খাবার স্টলে অভিযান চালান। বাজেয়াপ্ত করা হয় বিপুল পরিমাণ খাদ্য উপকরণ, চাউমিন, নুডলস, টমেটো সস, বিরিয়ানি ও চিকেন পকোড়া তৈরিতে ব্যবহৃত ক্ষতিকর ফুড কালার সহ মেয়াদ উত্তীর্ণ উপাদান।

এছাড়াও, শহরের বিভিন্ন মিষ্টির দোকানেও অভিযান চালানো হয়। সেখানে নষ্ট ও নিম্নমানের মিষ্টি উদ্ধার করে তা ফেলে দেওয়া হয়। এদিনের অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন ধূপগুড়ি

এরপর দশের পাতায়

পার্টি অফিসে আসেন না নেতারা, ক্ষোভ

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২১ অক্টোবর : রাজ্য নেতৃত্ব জলপাইগুড়ি শহরে এলে জেলা পার্টি অফিসে দেখা মেলে জেলা নেতাদের। ঝাঁ চকচকে জেলা কার্যালয় তৈরি হলেও সেখানে দেখা মেলে হাতেগোনা কয়েকজন নেতা-কর্মীর। সংগঠনের অধিকাংশ কর্মকাণ্ড হচ্ছে ময়নাগুড়ি এবং ধূপগুড়িকে কেন্দ্র করে বলে অভিযোগ কর্মীদের একাংশের। এসআইআর থেকে শুরু করে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে নিয়মিত জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে কোনও আলোচনাই হয় না নীচুতলার কর্মীদের। এনিয়ে বিজেপির একাংশ কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। যদিও এই অভিযোগ মানতে নারাজ জেলা নেতৃত্ব। বিজেপির জেলা সভাপতি শ্যামল রায় বলেন, 'যাঁরা এই অভিযোগ করছেন, সেটা একদমই ঠিক নয়। কারণ জেলা কার্যালয় থেকেই দলীয় কর্মসূচির সিদ্ধান্ত হয়। জেলার প্রতিটি ব্লকেই আমাদের যেতে হয়। একইভাবে আমি নিজেও নিয়মিত জেলা কার্যালয়ে আসি।'

মাসকয়েক আগে বিজেপির জেলা সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন শ্যামল রায়। তার আগে জেলা সভাপতি ছিলেন বাপি গোস্বামী। বর্তমান সভাপতি তাঁর প্রাক্তনের ঘনিষ্ঠ হিসেবেই দলে পরিচিত। শ্যামল দায়িত্ব পাওয়ায় দলে বাপি-বিরোধীরা প্রথম থেকেই খুশি নন। প্রকাশ্যে কেউ এই বিষয়ে মুখ না খুললেও শহরে কান পাতলে

> **পদ্মে অসন্তোষ**
>
> - ঝাঁ চকচকে জেলা কার্যালয়ে শহরকেন্দ্রিক মণ্ডলের নেতারাই কয়েকজন আসেন
> - শুধু রাজ্য নেতৃত্ব এলে তখনই দেখা পাওয়া যায় জেলা নেতাদের
> - দলের কাজকর্ম এখন ধূপগুড়ি-ময়নাগুড়ি ও মেখলিগঞ্জকেন্দ্রিক

পুরোনো বিজেপি কর্মীদের মুখে প্রায়শই শোনা যায়, নতুন জেলা সভাপতি দায়িত্ব নেওয়ার পর জেলা পার্টি অফিসে আগের মতো নেতা-কর্মীদের ভিড় নেই। নেতা-কর্মীদের একাংশের প্রশ্ন, পার্টি অফিসে কেন কর্মীরা যাবেন? তাঁদের অভিযোগ,

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

বাড়ছে টয়ট্রেনের বুকিং, ছন্দে ফিরছে পর্যটন

নভেম্বর মাসের জন্য পাহাড়ে টয়ট্রেনের তিনটি চার্টার্ড বুকিং হয়ে গিয়েছে। দেশের পাশাপাশি বিদেশের পর্যটকরাও টয়ট্রেনের এই পরিষেবা বুক করছেন। এই পরিস্থিতিতে পাহাড়-পর্যটনে গতি আসায় পর্যটন ব্যবসায়ীরা খুশি।

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২১ অক্টোবর : প্রাকৃতিক দুর্যোগে ধ্বস্ত পাহাড় ছন্দে ফিরতে শুরু করেছে। টয়ট্রেনের চার্টার্ড বুকিং এর মধ্যে আশার আলো দেখাচ্ছে। দেশের পাশাপাশি বিদেশের পর্যটকরাও টয়ট্রেনের এই পরিষেবা বুক করছেন। পর্যটন ব্যবসায়ীরা আশায় বুক বেঁধেছেন। নভেম্বর মাসের জন্য তিনটি বুকিং ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে। যে তিনটি দল এগুলি ভাড়া নিয়েছে তাদের মধ্যে একটি বিদেশি দল রয়েছে। ট্রাভেল এজেন্সিগুলির মাধ্যমে এই বুকিংগুলি করা হয়েছে। এছাড়া, ডিসেম্বরের প্রায় ৫০ শতাংশ বুকিং এখনই হয়ে গিয়েছে।

দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) সূত্রে খবর, নিউ জলপাইগুড়ি থেকে দার্জিলিংগামী টয়ট্রেনের চাহিদায় ভাটা পড়েনি। মঙ্গলবারও এনজেপি থেকে দার্জিলিংগামী ট্রেন ৩০ জন যাত্রী নিয়ে পাহাড়ের দিকে রওনা হয়। তবে সদ্য চালু হওয়া জয়রাইডগুলির চাহিদা কিছুটা কমেছে। ডিএইচআরের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরীর বক্তব্য, 'অনেকেই এখন থেকে টয়ট্রেনের চার্টার্ড বুকিং শুরু করেছেন। নভেম্বরের জন্য ইতিমধ্যেই তিনটি বুকিং হয়ে গিয়েছে। আগামী মাসের মাঝামাঝি আমরা আরও বুকিং আশা করছি।'

৪ অক্টোরের প্রাকৃতিক দুর্যোগে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অংশ লন্ডভন্ড হয়েছিল। পাহাড়ে ধস নেমে একাধিক পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দেশবিদেশের পর্যটকদের কাছে আকর্ষণের কেন্দ্র টয়ট্রেন। -ফাইল চিত্র

অনেকে মারা যান। মিরিকে ২০ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়। দার্জিলিং এবং কালিম্পং মিলিয়ে মোট ৩১ জনের মৃত্যু হয়। ধসের কারণে টয়ট্রেনের লাইন একাধিক জায়গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তা সারিয়ে পরিষেবা শুরু করতে ডিএইচআরের সাতদিন সময় লেগে যায়। পরে পাহাড় ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু করে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যটকদের পাহাড়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। ধীরে ধীরে তাঁরা পাহাড়ে আসছেন। এই সুবাদে টয়ট্রেনের চাহিদা বাড়তে শুরু করেছে। এনজেপি-দার্জিলিং টয়ট্রেন পরিষেবার পাশাপাশি জয়রাইড নিয়ে পর্যটকদের মধ্যে বেশ চাহিদা রয়েছে। তবে বর্তমানে পর্যটকদের অনেকের মধ্যে গোটা ট্রেন ভাড়া নেওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে দলবেঁধে পাহাড়ে আসা পর্যটকদের মধ্যেই এই প্রবণতা বেশি করে চোখে পড়ছে। এই সুবাদেই টয়ট্রেনের চার্টার্ড বুকিং নিয়ে আগ্রহ বাড়ছে বলে মনে করা হচ্ছে।

পাহাড়-পর্যটনকে স্বমহিমায় ফিরতে দেখে ব্যবসায়ীরা খুশি। ডিএইচআর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সোসাইটির সেক্রেটারি জেনারেল রাজ বসুর বক্তব্য, 'টয়ট্রেনের চাটার্ড পরিষেবা সংক্রান্ত এই ইতিবাচক বিষয়টি আমাদের জন্য খুব ভালো।'

পর্যটন ব্যবসায়ী তথা হিমলায়ন হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সম্পাদক সম্রাট সান্যালের বক্তব্য, 'পাহাড়ে টয়ট্রেন নিয়ে আরও প্রচার করা হলে এই চাহিদা বাড়বে। পর্যটনের আরও বিকাশ হবে।' তবে চালু করা জয়রাইডগুলি হঠাৎ যেন বন্ধ না করে দেওয়া হয় সেটাও রেলকে দেখতে হবে বলে সম্রাট মনে করিয়ে দিয়েছেন।

শিক্ষকদের সাহায্যে বাহারিনের ট্র্যাকে পলাশ

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ২১ অক্টোবর : পরিবারে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আগে ছেলেকে একজোড়া জুতো কিনে দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না বাবা-মায়ের। অবশেষে স্কুলের শিক্ষকরা চাঁদা তুলে জুতোর ব্যবস্থা করে দেন। অদম্য মনের জোরে যাবতীয় অভাব-অনটনকে পিছনে ফেলে দেশের হয়ে বাহরিনে এশিয়ান যুব গেমসে অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করেছে মালদার ছেলে পলাশ মণ্ডল। বৃহস্পতিবার সকাল ৯টায় নীল জার্সি গায়ে সে ট্র্যাকে নামবে। ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৮ বিভাগে ৫ হাজার মিটার হাঁটা প্রতিযোগিতায় পলাশই ভারতের একমাত্র প্রতিযোগী।

পলাশের বাড়ি মালদা বিমানবন্দর সংলগ্ন ৫২ বিঘা এলাকায়। সে বিভূতিভূষণ হাইস্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র। বাবা গয়া মণ্ডল শহরের ঝলঝলিয়া কাজি আজহারুদ্দিন মার্কেটের সবজি বিক্রেতা। সোমবার রাতে পলাশ বেঙ্গালুরু বিমানবন্দর থেকে জাতীয় দলের সঙ্গে বাহরিনের বিমান ধরে। তার আগে সে টানা এক সপ্তাহ স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার ক্যাম্পে প্রশিক্ষণে ব্যস্ত ছিল।

পলাশের কোচ অমিতাভ রায়ের কথায়, ‘আমি আশাবাদী, পলাশ দেশের হয়ে স্বর্ণপদক নিয়ে আসবে। এখনও পর্যন্ত ৫ হাজার মিটার হাঁটায় ওর বেস্ট টাইমিং ২২ মিনিট ৪৪ সেকেন্ড। ফাইনালে ও নিজের রেকর্ড নিজেই ভেঙে দেবে।’

> আমি আশাবাদী, পলাশ দেশের হয়ে স্বর্ণপদক নিয়ে আসবে। এখনও পর্যন্ত ৫ হাজার মিটার হাঁটায় ওর বেস্ট টাইমিং ২২ মিনিট ৪৪ সেকেন্ড। আমার বিশ্বাস, ফাইনালে নিজের রেকর্ড নিজেই ভেঙে দেবে পলাশ।
>
> **অমিতাভ রায়** পলাশের কোচ

বিভূতিভূষণ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক তুহিনকুমার সরকার বলেন, ‘আমরা পলাশের জন্য গর্বিত। ওদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। বাবা সবজি বিক্রি করে সংসার চালান। এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। স্পোর্টস শু কিনে দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না পরিবারের। আমাদের স্কুলের শিক্ষকরা টাকা তুলে স্পোর্টস কিটস কিনে দেন। বাহরিনে পলাশের হাতে দেশের তেরঙা দেখতে চাই আমরা।’

পলাশকে প্রতিনিয়ত অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন বিভূতিভূষণ হাইস্কুলের খেলা বিভাগের শিক্ষক সুদামচন্দ্র ঘোষ। তাঁর কথায়, ‘পলাশ বরাবরই খেলাধুলায় ভালো। আমি জানতাম ঘষামাজা করলে অনেক উন্নতি করবে।’ তিনিই পলাশকে অমিতাভর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। প্রায় বছর দুয়েকের কঠোর অনুশীলনে স্কুল থেকে জেলা, জেলা থেকে রাজ্য হয়ে এখন জাতীয় দলে স্থান করে নেয় পলাশ।

স্পোর্টসের জুতো স্বাভাবিকভাবেই অন্য জুতোর তুলনায় অনেকটাই দামি। গয়া পারেননি ছেলের জুতোর টাকা জোগাড় করতে। বিভূতিভূষণ হাইস্কুলের শিক্ষকদের তাই তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘ছোট থেকেই ছেলের খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ। শিক্ষকরা অনেক সাহায্য করেছেন। এখনও করছেন। আমি চাই ছেলের লক্ষ্য পূরণ হোক।’

ঘোষণা

Jolly Friends Club, Regd No. SO118593, Baghajatin Park, Siliguri এই ক্লাবের সদস্য অনির্বাণ দাশগুপ্ত (তিথিন)-কে অস্বাভাবিক অবস্থায় অভব্য আচরণের জন্য 21.10.2025 তারিখ থেকে ক্লাব থেকে বহিষ্কার করা হল। সদস্যবৃন্দ। (C/118804)

অ্যাফিডেভিট

ভোটার কার্ড নং LZL2701753 আমার নাম ভুল থাকায় গত 16-10-25, J.M. 1st Court সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Manila Jain এবং Monila Jain, W/o. Sanjay Kumar Jain এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার নাম Monila Jain হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। আর. এন. রোড বাই লেন, থানা ঃ কোতোয়ালি, পোঃ+জেলাঃ কোচবিহার, পঃবঃ। (C/118155)

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

আমার পরমারাধ্যা জেঠিমা তৃপ্তি চক্রবর্তী গত ১২/১০/২০২৫ ভোর ৫টা ৪০ মিনিটে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায় ২২শে অক্টোবর, ২০২৫ বুধবার রবীন্দ্রনগরস্থিত বাসভবনে (ওয়ার্ড নং-১২) পারলৌকিক ক্রিয়ানুষ্ঠান সম্পন্ন হবে। আগামী ২৪শে অক্টোবর ২০২৫, শুক্রবার রবীন্দ্রনগর ক্লাবে নিয়মভঙ্গ (মৎস্যমুখী) অনুষ্ঠানে আত্মীয়-স্বজন, শ্মশানবন্ধু ও বন্ধু-বান্ধবদের উপস্থিতি কামনা করি। ব্যক্তিগতভাবে সকলের নিকট উপস্থিত হতে না পারার জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। বিনীত- দীপঙ্কর চক্রবর্তী (ভাস্তা), প্রশান্ত চক্রবর্তী (ভাস্তা), সুশান্ত চক্রবর্তী (ভাস্তা)। কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-736101. (C/118156)

কর্মখালি

শিলিগুড়ি লোকালে ঝংকার মোড়, সেবক রোড, দেশবন্ধুপাড়া, সাহুডাঙিতে সিকিউরিটি গার্ড চাই। বেতন ৯৫০০/- থেকে শুরু। M : 9933119446. (C/118803)

Teachers (residential) for School at Jodhpur (Rajasthan) Walk in Interview at Siliguri on 23 to 26 October. M- 9799878678/ 9783251436. (K)

হারানো/প্রাপ্তি

চাকুলিয়া শাখার বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংকে আমার অ্যাকাউন্ট নম্বর 5115140000066-এর অধীনে FD Certificate, যা গত ইংরেজি 10/10/2025 তারিখে হারিয়ে গেছে। বিভিন্ন জায়গায় অনুসন্ধানের পর আজও খুঁজে পাওয়া যায়নি। অনুসন্ধান পেলে যোগাযোগ করবেন। ইতি শ্যামলী মণ্ডল সেন, চাকুলিয়া, উত্তর দিনাজপুর। মোবাইল নং 8509430580. (C/118807)

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: এস/২২/২০২৫-২৬, তারিখ: ১৫-১০-২০২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারীর কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্রম.নং.:১; টেন্ডার নং. : ৬১/২৫/৫৪৮৪/ওটি/১৫৮/২০২৫-২৬; বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৪-১১-২০২৫।

ক্রম.নং.:২; টেন্ডার নং. : ৩০/২৫/৫১১০/ওটি/১৫৯/২০২৫-২৬; বন্ধ/খোলার তারিখ: ০১-১০-২০২৫।

ক্রম.নং.:৩; টেন্ডার নং. : ২০/২৫/০৪০৫/ওটি/১৬০/২০২৫-২৬; বন্ধ/খোলার তারিখ: ১২-১১-২০২৫।

ক্রম.নং.:৪; টেন্ডার নং. : ৬১/২৫/৫৪৮৩/ওটি/১৬১/২০২৫-২৬; বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৬-১১-২০২৫।

ক্রম.নং.:৫; টেন্ডার নং. : ৬১/২৫/৫২৪৩এ/ওটি/১৬২/২০২৫-২৬; বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৪-১১-২০২৫।

ক্রম.নং.:৬; টেন্ডার নং. : ৬১/২৫/৫৫০২/ওটি/১৬৩/২০২৫-২৬; বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৪-১১-২০২৫।

ক্রম.নং.:৭; টেন্ডার নং. : ৬১/২৫/৫৪৫৩/ওটি/১৬৪/২০২৫-২৬; বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৬-১১-২০২৫।

ক্রম.নং.:৮; টেন্ডার নং. : ৬১/২৫/৫১৩১এ/ওটি/১৬৫/২০২৫-২৬; বন্ধ/খোলার তারিখ: ১২-১১-২০২৫।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : ইলাস্টিক রেল ক্লিপ এমকে-ভি, ফ্ল্যাট টো সহ ৬০ কেজি ইউআইসি/৫২ কেজি রেল অংশের জন্য ডিআরজি নং আরডিএসও টি-৫৯১৯ অনুযায়ী সর্বশেষ সংশোধনী সহ আইআরএস-টি-৩১-২০২১ অনুসারে স্পেসিফিকেশন সহ, যদি থাকে, সর্বশেষ পরিবর্তন সহ অল্ট নং ২ সহ, যদি থাকে, [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: আরআইটিইএস নন-টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেক্টর: প্রযোজ্য নয়, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং: আইটেম: ৩১০০৫৫৮, ইলাস্টিক রেল ক্লিপস] পণ্যের ধরণ: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ-৩৪৮৭১৮ জিতেন্দ্র কুমার, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) -এর জন্য। পি.এল. নং - ৬০১১০০২৮। (২) ইলাস্টিক রেল ক্লিপ এমকে-ভি ফ্ল্যাট টো -এর সাথে ৬০ কেজি ইউআইসি/৫২ কেজি রেল অংশের জন্য ডিআরজি নং আরডিএসও টি৫৯১৯ আইআরএস-টি-৩১-২০২১ অনুসারে স্পেসিফিকেশন সহ, অল্ট. নং ২ সহ, অথবা তাঁদের খোলার তারিখ পর্যন্ত সর্বশেষ সংশোধনী সহ, যদি থাকে। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: আরআইটিইএস নন-টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেক্টর: প্রযোজ্য নয়, স্টেজ: 0] [ইউভিইএম লিঙ্কিং: আইটেম:৩১০০৫৫৮, ইলাস্টিক রেল ক্লিপস] আইটেম টাইপ: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমান: ৪৫১২৮২টি এসএসই/পি. ওয়ে/টিডি/বঙ্গাইগাঁও, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এর জন্য। পি.এল. নং-৬০১১০৫৫৭।

দ্রষ্টব্য:- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরদাতা ওয়েবসাইটে (www.ireps.gov.in) লগ ইন করতে পারেন উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক সম্ভাব্য দরদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং যদি তারা ইতিমধ্যেই আইআরইপিএস-এ নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের প্রস্তাব জমা দিতে হবে। যদি তারা আইআরইপিএস-এ নিবন্ধিত না থাকেন, তাহলে তাদের ভারত সরকার আইটি আইন ২০০০ এর অধীনে সার্টিফিকেশন সংস্থাগুলি থেকে শ্রেণী-III ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট গ্রহণ করে উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

পিসিএমএম, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কাটিহার মণ্ডলে সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/২৭_২০২৫/কে/৮১০ তারিখঃ ১৬-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ২৭_২০২৫। কাজের নামঃ বাণিজ্যিক কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ "কাটিহার মণ্ডলের সমগ্র ১৮ টি প্রস্তাবিত স্থানে এটিভিএম স্থাপনের জন্যে সিভিল, বৈদ্যুতিক এবং এলএএন সংযোগ কাজ।" (স্টেশন-কাটিহার, নিউ জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি জংশন, বারসোই জংশন, পূর্ণিয়া জংশন, ...) ... www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/ জি এণ্ড সিএইচজি, কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

কাটিহার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/২১_২০২৫/কে/৮২৩ তারিখঃ ১৭-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ২১_২০২৫। ... www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/ জি এণ্ড সিএইচজি, কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

কাটিহার ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ... ... কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ সিনিয়র ডিইএন/১/কাটিহারের এখতিয়ারাধীন বরসোইতে ১৬টি ইউনিট টাইপ-II এবং ৪টি ইউনিট টাইপ-III বহুতল কোয়ার্টার দ্বারা পুরাতন কোয়ার্টার প্রতিস্থাপন করা। টেন্ডার মূল্য ঃ ৪,৩৮,৮১,৯০১.৯৭/- টাকা; বিড সিকিউরিটি ঃ ৩,৬৯,৪০০/- টাকা; টেন্ডার নং: ৪; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ সিনিয়র ডিইএন/III/কাটিহারের এখতিয়ারাধীন তিনপত্তি মোড় থেকে এরিয়া অফিস/নিউ জলপাইগুড়ি পর্যন্ত স্টেশন অ্যাপ্রোচ রোডের উন্নয়ন ও উন্নতি। টেন্ডার মূল্য ঃ ৫,২১,৭৮,৫৮৪.২৭/- টাকা; বিড সিকিউরিটি ঃ ৪,১০,৯০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডারগুলি বন্ধের তারিখ ও সময় ১৩-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:৩০ টা। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্য ১৩-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

লেভেল ক্রসিংসমূহের অপসারণের জন্যে সম্ভাব্যতার অধ্যয়ন এবং বিস্তৃত প্রকল্প প্রতিবেদন

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৯২/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ১৬-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ২২-এপি.II-২০২৫। কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের এডিইএন/... ... www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং: ই-এল-এমএলডিটি-টিআরডি-ই-টেন্ডার-০৮৮-এর জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি। ... কাজের নাম: মালদা ডিভিশনে ... টেন্ডার মূল্যমান: ২,৭৭,৫৪,৮৯৬ টাকা। বায়নামূল্য: ২,৮৮,৭০০ টাকা। ... www.ireps.gov.in ... অবস্থাতেই ম্যানুয়াল প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না। (MLD-205/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

৭৫০ ভোল্ট বিদ্যুৎ যোগানের ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/২৯_২০২৫/কে/৮৩৮ তারিখঃ ১৬-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ২৯_২০২৫। কাজের নামঃ কাটিহার মণ্ডলের রক্ষণাবেক্ষণ ... www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/ জি এণ্ড সিএইচজি, কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

কাটিহার মণ্ডলে সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/২৩_২০২৫/কে/৮১৪ তারিখঃ ১৬-১০-২০২৫। ... টেন্ডার সংখ্যা. ২৩_২০২৫। ... www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/ জি এণ্ড সিএইচজি, কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিনের জন্যে সিগন্যালিং সাহায্য

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর-এস-২০২৫-কে-৪৮ তারিখঃ ১৫-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: কাজের নামঃ এসএসই এসআইজি শিলিগুড়ি জংশন অধিক্ষেত্রের ... ১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম/এসএণ্ডটি/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

CINEMA সিনেমা

Now Showing at
BISWADEEP
‘THAMMA’
*ing : Ayushmann Khurana, Rashmika Mandanna
Time : 1.15, 4.15 & 7.15 P.M.

Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
THAMMA (Hindi)
Time : 12.30, 3.30, 6.30
AC/Dolby Sound

ভারত সরকার, রেলওয়ে মন্ত্রণালয়

রেলওয়ে নিয়োগ বোর্ড

কেন্দ্রীভূত কর্মসংস্থান বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা (CEN) No. 05/2025

জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার (জেই), ডিপো মেটেরিয়াল সুপারিন্টেন্ডেন্ট (ডিএমএস) এবং ক্যামিকাল এবং মেটালরজিকাল অ্যাসিস্ট্যান্ট (সিএমএ)-এর বিভিন্ন পদে নিয়োগ।

নির্দেশমূলক বিজ্ঞপ্তি

নিম্নে উল্লেখিত তালিকাটিতে বিভিন্ন শ্রেণির পদের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদনের আহ্বান করা হচ্ছে। আবেদনপত্রটি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ 30.11.2025। সকলক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আবেদনপত্রটি শুধুমাত্র অনলাইন মাধ্যমে জমা করতে হবে।
আবেদনপত্র দাখিল করার সূচনার তারিখ ঃ 31.10.2025
আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সমাপ্তির তারিখ ঃ 30.11.2025 (23:59 ঘটিকা)

পদের নাম	সপ্তম সিপিসি অনুসারে বেতনের স্তর	প্রাথমিক বেতন (টাঃ)	চিকিৎসা মান	01.01.2026 অনুসারে বয়স	অস্থায়ী শূন্য পদ (সকল আরআরবি)
জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার. ডিপো মেটেরিয়াল সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং ক্যামিকাল এবং মেটালরজিকাল অ্যাসিস্ট্যান্ট	স্তর 6	35400	বিস্তারিত সিইএন-এর Annexure -A দেখুন	18-33 বছর	2570 (সকল আরআরবি)

প্রার্থীদের অনলাইন আবেদনপত্র পূরণ করার সময় তাদের প্রাথমিক বিবরণ আধার ব্যবহার করে যাচাই করার জন্য দৃঢ়তার সহিত পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, যাতে আধার যাচাই না করা আবেদনপত্রের নিয়োগ প্রক্রিয়া প্রতিটি পর্যায় বিশেষ বিস্তারিত যাচাই বাছাইয়ের কারণে অসুবিধা এবং অতিরিক্ত বিলম্ব এড়ানো যায়। আধার ব্যবহার করে সফলভাবে যাচাইকরণের জন্য, আধারে নাম এবং জন্ম তারিখটি আপডেট করতে হবে, যাতে দশম শ্রেণির পাশ করা সার্টিফিকেটে সম্পূর্ণ নাম এবং জন্ম তারিখের সাথে 100% মিল থাকে। অনুরূপ ভাবে অনলাইন আবেদনপত্র পূরণের আগে আধারটিতে আপনার নতুন ছবি এবং নতুন বায়োম্যাট্রিকের (আঙুলের ছাপ এবং চোখের মণি) আপডেট করতে হবে।

এই বিজ্ঞপ্তিটি সম্পূর্ণরূপে ইঙ্গিতমূলক প্রকৃতির। আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য আবেদনকারীদের অনলাইনে আবেদনপত্রটি পূরণ করার আগে বিস্তারিত কেন্দ্রীভূত কর্মসংস্থান বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা (CEN) No. 05/2025 বিশদভাবে পড়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীভূত কর্মসংস্থান বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা (CEN) No. 05/2025 এর বিস্তারিত বিবরণ এবং কোনও প্রকার সংশোধনী/সংযোজন/গুরুত্বপূর্ণ সূচনা উপরে উল্লেখিত নিয়োগ সংক্রান্ত সময় বিশেষে নিম্নের তালিকাতে উল্লেখিত আরআরবিগুলির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

CEN No. 05/2025 এ অংশগ্রহণকারী আরআরবিগুলির ওয়েবসাইট		
আহমেদাবাদ www.rrbahmedabad.gov.in	গুয়াহাটি www.rrbguwahati.gov.in	প্রয়াগরাজ www.rrbald.gov.in
আজমের www.rrbajmer.gov.in	জম্মু-শ্রীনগর www.rrbjammu.nic.in	রাঁচি www.rrbranchi.gov.in
ভোপাল www.rrbbhopal.gov.in	কলকাতা www.rrbkolkata.gov.in	সেকেন্দ্রাবাদ www.rrbsecunderabad.gov.in
ভুবনেশ্বর www.rrbbbs.gov.in	মালদা www.rrbmalda.gov.in	শিলিগুড়ি www.rrbsiliguri.gov.in
বিলাসপুর www.rrbbilaspur.gov.in	মুম্বাই www.rrbmumbai.gov.in	বেঙ্গালুরু www.rrbbnc.gov.in
চণ্ডীগড় www.rrbcdg.gov.in	মুজাফ্‌ফরপুর www.rrbmuzaffarpur.gov.in	গোরখপুর www.rrbgkp.gov.in
চেন্নাই www.rrbchennai.gov.in	পাটনা www.rrbpatna.gov.in	তিরুবনন্তপুরম www.rrbthiruvananthapuram.gov.in

নং. আরআরবি/কোল/এডিভিটি/সিইএন-05/2025
তারিখ : 22.10.2025
‘দালাল, প্রতারক, অবৈধভাবে চাকরি প্রদানের জালিয়াতি থেকে সতর্ক থাকুন।’
চেয়ারপার্সন
রেলওয়ে নিয়োগ বোর্ড

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : তীব্র আকাঙ্ক্ষায় ক্ষতি হবে। ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। বৃষ : বাবার চিকিৎসার খরচ বাড়বে। দূরের বন্ধুর সুসংবাদ পেয়ে আনন্দ। প্রেমে শুভ। মিথুন : কোনও কাজের জন্যে অনুশোচনা। আপনার কথার ভুলে সংসারে অশান্তি। প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝবেন। কর্কট : ব্যবসায় বিনিয়োগ করে সুফল পাবেন। দাম্পত্যের সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পেরে স্বস্তি। সিংহ : কোনও কাজ করে মানসিক তৃপ্তি। দূরের কোনও বন্ধুর সুসংবাদে আনন্দ। কন্যা : সন্তানের উচ্চশিক্ষায় সাফল্য আনন্দলাভ। পরের জন্যে কিছু করতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। তুলা : ঋণ পরিশোধ করতে পেরে স্বস্তিলাভ। অংশীদারি ব্যবসা ভালো অর্থাগম। বৃশ্চিক : কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সুযোগ পেয়ে আনন্দ। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে মানসিক দুশ্চিন্তা। ধনু : ভোগবিলাসে অর্থব্যয় করে দুশ্চিন্তা। সম্পর্কের উন্নতি হওয়ায় স্বস্তিলাভ। মকর : নিজের যোগ্যতায় কার্যসিদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে হঠাৎ দায়িত্ব বাড়বে। পাওনা আদায় হবে। কুম্ভ : অসৎ ব্যক্তিকে না চিনতে পেরে সমস্যায়। সন্তানের শিক্ষার উন্নতি লক্ষ করে স্বস্তি পাবেন। মীন : পুরোনো সম্পদ কিনে লাভবান হবেন। প্রেমের সঙ্গীর সঙ্গে মান-অভিমান চলবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৪ কার্ত্তিক, ১৪৩২, ভাঃ ৩০ আশ্বিন, ২২ অক্টোবর ২০২৫, ৪ কাতি, সংবৎ ১ কার্ত্তিক সুদি, ২৯ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৪১, অঃ ৫।৪১,অঃ ৫।৪। বুধবার, প্রতিপদ রাত্রি ৬।১৬। স্বাতীনক্ষত্র রাত্রি ১।৫। প্রীতিযোগ শেষরাত্রি ৪।২১। ববকরণ রাত্রি ৬।১৬ গতে বালবকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, রাত্রি ১।৫ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে- দোষ নাই, রাত্রি ৬।১৬ গতে একপাদদোষ, রাত্রি ১।৫ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, রাত্রি ৬।১৬ গতে উত্তরে। কালবেলাদি- ৮।৩১ গতে ৯।৫৭ মধ্যে ও ১১।২২ গতে ১২।৪৭ মধ্যে। কালরাত্রি- ২।৩১ গতে ৪।৬ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ২।৪০ গতে পূর্বেও নিষেধ, রাত্রি ৬।১৬ গতে মাত্র উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ১।৫ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- (অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও অব্যূঢ়ান্ন) সাধভক্ষণ নামকরণ নিষ্ক্রমণ গৃহারম্ভ গৃহপ্রবেশ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৩৮ মধ্যে ও ৭।২১ গতে ৮।৫ মধ্যে ও ১০।১৬ গতে ১২।২৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪১ গতে ৬।৩৩ মধ্যে ও ৮।১৮ গতে ৩।১৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।৩৮ গতে ৭।২১ মধ্যে ও ১।১০ গতে ৩।২১ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বামনডাঙ্গার মডেল ভিলেজের ত্রাণশিবিরে কালীপুজো উপলক্ষ্যে বিশেষ ভোজ। দুর্গতদের সঙ্গে খাচ্ছেন প্রশাসনের কর্তারা। মঙ্গলবার।

ত্রাণশিবিরে বিশেষ ভোজ

নাগরাকাটা, ২১ অক্টোবর : কালীপুজো ও দীপাবলি উপলক্ষ্যে প্লাবনবিধ্বস্ত বামনডাঙ্গা এবং টন্ডু চা বাগানের ত্রাণশিবিরে বিশেষ খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করল প্রশাসন। মঙ্গলবার বামনডাঙ্গার মডেল ভিলেজ ও টন্ডু বস্তির শিবিরে খিচুড়ি, সবজি, লুচি ও চাটনি সহ আরও বেশকিছু খাবারের ব্যবস্থা করা হয় ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নেওয়া মানুষদের জন্য। প্রশাসনের এমন উদ্যোগে খুশি সকলে।

নাগরাকাটার বিডিও পঙ্কজ কোনার বলেন, 'শুধু খাওয়াদাওয়া নয়, প্রশাসন সকলের সঙ্গে রয়েছে এই বার্তা দিতেই এই আয়োজন।' তিনি জানান, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ না আসা পর্যন্ত ত্রাণশিবির চালু থাকবে।

ত্রাণশিবিরের এই ভোজে নাগরাকাটার বিডিও ছাড়াও মালবাজারের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তথা ডেপুটি কালেক্টর অরুণ পাত্র, নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ত্রাণশিবিরে থাকা সকলের সঙ্গে বসে খেতেও দেখা যায় প্রশাসনের আধিকারিকদের।

রাতের ঘুম কাড়ল শব্দবাজি

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

২১ অক্টোবর : কালীপুজোর পরের দিনও গভীর রাত পর্যন্ত দেদার শব্দবাজি ফাটল জেলার চার শহরে। এরমধ্যে আলোর উৎসবে মাতোয়ারা রইল জেলা জলপাইগুড়ি।

মণ্ডপ দর্শনের জন্য এখন প্রতি মুহূর্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ জলপাইগুড়ি শহরে শুধু থিম নয়, দর্শনার্থী টানতে রয়েছে 'ভূতের শো' থেকে 'অপারেশন সিঁদুর।' তাই মঙ্গলবার সন্ধের পর থেকে পুজোমণ্ডপের পাশাপাশি ভূতের শো দেখতেও ভিড় জমান জলপাইগুড়িবাসী। ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে পায়েল সরকার বলেন, 'হাতে সময় খুব কম। এরপর ভাইফোঁটায় আরও ভিড় হবে। তাই প্রতাপ সংঘ, নবারুণ সংঘ, দাদাভাই দেখে এবার ডেস্টিনেশন ভগৎ সিং কলোনির ভূতের শো। আসলে শো দেখতে একটু সময় লাগবে। কিন্তু ভয় পাব, এটাই রোমাঞ্চকর।' এদিন জলপাইগুড়ির প্রতিটি পুজোমণ্ডপে উপচে পড়া ভিড় চোখে পড়েছে। সঙ্গে অলিগলিতে পোড়া বাজির বারুদের গন্ধ। তবে, কড়া নিরাপত্তার প্রহরার মধ্যে শব্দবাজির দাপট যে কানে আসেনি, তা নয়। অনেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন, শব্দবাজি বন্ধের আবেদন জানিয়ে। এ নিয়ে পশুপ্রেমী সুতপা মিত্র বলেন, 'পাড়ার কুকুরগুলো আতঙ্কে ছুটছিল। পরে দেখলাম, কারা যেন দু'একটা শব্দবাজি ফাটিয়ে ঘরে ঢুকে গিয়েছেন। আমার মনে হয়, শুধু প্রশাসন নয়। অভিভাবকদের তরফে নজরদারির প্রয়োজন রয়েছে।'

ধূপগুড়ি শহরে আতশবাজি পোড়ানোর হিড়িক।

মঙ্গলবার সকাল থেকে ময়নাগুড়ি শহরজুড়ে পুজোর ব্যস্ততা লক্ষ করা গিয়েছে। বেশিরভাগ মণ্ডপে ভোগ বিতরণ হয়েছে। সকালে ও দুপুরে মোটের ওপর বাজার ফাঁকা থাকলেও বিকেলের পর শহরে ভিড় বাড়তে থাকে। এদিন বিকেল পাঁচটা থেকে নো এন্ট্রি জারি হয়। ড্রপগেট দিয়ে যানবাহন ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। সন্ধের পর বিভিন্ন মণ্ডপে দর্শনার্থীদের ভিড় বাড়তে থাকে। শহরের কেন্দ্রস্থল, খেলার মাঠে মেলা বসেছে। এদিকে শব্দবাজি নিষিদ্ধ হলেও, শহরবাসীর কানে মাঝেমধ্যে তালা লাগার জোগাড়। কোথা থেকে এল শব্দবাজি? প্রশ্ন অনেকেরই।

উৎসবে মাতোয়ারা

আলো কম, আওয়াজ বেশি

কালীপুজোর পরের দিনও দেদার আতশবাজি-শব্দবাজি ফাটল জেলার চার শহরে

মণ্ডপের পাশাপাশি ভূতের শো দেখতেও ভিড় জমান জলপাইগুড়িবাসী

মঙ্গলবার সকাল থেকে ময়নাগুড়ি শহরজুড়ে মণ্ডপে ভোগ বিতরণ হয়েছে

এবার 'হিট' ড্রোনবাজি। কিছুটা ওপরে গিয়ে ফাটে। তবে এখন আর মিলছে না

ছবিটা আলাদা ছিল না ধূপগুড়ি শহরেও। শহরজুড়ে ফাটল আতশবজি, শব্দবাজিও

আতশবাজির বেচাকেনাও বেশ ভালো ছিল। নন্দনকানন মাঠে বাজির বাজার বসেছে। এবার 'হিট' ড্রোনবাজি। কিছুটা ওপরে গিয়ে ফাটে। তবে দোকানিদের দাবি, গত কয়েকদিনে ড্রোনবাজি সব বিক্রি হয়ে গিয়েছে। এখন আর মিলছে না। এছাড়া সুতো ও পপবাজির চাহিদা ভালো। জানালেন বাজি ব্যবসায়ী নয়ন সাহা। বাইরের অসংখ্য দর্শনার্থীও এদিন ভিড় জমিয়েছেন শহরে। রাস্তার দু'ধারে অসংখ্য ফাস্ট ফুডের দোকান বসেছে। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা পিনাকী ভট্টাচার্য বলেন, 'ময়নাগুড়ির জাগরণী কালীপুজো কমিটির মণ্ডপ ভালো হয়েছে শুনে সপরিবার দেখতে এসেছি। এছাড়া আরও কয়েকটা পুজো দেখলাম। বেশ ভালো আয়োজন।'

এদিকে দীপান্বিতা অমাবস্যার রাতে মাল শহরে দেদার দাপাল শব্দবাজি। শহরের রাস্তায় প্রকোপ কম থাকলেও শব্দবাজির তাণ্ডব দেখা গিয়েছে অলিগলিতে। চকোলেট বোমের শব্দ পাওয়া গিয়েছে বিভিন্ন মণ্ডপের সামনে। তবে সবুজ আতশবাজির দিকে ছোটদের ঝোঁক বেশি। চরকি, তুবড়িতেই মজে শিশু-কিশোর মন। মাল শহরের কিশোর ঋদ্ধিমান ঘটক জানায়, শব্দবাজির পরিবর্তে বরাবরই আতশবাজি পোড়ায় সে। শুভম ভারতী বলে, কাউকে কষ্ট দিয়ে উৎসব পালন করা যায় না। তাই শব্দবাজি এড়িয়ে চলাই শ্রেয়।

ছবিটা আলাদা ছিল না ধূপগুড়ি শহরেও। দীপাবলিতে শহরজুড়ে বেলাগাম ফাটল আতশবজি, শব্দবাজিও। শহরের মণ্ডপে মঙ্গলবার যে হারে ভিড় ছিল তার থেকেও বেশি ছিল আতশবাজি পোড়ানোর হিড়িক।

ভাঙা গার্ডরেলে বিপদের শঙ্কা

গয়েরকাটা, ২১ অক্টোবর : ধূপগুড়ি-গয়েরকাটাগামী এশিয়ান হাইওয়ে-৪৮ এর উপর বেশ কয়েকটি জায়গায় গার্ডরেল ভেঙে গিয়েছে। অভিযোগ, অনেকদিন ধরে এভাবে ভেঙে থাকলেও কর্তৃপক্ষ সেগুলি মেরামতির উদ্যোগ নিচ্ছে না। কোথাও গার্ডরেলের অংশ ভেঙে রাস্তার উপর উঠে এসেছে। ফলে পথচারীদের যাতায়াতে অসুবিধা হচ্ছে। সেইসঙ্গে রাতের বেলা দুর্ঘটনার প্রবণতা বাড়ছে। এশিয়ান হাইওয়ে-৪৮'এর ইঞ্জিনিয়ার সৌরভ বসু বলেন, 'যে সংস্থা এই গার্ডরেলগুলির দেখাশোনা করত তাদের চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় এগুলি মেরামতির ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছে। তবে দ্রুত সমস্যার সমাধান করা হবে।'

ধূপগুড়ি-গয়েরকাটার মাঝে ডুড়ুয়া সেতু সংলগ্ন এলাকা, আংরাভাসা, গয়েরকাটা ও বাসলাইন সহ বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন সময় গাড়ির ধাক্কায় রাস্তার পাশে বসানো গার্ডরেলগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাজেশ লামা নামে এক গাড়িচালকের কথায়, 'রাস্তার জন্য প্রতিনিয়ত রোড ট্যাক্স দেওয়া হচ্ছে। অথচ রাস্তার গর্ত কিংবা ভাঙা গার্ডরেল মেরামতির জন্য কোনও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। সমস্যা মেটাতে কর্তৃপক্ষের দ্রুত পদক্ষেপ করা উচিত।'

প্রতিষ্ঠা দিবস

জলপাইগুড়ি, ২১ অক্টোবর : ১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। স্বাধীনতার ইতিহাসে আজাদ হিন্দ সরকারের অবদানকে স্মরণ করে মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি নেতাজি সুভাষ ফাউন্ডেশনের তরফে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এদিন নেতাজির মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে, জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। পাশাপাশি শহরের পিডব্লিউডি মোড়ে নেতাজি সুভাষ ফাউন্ডেশন ও সারা ভারত অগ্রগামী মহিলা সমিতির যৌথ উদ্যোগে বেশ কিছু দুঃস্থ মানুষের হাতে বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। নেতাজি সুভাষ ফাউন্ডেশনের সম্পাদক গোবিন্দ রায় বলেন, 'আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের পাশাপাশি বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে অংশ নেওয়া জলপাইগুড়ির তিন বিজয়ী কন্যাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। তবে, বর্তমানে জাতীয় ও রাজ্য স্তরেও সরকারিভাবে এই দিনটি পালিত হয় না, যা অত্যন্ত দুঃখের।'

জলপাইগুড়ির মুনলাইট ক্লাবের প্রতিমা। ছবি : মানসী দেব সরকার

বাতিস্তম্ভে অমিল বিদ্যুৎ

ক্রান্তি, ২১ অক্টোবর : বছর কয়েক আগে ক্রান্তি ব্লকের রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঁঠালগুড়ি মোড়ে সাংসদ জয়ন্ত রায়ের তহবিল থেকে একটি উচ্চ বাতিস্তম্ভ বসানো হয়েছিল। কিন্তু এখনও অবধি সেই বাতিস্তম্ভে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়নি। এই বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মিন্টু রায় বলেন, 'উচ্চ বাতিস্তম্ভের জন্য যে ইলেক্ট্রিক বিল আসবে সেটা গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে পরিশোধ করা সম্ভব না। ওই জায়গায় নতুন করে সৌরবিদ্যুৎচালিত বাতিস্তম্ভ বসানো হবে।'

পার্শ্ববর্তী ১০টি গ্রাম কাঁঠালগুড়ি বাজারের ওপর নির্ভরশীল। সংশ্লিষ্ট বাজারে ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ২০০টি দোকান রয়েছে। এলাকায় রয়েছে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

অভিযোগের সুরে স্থানীয় বাসিন্দা জাকির হোসেন বলেন, 'শুধু বাতিস্তম্ভটাই দেখলাম কিন্তু আলো জ্বলতে আর দেখলাম না। সন্ধ্যার পর গোটা এলাকা অন্ধকার হয়ে যায়। ব্যবসার ক্ষতি হয়।' ব্যবসায়ী নীলু রহমান, জিয়াউল হক, উকিল হক, মোস্তাকিন আলম সবাই অবিলম্বে এই এলাকায় আলোর ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়েছেন।

> উচ্চ বাতিস্তম্ভের জন্য যে ইলেক্ট্রিক বিল আসবে সেটা গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে পরিশোধ করা সম্ভব না। ওই জায়গায় নতুন করে সৌরবিদ্যুৎচালিত বাতিস্তম্ভ বসানো হবে।
>
> **মিন্টু রায়,** *উপপ্রধান*
> *রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত*

বাড়ি-ফসল রক্ষায় গ্রামে রাতপাহারা

ধূপগুড়ি, ২১ অক্টোবর : বছরভর পরিশ্রমের ফসল বাঁচানোর তাগিদে রাত জাগছেন কৃষকরা। রয়েছে ঘর বাঁচানোর তাগিদও। ধূপগুড়িজুড়ে জাঁকজমকভাবে কালীপুজো হলেও মণ্ডপ দেখতে যাওয়ার জো নেই। দলবেঁধে পাহারা দিচ্ছেন খেতের ফসল। মল্লিকশোভা এবং কালাখাম্বার কৃষক ও বাসিন্দারা ফসল নিয়ে কার্যত আতঙ্কে।

স্থানীয়রা জানালেন, রাতে নিয়মিতভাবে সোনাখালি জঙ্গল থেকে দলবেঁধে বা কখনও দলছুটভাবে হাতি লোকালয়ে ঢুকছে। হাতির দলকে তাড়াতে একপ্রকার হিমসিম খেতে হচ্ছে বনকর্মীদেরও। কিন্তু হামলায় বাড়িঘর যাতে ক্ষতির মুখে না পড়ে, সেজন্য রাত জেগে কাটাচ্ছেন বাসিন্দারা। কালাখাম্বা এলাকার বাসিন্দা তথা কৃষক মিন্টু রায় বলেন, ধানের লোভে হাতির আনাগোনা থাকছে। রাত জেগে পাহারা দিতে হচ্ছে। ধূপগুড়ি গ্রাম ও শহর জুড়ে কালীপুজো জাঁকজমকভাবে অনুষ্ঠিত হলেও পাহারায় কেউই বিরত হতে চাইছেন না। ধান ও অন্যান্য ফসল বাঁচাতে ওয়াচটাওয়ার এবং অন্যান্য জায়গায় শব্দবাজি হাতে ঘুরছেন বাসিন্দারা।

ঘটনা স্বীকার করে নিয়েছেন মোরাঘাট রেঞ্জের বনকর্মীরা। রেঞ্জ অফিসার চন্দন ভট্টাচার্য বলেন, সোনাখালি সহ আশপাশের জঙ্গলে হাতির দল অবস্থান করে রয়েছে। সেগুলি প্রায়ই জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়মুখী হয়ে পড়ছে। হাতির দল লোকালয়ে ঢুকলে জঙ্গলে ফেরানো হচ্ছে। তবে গ্রামবাসীদের অযথা আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শই দেওয়া হয়েছে।

পথে চিতাবাঘ

শিলিগুড়ি, ২১ অক্টোবর : পাঙ্খাবাড়ি-কার্সিয়াং রোডে দেখা মিলল চিতাবাঘের। সোমবার সকালে সাতঘুমটি এলাকার কাছে বুনোটির রাস্তা পারাপারের ভিডিও ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। কার্সিয়াং বন বিভাগের তরফে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, চিতাবাঘটি রাস্তা পারাপারের সময় স্কুটারে চেপে একজন দ্রুতগতিতে যাচ্ছেন। বন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, এই রাস্তা দিয়ে প্রায়ই পারাপার করে চিতাবাঘ। এক চা বাগান থেকে অন্য চা বাগানে যায়। সেই কারণে গাড়ি চালানোর সময় সতর্ক থাকা এবং এই রাস্তায় দ্রুতগতিতে গাড়ি না চালানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

দুই বন্ধুর মৃত্যু

নকশালবাড়ি, ২১ অক্টোবর : বাইক দুর্ঘটনায় দুই বন্ধুর মৃত্যু হল। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতরা হলেন বাগডোগরার পিন্টু সরকার (২৫) ও বাতাসির সুকমল মণ্ডল (২৪)। সোমবার গভীর রাতে দুজনে বাইকে করে কালীপুজো দেখতে বেরিয়েছিলেন। নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত ২ নম্বর জাতীয় সড়ক এলাকার কিরণচন্দ্র চা বাগানের কাছে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি লরির পেছনে তাঁদের বাইকটি সজোরে ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলে দুজন মারা যান। ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহগুলি উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে পাঠানো হয়। পরে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

প্রচার

চালসা, ২১ অক্টোবর : মানুষ-বন্যপ্রাণ সংঘাত ঠেকাতে মঙ্গলবার বন দপ্তরের গরুমারা নর্থ রেঞ্জের তরফে মাটিয়ালি ও নাগরাকাটা ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় মাইকে প্রচার চালানো হয়। বর্তমানে ধান পাকছে। তার লোভে হাতির দল ধানখেতে হানা দিচ্ছে। সোমবার রাতে পানঝোরায় ধানখেতে হাতি তাড়াতে গিয়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। হাতি লোকালয়ে ঢুকে পড়লে তাদের উত্ত্যক্ত না করা, কাছে গিয়ে পটকা না ফাটানো, চিৎকার-চ্যাঁচামেচি না করা এসব নিয়ে প্রচার চালানো হয়।

হাতির ভয়ে তটস্থ মেচপাড়া ও রাজাডাঙ্গা

পাকার আগেই ধান কাটা

শুভদীপ শর্মা

ক্রান্তি, ২১ অক্টোবর : পুজোর মরশুমে সোনালি রং ধরেছে ধানের শিষে। দূর থেকে দেখলে যেন মন জুড়িয়ে যায়। অথচ মন জুড়োনো দৃশ্যে উৎকণ্ঠা বেড়েছে কৃষকদের। বৃষ্টি নয়, এখন হাতির পালই এই আতঙ্কের কারণ। তাই ফসলের ক্ষতি এড়াতে অনেকে ধান পাকার আগেই কেটে ঘরে তুলছেন। হাতির পায়ে পিষ্ট হয়ে হাড়ভাঙা পরিশ্রমের ফসল যাতে মাঠে মারা না যায়, সেজন্য জলপাইগুড়ির আপালচাঁদ জঙ্গল লাগোয়া কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের মেচপাড়া ও রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের মেচবস্তি এলাকায় এই দৃশ্য এখন নিত্যদিনের ঘটনা।

ধান কেটে নিচ্ছেন কৃষকরা। মঙ্গলবার ক্রান্তিতে।

বিকেল গড়ালেই টর্চ হাতে পাহারা বসছে মাঠে। এক রাতেই ধানখেতে হামলা চালিয়ে বছরের পরিশ্রম নষ্ট করে দিতে পারে হাতির দল। তাই আগেভাগে ধান কেটে ফেলা একমাত্র উপায়। কৃষকরা জানাচ্ছেন, এতে ফলন কম হলেও অন্তত সম্পূর্ণ ক্ষতি এড়ানো যাচ্ছে।

ওয়াকিবহাল মহলের মত, জঙ্গলে পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাবে বন্য হাতিরা খাবারের খোঁজে লোকালয়ে প্রবেশ করছে। ধান, ভুট্টা, কলার মতো ফসল তাদের প্রিয়। সেগুলির খোঁজে ফসলের খেতে হানা দিচ্ছে তারা। আপালচাঁদ জঙ্গল লাগোয়া ক্রান্তি ব্লকের রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের মেচ বস্তির পাশে রয়েছে কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের মেচপাড়া। কৃষিপ্রধান এই দুই গ্রাম পঞ্চায়েতে ব্যাপক পরিমাণে ধান চাষ হয়। এলাকায় সবে ধানের শিষ বের হওয়া শুরু হয়েছে। আর তাতেই আতঙ্ক বেড়েছে। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর কখনও দলবেঁধে, কখনও একটি হাতি হাজির হচ্ছে গ্রামে। মেচ বস্তির দিলীপ ওরাওঁ বলেন, 'সূর্যাস্তের পরই একপাল হাতি নিমেষে একবিঘা জমির ধানের খেত পুরোপুরি নষ্ট করে দেয়। প্রতি রাতেই গ্রামে হাতি ঢুকছে। হাতি তাড়াতে গ্রামবাসীরা দলবেঁধে থাকছেন। তেমনই বন দপ্তরের তরফেও নজরদারি চালানো হচ্ছে।' মেচপাড়ার কৃষক দীপেন রায় বলেন, 'এক রাতেই পুরো খেত উজাড় হয়ে যায়। তাই পাকা না হতেই ধান কেটে নিচ্ছি। না হলে হাতে কিছুই থাকবে না।'

এই পরিস্থিতি নিয়ে রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মিন্টু রায় বলেন, 'কয়েক বছর ধরে এই সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন কৃষকরা। যার জেরে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে। বন দপ্তর যাতে আরও কঠোরভাবে নজরদারি চালায়, সেই দাবি জানানো হয়েছে।'

ফসল বাঁচাতে

- সবে ধানের শিষে সোনালি রং ধরেছে
- ফসলের লোভে হাতির হানার আশঙ্কা
- সেই ভয়ে ধান পাকার অপেক্ষা না করে কেটে নিচ্ছেন চাষিরা
- দলবেঁধে ফসল পাহারা দেওয়াও চলছে

এই ব্যাপারে বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিএফও বিকাশ ভি জানান, হাতি তাড়াতে বনকর্মীরা প্রতি রাতে টহল দিচ্ছেন। কিন্তু একসঙ্গে একাধিক এলাকায় হাতির দল ছড়িয়ে পড়ায় পরিস্থিতি সামলাতে সমস্যা হচ্ছে। তবু ফসল ও মানুষের ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে পরিশ্রম করে চলেছেন বনকর্মীরা।

ত্রাণের মাঠেই পুজো মডেল ভিলেজে

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২১ অক্টোবর : আড়ম্বর তো দূরের কথা। পুজো আয়োজনের পরিবেশও এখানে নেই। ৫ অক্টোবর ভোরের বিধ্বংসী প্লাবনে এখান থেকেই ভেসে গিয়ে মৃত্যু হয়েছিল শিশু, মহিলা, পুরুষ সহ ১১ জনের।

৪ অক্টোবর রাত থেকে মুষলধারে লাগাতার বৃষ্টি ও সেই সঙ্গে লাগোয়া জলঢাকার বাঁধ ভেঙে বামানডাঙ্গা মডেল ভিলেজ ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মৃত্যুর ঘটনার পাশাপাশি অনেকের পরিচয় এখন 'আশ্রয়হীন'। ভরসা ত্রাণশিবির। এই প্রতিবন্ধকতাতেও অটুট বিশ্বাস ও মনের জোর গত আট বছর ধরে চলতে থাকা কালীবন্দনায় অবশ্য ছেদ টানতে দিলেন না বামনডাঙ্গা চা বাগান মডেল ভিলেজের বাসিন্দারা। ঘটপুজোর মাধ্যমেই দেবীবন্দনায় শামিল হলেন তাঁরা।

প্রশাসনের অস্থায়ী ত্রাণশিবিরের মাঠই তাঁদের মহাশক্তির আবাহনের পুজোমণ্ডপ। ঐতিহ্যের প্রতি এই টানে আবেগ-আপ্লুত প্রশাসনের কর্তা থেকে শুরু করে সেখানে সরকারি কাজে পরিদর্শনে আসা প্রত্যেকেই। অনেকেই বলছেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়াবহতার মধ্যেও নিজেদের একসূত্রে বেঁধে রাখার এ এক অনন্য নজির।

বামনডাঙ্গা চা বাগানের মডেল ভিলেজে ঘটপুজোয় মহাশক্তির আরাধনা।

গোলাপি ও লাল কাপড়ে মুড়ে কলা পাতা দিয়ে সাজানো হয় পুজোর বেদি। ঘটপুজোর উপকরণ ফুল, ধূপকাঠি, মাটির প্রদীপ এবং অন্য সামগ্রী। কিন্তু এদিন তাঁদের পুজোর জায়গায় এসব উপকরণে সঙ্গ দেয় জরুরি ত্রাণসামগ্রীও।

গ্রামের প্রবীণরা জানিয়েছেন, এই চরম দুর্দিনে দেবীর কাছে প্রার্থনা একটাই যাতে এখানে সবকিছু দ্রুত স্বাভাবিক হয়। এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য লক্ষ্মণ কাওয়ার বলেন, 'মায়ের আরাধনা একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে এটা মেনে নিতে পারছিলাম না। তাই নিয়ম রক্ষার্থে ঘটপুজোটুকুই এবার আমাদের আরাধনা। দেবী চাইলে পরে নিশ্চয়ই সবকিছু আগের মতো হবে।'

আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত দুটি দোকান

বানারহাট, ২১ অক্টোবর : কালীপুজোর রাতে দুটি দোকান আগুনে পুড়ল। সোমবার গভীর রাতে বানারহাট ব্লকের বিন্নাগুড়ি চৌপথি সংলগ্ন গয়েরকাটাগামী রাজ্য সড়কের পাশের দুটি দোকানে আগুন লাগে। ঘটনায় সন্দীপ আগরওয়াল ও দীপক প্রসাদ নামে দুই ব্যবসায়ীর দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এরমধ্যে সন্দীপের দোকানের সমস্ত জিনিসপত্র পুড়ে লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে। আগুন ছড়ানোয় পাশের দোকানও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খবর পেয়ে প্রথমে বিন্নাগুড়ি সেনাছাউনি থেকে দুটি ও ধূপগুড়ি থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসে। প্রায় তিন ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ধূপগুড়ি দমকলকেন্দ্রের ওসি রিন্টু সরকার বলেন, 'শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগেছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে।'

স্থানীয় ব্যবসায়ীদের দাবি, দমকলের ইঞ্জিন আরেকটু দেরিতে এলে আগুন আশপাশের দোকানগুলিতে ছড়িয়ে পড়ত। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী সন্দীপ আগরওয়ালের কথায়, 'দোকানের উপরতলায় পরিবার নিয়ে ঘুমোচ্ছিলাম। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে খবর পাই নীচতলার দোকান থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। পরিবার নিয়ে প্রতিবেশীর ঘর দিয়ে কোনওরকমে বাইরে বেরিয়ে প্রাণে বেঁচেছি। দোকানের সমস্ত মালপত্র পুড়ে যাওয়ায় ১৪-১৫ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে।'

সংবর্ধনা

ক্রান্তি, ২১ অক্টোবর : মঙ্গলবার ক্রান্তি পুলিশ ফাঁড়িতে কালীপুজোর অনুষ্ঠানে চলতি বছরের ক্রান্তি ব্লকের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের মোট ৬ জন কৃতী পড়ুয়াকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তাদের হাতে আর্থিক পুরস্কারও তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি, কিছু দুঃস্থ পরিবারের হাতে শীতকালীন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে কচিকাঁচাদের নিয়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত, মাল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রোশন প্রদীপ দেশমুখ, মালের আইসি সৌম্যজিৎ মল্লিক, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মহুয়া গোপ সহ অন্যরা।

গণধর্ষণে ধৃত ২

ময়নাগুড়ি, ২১ অক্টোবর : এক বধূকে গণধর্ষণের ঘটনায় বাকি দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। সোমবার রাতে অভিযুক্ত বিষ্ণু রায় এবং মিন্টু রায়কে গ্রেপ্তার করে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। মঙ্গলবার ধৃতদের জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়। জলপাইগুড়ি সিজেএম আদালতে ধৃতদের ১৪ দিনের জেল হেপাজত হয়। ১৯ অক্টোবর রবিবার অভিযোগ করার পর সেই রাতেই পুলিশ অভিযুক্ত গৌরাঙ্গ রায়কে গ্রেপ্তার করে। সোমবার তাঁকে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হলে আদালত তাঁকে ১৪ দিনের জেল হেপাজত দেয়। ধৃতদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে আদালতে তোলা হয়।

স্বামীর অনুপস্থিতিতে ময়নাগুড়িতে ফাঁকা বাড়িতে গণধর্ষণের শিকার হন এক বধূ। গত শুক্রবার রাত আনুমানিক দশটা নাগাদ ওই বধূ বাড়ির কলতলায় বাসনপত্র ধুচ্ছিলেন। সেই সময় প্রতিবেশী ৩ তরুণ বাড়িতে ঢুকে ওই মহিলাকে ধর্ষণ করেন। থানায় অভিযোগ জানালে অভিযুক্তরা স্বামী ও স্ত্রী দুজনকেই প্রাণে মারার হুমকি দিয়ে চলে যান। এরপর রবিবার নির্যাতিতা ময়নাগুড়ি থানায় অভিযুক্ত তিনজনের নামে অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে নেমে পুলিশ রবিবার রাতেই অভিযুক্ত গৌরাঙ্গ রায়কে গ্রেপ্তার করে। বাকিদের সোমবার রাতে গ্রেপ্তার করা হয়।

এদিন ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়েছে। নির্যাতিতার পরিবারের তরফে দোষীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করা হয়েছে।

পরিদর্শন

ধূপগুড়ি, ২১ অক্টোবর : এবার দুর্যোগ কবলিত এলাকা ঘুরে দেখলেন কৃষি অধিকর্তা এবং এক্স অফিসিও সেক্রেটারি প্রবীর হাজরা। সোমবার ও মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেন তিনি। কৃষকদের জমি আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া নিয়ে তিনি বৈঠকও করেন। একইসঙ্গে কম্বল, সাবান সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী দিয়ে কৃষকদের সহায়তাও করেন। একই সঙ্গে আলিপুরদুয়ার জেলার প্রায় ১০ বিঘা জমির সুপারি গাছের গোড়া থেকে পলি সরিয়ে গাছগুলিকে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আনার জন্যেও উদ্যোগ নিয়েছে কৃষি অধিকর্তাদের সংগঠন 'সাটসা'। ফালাকাটার সহ কৃষি অধিকর্তা সুপ্রিয় বিশ্বাস সহ অন্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

দীপাবলি হাসি ফোটায় ওঁদের মুখেও। মঙ্গলবার মালবাজারে। ছবি: অ্যানি মিত্র

আবর্জনা সংগ্রহ বন্ধ দুই পঞ্চায়েতে

সুভাষচন্দ্র বসু

বেলাকোবা, ২১ অক্টোবর : গ্রাম পঞ্চায়েতের আবর্জনা সংগ্রহের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল তিনটি হাইড্রলিক ই-টোটো। নির্দেশ ছিল, সেই টোটোয় সপ্তাহে একদিন করে আবর্জনা সংগ্রহ হবে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে নেওয়া হবে আবর্জনা। দূষণ রোধের জন্যই ছিল এই উদ্যোগ। অথচ বেলাকোবা, শিকারপুর এবং পানিকৌরি গ্রাম পঞ্চায়েতে আবর্জনা সংগ্রহ নিয়ে চিত্র একেবারেই আলাদা।

বেলাকোবা গ্রাম পঞ্চায়েতে নিয়ম মেনে আবর্জনা সংগ্রহ চলছে বটে, কিন্তু শিকারপুর এবং পানিকৌরি গ্রাম পঞ্চায়েতে সেটা অনিয়মিত। অভিযোগ, গত কয়েকমাস ধরে এই দুই পঞ্চায়েত এলাকায় আবর্জনা সংগ্রহ কার্যত বন্ধ। ফলে পুজোর এই মরশুমে কার্যত দূষণে ছেয়েছে এই দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।

আবর্জনা সংগ্রহের জন্য পাওয়া টোটোগুলি দীর্ঘদিন অব্যবহৃত হয়ে পড়ে ছিল। ২২ জুন থেকে দুটি হাইড্রলিক টোটো এক মাস বর্জ্য সংগ্রহ করে ফের গ্যারাজবন্দি হয়ে পড়েছে। অভিযোগ, সুযোগ বুঝে একটি টোটোকে অন্য কাজেও ব্যবহার করা হচ্ছে। দীপাবলির সকালেই একটি হাইড্রলিক টোটোয় বাড়ি বাড়ি কলা গাছ পৌঁছে দিতে দেখা গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিবেকানন্দ কলোনি পিএইচই'র জলপ্রকল্পের সামনে একটি ভ্যাট উপচে পড়ার জোগাড় হয়েছে। সাত মাস ধরে ভ্যাটটির এই পরিস্থিতি। দুর্গন্ধের পাশাপাশি দূষণে সমস্যা বাড়ছে বলে এলাকার এক ব্যবসায়ী পুকন দে অভিযোগ করেছেন। সমস্যা সমাধানে দ্রুত পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন আরেক ব্যবসায়ী দেবু নাগ।

নারায়ণ বসাক বলেন, বর্জ্য সংগ্রহের পেশায় লোকের অভাব রয়েছে। কালীপুজোর পরে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দীর্ঘদিন ধরে আবর্জনা সংগ্রহ বন্ধ থাকায় পানিকৌরির পণ্ডিতেরবাড়ি এলাকার বাসিন্দা বিভাস দাস অভিযোগ করেন,

শিকারপুরের হাইড্রলিক ই-টোটো গ্যারাজবন্দি।

শিকারপুর অঞ্চলের স্টেশন কলোনিতে পানীয় জলের স্ট্যান্ড ঘিরে আবর্জনা ভরে রয়েছে। ফলে পানীয় জল সংগ্রহ করতে গিয়ে নাকে রুমাল দিচ্ছেন বাসিন্দারা। তবুও প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই বলেই অভিযোগ।

এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সভাপতি তথা এলাকাবাসী অশোক দাস বলেন, দূষণমুক্ত পরিবেশের জন্য নিয়মিত বর্জ্য সংগ্রহ হওয়া প্রয়োজন। এই ব্যাপারে শিকারপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি আমাদের কলোনিতে আবর্জনা ফেলার ডাস্টবিনই নেই। শুরু থেকে দেখা মেলেনি আবর্জনা সংগ্রহের জন্য জেলা পরিষদ থেকে দেওয়া হাইড্রলিক ই-টোটোরও।

এই ব্যাপারে পানিকৌরি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পাপিয়া সরকার বলেন, 'এই পরিষেবা চালু রয়েছে। পুজোর মাস বলে সাময়িক বন্ধ আছে। পুজোর পর পঞ্চায়েত অফিস খুললেই যথাযথ পরিষেবা চালু হবে। যেসব এলাকায় পরিষেবা নেই, সেগুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করা হবে।'

শিকারের অপেক্ষায়।। আলিপুরদুয়ারের চার মাইলে ছবিটি তুলেছেন অরূপ সরকার।।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

তিনটি হাতির প্রাণরক্ষা

নাগরাকাটা, ২১ অক্টোবর : শিলিগুড়ি-বামনহাট 'ডিইএমইউ'র দুই চালক জরুরি ব্রেক কষে দুই শাবক সহ পূর্ণবয়স্ক হাতির প্রাণরক্ষা করলেন। মঙ্গলবার গুলমা ও সেবক স্টেশনের মাঝে মহানন্দার জঙ্গলচেরা রেলপথের ঘটনা। এদিন ২২/ ৭-৮ নম্বর পিলারের কাছে রাজীব কুমার ও শুভম সরকার নামে দুই চালক হঠাৎ তিনটি হাতিকে দেখতে পান। রেললাইনের পাশে হাতিগুলি ঘোরাফেরা করছিল। দেখামাত্রই তাঁরা ট্রেনটি থামিয়ে দেন। হাতিগুলি জঙ্গলের ভিতর ঢোকার পর ট্রেন গন্তব্যের দিকে রওনা হয়। একইভাবে গত রবিবার রাতে আপ সিকিম মহানন্দা এক্সপ্রেসের দুই চালক এসই রাও ও এসসি দাস রাজাভাতখাওয়া ও আলিপুরদুয়ার জংশনের মাঝে রেললাইন পারাপার করার সময় চারটি হাতিকে বাঁচিয়েছিলেন।

পুজোমণ্ডপে টন্ডুর খুদেরা

নাগরাকাটা, ২১ অক্টোবর : ৫ অক্টোবরের অভিশপ্ত দিনটি মনে পড়লেই ভয়ে শিউরে ওঠে নাগরাকাটার বামনডাঙ্গা চা বাগানের টন্ডু বস্তির খুদেরা। আশিক ওরাওঁ, রানি মুন্ডা, বিপ্পা মাহালির মতো ছোটরা এখনও সেই আতঙ্কে ভুগছে। গাঠিয়া নদীর প্লাবনে ওদের বাড়িঘর সবই ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গিয়েছে। ঘটনার দু'সপ্তাহ পেরিয়েছে। অথচ ওদের মাথা গোঁজার ভরসা ত্রাণ শিবির কিংবা দূরে আত্মীয়স্বজনদের বাড়ি। ট্রমার মধ্যে থাকা ওই ছেলেমেয়েদের জীবনে কিছুটা হলেও উচ্ছ্বাস জোগাতে কালীপুজোর মণ্ডপ ঘুরিয়ে দেখালেন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি প্রবীণ সিং ঝা। মঙ্গলবার গাড়ি ভাড়া করে ওদের নাগরাকাটায় নিয়ে আসেন। কিছু মণ্ডপ ঘুরিয়ে দেখান। প্রসাদ দেওয়া হয়।

বসে আঁকো

বেলাকোবা ও চালসা, ২১ অক্টোবর : বেলাকোবার বাবুপাড়া ও পুলিশ ফাঁড়ি আবাসিক শ্যামাপুজো কমিটির তরফে মঙ্গলবার বসে আঁকো প্রতিযোগিতার হয়। ১১৫ জন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিল। ডিবিসি স্পোর্টিং ক্লাবের কালীপুজো উপলক্ষ্যে শিশুদের জন্য অঙ্কন প্রতিযোগিতা হয়। বাতাবাড়ি মায়ের আশীর্বাদ ইনডং ব্রিজ কালীপুজো কমিটি মেলা ও যাত্রাপালা বসায়।

দুর্গতদের পাশে স্বাস্থ্যকর্মীরা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২১ অক্টোবর : বন্যাবিধ্বস্ত নাগরাকাটার বিস্তীর্ণ এলাকায় ঝাঁপিয়েছিল স্বাস্থ্য দপ্তর। সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে খোদ ময়দানে ছিলেন ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক।

এনডিআরএফ-এর তৈরি জিপ লাইনে ঝুলে সেতুর অ্যাপ্রোচ রোড ভেঙে সৃষ্ট গভীর খাদ পেরোনার সেই ভিডিও ভাইরালও হয়েছিল। সেখানেই কিন্তু ইতি নয়। কালীপুজো, দীপাবলির মতো উৎসবের দিনেও তাঁরা নিজ দায়িত্ব পালন করে গিয়েছেন। নদী পার হতে ট্র্যাক্টরে করে বিচ্ছিন্ন গ্রামে ঢুকছেন দুর্গতদের চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য। এভাবেই নাগরাকাটার প্লাবনকবলিত এলাকায় নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। নজিরবিহীন স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা যেভাবে শুরু থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজ করেছেন তা নিয়ে চলছে জোর চর্চা। ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ মোল্লা ইরফান হোসেন বলেন, 'এটাই আমাদের কাজ। মানুষের পাশে থাকতে কর্মীদের প্রচেষ্টায় কোনও খামতি ভবিষ্যতেও থাকবে না।'

অবিরাম বৃষ্টির পর ৫ অক্টোবর ভোর থেকে নাগরাকাটার বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়। সবচেয়ে ক্ষয়ক্ষতি হয় প্রত্যন্ত বামনডাঙ্গা-টন্ডু চা বাগান। ছাড়টন্ডু, খয়েরবাড়ির মতো এলাকাগুলিও প্লাবিত হয়। সেদিন সকাল থেকে যুদ্ধে নেমে পড়েন স্বাস্থ্যকর্মীরা। সেই লড়াই অব্যাহত এখনও। এখনও প্রতিদিন ট্র্যাক্টরে চেপে গাঠিয়া নদী পেরিয়ে ওই বাগানে ঢুকছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা।

মঙ্গলবার মডেল ভিলেজে গিয়েছিলেন মণিকা দাস, প্রদ্যুৎ চন্দ, সুশানা খাড়িয়া এবং নিবেদিতা কুজুরের মতো স্বাস্থ্যকর্মীরা। ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রের খবর, প্লাবনের পর বেশ কিছু এলাকায় জ্বর, পেটের রোগ, চর্ম রোগে আক্রান্ত হওয়া রোগীর সন্ধান মিলেছে। প্রত্যেককেই শিবিরগুলিতে পরীক্ষানিরীক্ষার পর চিকিৎসার আওতায় আনা হয়েছে।

পাঁঠা ও পায়রাবলি কালীতলার মেলায়

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ২১ অক্টোবর : কালীপুজোকে কেন্দ্র করে আজও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় মেলা বসার চল রয়েছে। এক-এক মেলার এক-একরকমের বৈশিষ্ট্য, এক-এক রকমের ইতিহাস। এরকমই শতাব্দীপ্রাচীন একটি মেলা হল রাজগঞ্জের কালীতলার মেলা। আজও এই মেলায় মা কালীর উদ্দেশ্যে পাঁঠা ও পায়রাবলি দেওয়ার প্রথা রয়েছে। এমনকি পালাটিয়া গানের আসরও বসে। নিয়ম অনুযায়ী কালীপুজোর ঠিক পরের মঙ্গল অথবা শনিবার থেকে মেলা শুরু হয়। এবছর মঙ্গলবার থেকে মেলা শুরু হয়েছে।

এদিন মেলায় দেখা যায় এক বৃদ্ধা একটি পাঁঠার গলায় ঝোলানো দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সোমারি

জমজমাট রাজগঞ্জের কালীতলার মেলা। মঙ্গলবার।

রায় নামের ওই বৃদ্ধার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জানা যায়, তিনি এখানে এসেছেন মায়ের কাছে পাঁঠাবলি দেওয়ার জন্য। কিন্তু বলি দেওয়ার লম্বা লাইন পড়েছে তাই তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন। তাঁকে ছাড়াও দেখা যায় কালীতলা মন্দিরের সামনে অনেকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কারও হাতে পায়রা রয়েছে, কেউ আবার পাঁঠা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

মেলায় মিষ্টির দোকান দিয়েছেন উত্তম মোদক। তিনি জানান, বংশপরম্পরায় তাঁরা মিষ্টি বানান। তাঁরা বাবা-ঠাকুরদারাও এই মেলায় দোকান দিতেন। ময়নাগুড়ি থেকে হরেকরকম জিনিসের দোকান নিয়ে হাজির হয়েছেন বাপ্পা সরকার। তিনি বলেন, 'গত কয়েক বছর ধরে আমি এই মেলায় দোকান দিচ্ছি। বেচাকেনা বেশ ভালোই হয়।' রকমারি দোকান ছাড়াও মেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও রয়েছে। বুধবার মেলায় পালাটিয়া গানের আসর বসবে।

একসময় সাতদিন ধরে মেলা চলত। পরে তা কমে তিনদিন হয়ে যায়। বর্তমানে এই মেলা মাত্র দু'দিন হয়। মায়ের মন্দিরে এখনও অনেকে পাঁঠা ও পায়রাবলি দেন। এবছরও ৫০ থেকে ৬০টি পাঁঠা ও একাধিক পায়রাবলি দেওয়া হয়েছে। বলিপ্রথা বা লোকগানের আসর ছাড়াও এই মেলার আরেকটি বিশেষত্ব হল, এখানে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ আসেন। মেলার আশপাশের গ্রামের বাসিন্দাদের বাড়িতে তাঁদের আত্মীয়স্বজনরা আসেন মেলা ঘুরতে।মেলা ও পুজো কমিটির সম্পাদক নবকুমার রায় বলেন, 'মেলা উপলক্ষ্যে আশপাশের গ্রামগুলি ছাড়াও দূরদূরান্ত থেকে মানুষ এই মেলায় আসেন। এমনকি দার্জিলিং জেলার ফাঁসিদেওয়া এবং কোচবিহারের হলদিবাড়ি থেকে অনেক মানুষ এই মেলায় আসেন।'

কুয়ালিগছের বাসিন্দা মোহাম্মদ আসিরুদ্দিন বলেন, 'মেলাটি কালীপুজো উপলক্ষ্যে বসলেও আমি পরিবার সহ প্রতিবছর মেলায় যাই। ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে এই মেলায় ঘুরতাম। এখন ছেলেদের নিয়ে মেলায় আসি।

খড়দায় আগুন

সোমবার গভীর রাতে খড়দার ঈশ্বরীপুরে একটি রঙের কারখানায় মজুত রাসায়নিকে আগুন লেগে যায়। দমকলের ২০টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

শ্লীলতাহানি

এক মহিলার শ্লীলতাহানিকে কেন্দ্র করে সকাল থেকে ভাঙড়ের হাটগাছা এলাকায় উত্তেজনা ছড়াল। পুলিশ ও তৃণমূল নেতাকে ঘিরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা। ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার অভিযোগ।

শিশু খুন

সোনারপুরে ৪ বছরের শিশুকন্যাকে খুনের ঘটনায় ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশ্যে এসেছে। শ্বাসরোধ করে খুন করেছে অভিযুক্ত দাদু। ধৃতকে আদালতে তোলা হলে হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়।

গয়না চুরি

পূর্ব বর্ধমানের রসুলপুরে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের ২৫০ বছরের পুরোনো কালীপুজোয় ১০ লক্ষ টাকার গয়না চুরির অভিযোগ উঠেছে। ধৃত তরুণ ওই বাড়ির বিশেষ অতিথি। তাই মন খারাপ পরিবারের।

আবার এসো মা...

বিসর্জনে মানুষের ঢল। মঙ্গলবার নদিয়ায়।-পিটিআই

বাজিতে মাত্রাছাড়া দূষণ

হাঁসফাঁস দশা কলকাতার, পুলিশ নীরব দর্শক

রিমি শীল

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো। কড়া নির্দেশিকার পরেও কালীপুজো ও দীপাবলির চিত্র তেমনটাই প্রমাণ করল। কলকাতা, তৎসংলগ্ন জেলা, আবাসন এলাকাগুলিতে যেভাবে শব্দবাজির তাণ্ডব হয়েছে তাতে প্রশাসন ব্যর্থ বলেই দাবি করছেন পরিবেশবিদ ও আমজনতা। শব্দবাজি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে রাজ্য সরকারকে। রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, রাজ্য ও কলকাতা পুলিশের নির্দেশিকা ও নজরদারির পরেও ঠেকানো যায়নি শব্দদানব ও দূষণ বিভীষিকাকে। কালীপুজোর দিন কয়েক আগে পুলিশি ধরপাকড় ও অভিযান চালানোর পরেও বিধিনিষেধকে বুড়ো আঙুল দেখালেন একাংশ। লালবাজারের অনতি দূরেও দেদার ফাটানো হয়েছে নিষিদ্ধ শব্দবাজি। পাড়ার মোড়ে মোড়ে কালীপটকা, চকলেট বোমা, তুবড়ির শব্দ ও দূষণ গ্রাস করেছে অবলা প্রাণী ও অসুস্থ মানুষকে। যার জেরে রাজ্যের বাতাসের গুণমান সূচক বা একিউআই তলানিতে ঠেকেছে। যদিও কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা দাবি করেছেন, অন্য শহরগুলির তুলনায় কলকাতার দূষণের মাত্রা অনেকটাই কম ছিল। গত বছরের তুলনায় এবছর কলকাতার পরিস্থিতি অনেক ভালো। তবে রিপোর্ট তা বলছে না। পরিবেশবিদরাও মনে করছেন, প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা প্রকাশিত হয়েছে।

একনজরে

- ভিক্টোরিয়া, পদ্মপুকুর, বেলুড়মঠ, যাদবপুর, হলদিয়ায় একিউআই ২০০-এর বেশি
- ফোর্ট উইলিয়াম, বালিগঞ্জ, রবীন্দ্রসরণি, বিধাননগরে একিউআই ১০০-এর গণ্ডি ছাড়ায়
- নিউমোনিয়া, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিসের মাত্রা বাড়তে পারে বলে মত চিকিৎসকদের

কলকাতা পুলিশের নির্দেশ ছিল, সোমবার রাত ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত সবুজ বাজি ছাড়া অন্য কোনও বাজি পোড়ানো যাবে না। তবে নিয়ম যে শুধু খাতায়কলমে তা কালীপুজোর দু-তিন দিন আগে থেকেই প্রমাণিত হয়েছে। রাত ১২টার পরেও তুবড়ি, চড়কি, চকলেট ফাটিয়ে জয়োল্লাস চলেছে। রাত ১২টার পর কলকাতার বাতাসের গুণমান সূচক অনুযায়ী বালিগঞ্জ, বিধাননগরের মতো এলাকা দিল্লিকেও টেক্কা দিয়ে ফেলেছিল।

রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কাছে জমা পড়েছে ৫০টিরও বেশি অভিযোগ। পুলিশের তরফে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ১৮৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত বলেন, 'বাধ্য হয়ে আমাকে দীপাবলির রাতে হাওড়া ছাড়তে হয়েছে। একিউআই ৫০০-রও বেশি ছিল। এটা প্রশাসনিক ব্যর্থতা ছাড়া আর কী?'

মঙ্গলবারও সেই চিত্র বদলায়নি। সোমবার রাত ১২টাতেই বাতাসের গুণমান সূচক বা একিউআই ভিক্টোরিয়া, বিধাননগর, বালিগঞ্জ, যাদবপুর, রবীন্দ্রভারতী এলাকায় ছিল ১৫০ থেকে ২৫০-এর মধ্যে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের মাপকাঠি অনুযায়ী, বাতাসের একিউআই ০-৫০-এর মধ্যে থাকলে তা ভালো। ৫১-১০০ আশঙ্কাজনক, ১০১-২০০-এর মধ্যে মাঝারি, ২০১-৩০০ হলে খারাপ, ৩০১-৪০০ খুব খারাপ, ৪০১-৪৫০ হলে ভয়াবহ। মঙ্গলবার বাতাসের একিউআই ১০০-এর গণ্ডি পেরিয়েছিল। ভিক্টোরিয়া, হাওড়ার ঘুসুরি, পদ্মপুকুর, বেলুড়মঠ, যাদবপুর, হলদিয়া, আসানসোল এলাকায় বাতাসের একিউআই ২০০-এর গণ্ডি ছাড়ায়। এছাড়াও বোটানিকাল গার্ডেন, দাশনগর, ফোর্টউইলিয়াম বালিগঞ্জ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর, রবীন্দ্রসরণি, বিধাননগর, ব্যারাকপুর, দুর্গাপুর ১০০-এর গণ্ডি ছাড়ায়। বাতাসে অতিসূক্ষ্ম কণা অর্থাৎ পিএম ২.৫ প্রতি ঘনমিটারে ৬০ মাইক্রোগ্রাম থাকার কথা। সূক্ষ্ম কণা অর্থাৎ পিএম ১০ প্রতি ঘনমিটারে ১০০ মাইক্রোগ্রাম থাকার কথা। সেই মাত্রাও ছাড়ায়।

বক্ষরোগ বিশেষজ্ঞ সোমনাথ ভট্টাচার্যের মতে, 'দূষণের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে শিশু ও বয়স্কদের মধ্যে শ্বাসনালির সঙ্কোচন ও প্রসারণের সমস্যা বাড়বে। নিউমোনিয়া, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিসের মাত্রা বাড়তে পারে।' ওয়াকিবহাল মহলের মতে, প্রতি বছর আদালতে মামলা হয়। রাজ্য সরকার বেআইনি বাজি কারখানা চিহ্নিত, শব্দবাজি নিয়ন্ত্রণের প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশিকা দিলেও তা লঙ্ঘিত হয়। অথচ কড়া ব্যবস্থার বালাই নেই।

আরেক খুনে সঞ্জয়-যোগ

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : আলমারিতে বছর দশেকের এক নাবালিকার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার নিয়ে ইতিমধ্যেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে আলিপুর চত্বরে। নাবালিকাটি যে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত সঞ্জয় রায়ের ভাগ্নি ছিল, এবার তার প্রমাণ মিলল।

মঙ্গলবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মৃতার বাবা ভোলা সিংহ ও সৎ মা পূজা রায়কে থানায় নিয়ে গেল পুলিশ। প্রাক্তন সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয়ের বড়দি ববিতা রায়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল ভোলার। তাঁদের সন্তান ছিল ওই নাবালিকা। বছরখানেক আগে ববিতা মারা গেলে ভোলা তাঁর শ্যালিকা সঞ্জয়ের ছোড়দি পূজাকে বিয়ে করেন।

সোমবার রাতের ঘটনায় তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ। তারা জানিয়েছে, মৃতার দেহের ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে আত্মহত্যার আভাস মিলেছে। আলমারিতে একটি হ্যাঙারে আংশিকভাবে ঝুলন্ত অবস্থায় তার দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। তার সৎ মা পূজা পেশায় কলকাতা পুলিশের কর্মী। ভোলা নিরাপত্তা সংস্থায় কাজের সূত্রে প্রায়শই বাইরে থাকেন।

নাবালিকার রহস্যমৃত্যু ঘিরে প্রতিবেশীদের দাবি, ভোলা তাঁর বৃদ্ধা মা সহ কন্যা ও দ্বিতীয় স্ত্রীকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নিগ্রহ করতেন।

পরিবারটিকে পাড়াছাড়া করতে ইতিমধ্যেই সই সংগ্রহে নেমে পড়েছেন স্থানীয়দের একাংশ। মঙ্গলবার দুপুরে পুলিশ মৃতার বাড়িতে গেলে এলাকাবাসী ভোলা ও পূজাকে ঘিরে ধরেন। পুলিশের সামনেই তাঁদের মারধর করা হয়। প্রতিবেশীদের দাবি, নাবালিকাকে নিজেদের স্বার্থে খুন করেছেন দম্পতি। তাঁদের আক্রমণের মুখে পড়ে পূজা দাবি করেছেন, সৎ মেয়েকে খুন করা হয়নি। একই দাবি করেছেন ভোলাও। তবে আত্মহত্যা না খুন, সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

সংখ্যালঘু ভোট ভাগের নয়া ছক পদ্ম নেতৃত্বের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : শুধু হিন্দু ভোটের ওপর নির্ভর করে রাজ্যের ক্ষমতা দখল সম্ভব নয়। সেটা বুঝেই রাষ্ট্রবাদী মুসলিমদের কাছে টেনে সংখ্যালঘু ভোটের বিভাজন চান শুভেন্দু। সেই সূত্রেই শুভেন্দু মনে করাচ্ছেন রাজ্যের ক্ষমতা দখলের পাশা খেলায় তাঁরই প্রাক্তনী মুকুল রায়কে। যদিও সেইসময় মুকুলের সেই কৌশলকে গ্রহণ করেননি বাংলা জয়ে মোদির সেনাপতি এই অমিত শা-ই। ফলে শুভেন্দুর কৌশলের ভবিষ্যৎ এবং সাফল্য নিয়ে যথেষ্ট সংশয়ে রয়েছে রাজ্য বিজেপি।

ধর্মীয় মেরুকরণের মাধ্যমে হিন্দু ভোট একজোট করে বাংলা দখলের লক্ষ্য বিজেপির। কিন্তু রামনবমী থেকে দুর্গাপুজো পর্যন্ত রাজ্যে ধর্মীয় মেরকরণের লক্ষ্যে হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ চেহারাকে ভোটের বাক্সে টেনে নিয়ে যাওয়া যাবে এমনটা এখনই নিশ্চিত করে বলতে পারছে না বিজেপি, আরএসএস।

রাজ্যে বিজেপির সবচেয়ে বড় নির্বাচনি সাফল্য ২০১৯-এর লোকসভা ভোট ও ২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে। রাজ্যের ২৯৪টি আসনে সংখ্যালঘু মুসলিম ভোটের জনবিন্যাসের বিশেষ চরিত্রের হিসেব কষে মুকুল রায় শা-কে বলেছিলেন, প্রায় ১২০টির মতো মুসলিম প্রভাবিত আসন ও প্রায় ২৮ শতাংশ (বর্তমানে যা প্রায় ৩২ থেকে ৩৪ শতাংশ) মুসলিম ভোটকে একত্রিত হওয়ার সুযোগ করে দিলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কখনও হারানো যাবে না। মুসলিমরা বিজেপিকে ভোট দেবে না, এটা নিশ্চিত হলেও প্রকাশ্যে মুসলিমদের প্রতি অকারণ আক্রমণাত্মক না হয়ে কৌশলে শিক্ষিত মুসলিম সমাজের একাংশকে তৃণমূল থেকে সরিয়ে আনতে হবে। কিন্তু উগ্র হিন্দুত্ববাদী অ্যাজেন্ডা রক্ষা করতে আরএসএস সেদিন মুকুল রায়ের সেই প্রস্তাব খারিজ করে দেয়। এবার মেরুকরণের ভোটে বাংলা দখলে মরিয়া আরএসএস রাজ্য বিজেপির অন্যতম মুখ শুভেন্দু অধিকারীকে হিন্দুত্বের পোস্টার বয় করে মাঠে নামিয়েছে।

বিশ্লেষকদের মতে, মুকুল রায় শার মাধ্যমে আরএসএস -কে বোঝাতে চেয়েছিলেন বাংলা আর উত্তরপ্রদেশ এক নয়। এখানে উগ্র হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি মানেই ৩২ শতাংশ মুসলিম ভোটকে 'ব্লক ভোট'-এ ঠেলে দিয়ে মমতাকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া। পরিসংখ্যানও বলছে, ২০২১-এ অসংরক্ষিত ২০৬টি আসনের মধ্যে ১৬৮টিতে জয়ী তৃণমূল। এসসিএসটি মোট ৮৪টি আসনের মধ্যে তৃণমূল ৪৫ ও বিজেপি ৩৯। মহিলা ভোটের অঙ্কে তৃণমূল ৩৩ শতাংশ ও বিজেপি ৭। ২০২১-এ ১২০টি মুসলিম প্রভাবিত আসনের মধ্যে তৃণলূল জয়ী ১১৩টি-তে। ৭৭টি আসনের মধ্যে ২২টি আসন জিতেছে ৫ হাজার বা তার কম ভোটের ব্যবধানে। রাষ্ট্রবাদী মুসলিমদের পাশে টানার বার্তা সেই কারণেই।

সুদীপ্তা প্রার্থী, তৃণমূলে জল্পনা

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : এবার কালীপুজোয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে সক্রিয় ভূমিকায় দেখা গেল তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক স্মিতা বক্সীর বৌমা টিভি সিরিয়ালের অভিনেত্রী সুদীপ্তা বক্সীকে। এরপরই আগামী বিধানসভা নির্বাচনে জোড়াসাঁকো আসনে তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে সুদীপ্তার নাম রাজনৈতিক মহলে ভেসে উঠছে। সুদীপ্তার স্বামী সৌম্য বক্সী যুব তৃণমূল নেতা।

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সৌম্যকে যথেষ্ট পছন্দও করেন। ২০১৬ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত জোড়াসাঁকো কেন্দ্রে বিধায়ক ছিলেন স্মিতা বক্সী। তার আগে এই কেন্দ্র থেকেই বিধায়ক হয়েছিলেন তাঁর স্বামী সঞ্জয় বক্সী।

আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল যে একঝাঁক নতুন মুখকে প্রার্থী করবে, তা একপ্রকার নিশ্চিত। টলিউডের পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতিনিধিদের বিধানসভায় পাঠানো হতে পারে বলে তৃণমূল সূত্রে জল্পনা। গত বিধানসভা নির্বাচনেও টলিউডের একঝাঁক মুখকে প্রার্থী করেছিল তৃণমূল। এবারও যে তার ব্যতিক্রম হবে না, তা মনে করছেন দলের শীর্ষনেতারাই।

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, সুদীপ্তার সঙ্গে যেভাবে কালীপুজোর রাতে মমতা ও অভিষেক একান্তে কথা বলেছেন, তাতে তাঁর প্রার্থী হওয়ার জল্পনা আরও বেড়েছে।

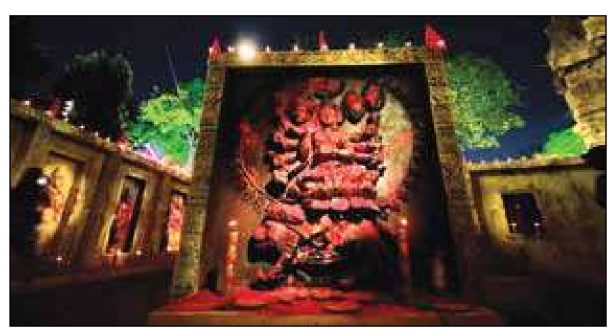

মঙ্গল করো...

গড়িয়ায় আদি শ্মশানে মা কালী।

অনলাইনে রুচি নেই, মন্দিরে ভিড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ অক্টোবর : এবারের কালীপুজোয় অনলাইন পুজোর দাপট যেভাবে বেড়েছে, তাতে ব্যবসায়ীরা আশঙ্কা করেছিলেন খুব একটা বেচাকেনা হবে না। কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, তারাপীঠ, কঙ্কালীতলা, হংসেশ্বরী সহ কালীমন্দিরগুলির সেবায়েত ও পুরোহিতরা অবশ্য জানতেন, চিরাচরিত প্রথা বদলাবে না কোনওদিনই। যতই মোবাইল মারফত পুজো আসার সংখ্যা বাড়ুক না কেন, প্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে মন্ত্রপাঠের কোনও বিকল্প হয় না। মন্দির কমিটিগুলির এই ভবিষ্যদ্বাণীই শেষপর্যন্ত সত্যি হল। মঙ্গলবার মন্দিরগুলিতে ঢুঁ মারতেই বোঝা গেল, গত বছরগুলির তুলনায় এবারে রেকর্ড পরিমাণে জনসমাগম হয়েছে। পুরোহিতরা জানালেন, আঁটোসাঁটো পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যেও ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে রীতিমতো বেগ পেতে হয়েছে তাঁদের।

বীরভূমের কঙ্কালীতলা মন্দিরের পুরোহিত অর্ক চৌধুরী বলেন, 'মন্দিরে সরাসরি আসার সুযোগ যাঁরা পান না, সেই সব হাতে গোনা ভক্তরাই অনলাইনে পুজো দেন। তবে ডিজিটালের রমরমার যুগেও সোমবার রাতে প্রায় ১০ থেকে ২০ হাজার ভক্ত সমাগম হয়েছে।' কালীঘাট মন্দিরের তরফে জানানো হয়েছে, অনলাইনে পুজোর প্রসাদ ও প্রণামি ফুল বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে কালী টেম্পল কমিটির কোনও যোগসূত্র নেই। অর্থাৎ সমাজমাধ্যমে যে অনলাইন পুজোর প্রচার চলছে, তা সবটাই 'ভুয়ো' বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে। এদিন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পা রাখতেই দেখা গেল, কাতারে কাতারে ভক্তদের ফুল ও প্রসাদ বিক্রি করতে নাজেহাল হচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। তাঁরা জানালেন, অনলাইনে ব্যবসা করা একাধিক সংস্থা এলেও তাঁদের কেনাবেচায় খুব একটা প্রভাব পড়েনি। বরং গত বছরের তুলনায় এবারের ভিড় ১০ শতাংশ বেশি। মুর্শিদাবাদ থেকে আসা অনিতা চৌধুরীর কথায়, '২০ বছর ধরে মায়ের পুজো দিতে আসছি। অনলাইনে এই স্বাদ পাব কীভাবে? আশীর্বাদ কি অনলাইনেই আসবে?'

তারাপীঠ সেবায়েত সমিতির সভাপতি তারাময় মুখোপাধ্যায়ের কথায়, 'কিছু সেবায়েত ব্যক্তিগতভাবে অনলাইনে পুজো করান। তবে মন্দির কমিটি এখনও পর্যন্ত কোনও অনলাইন পুজোর স্বীকৃতি দেয়নি। যত দিন যাচ্ছে ভক্তের সংখ্যাও বাড়ছে।' একই সুরে হংসেশ্বরী মন্দিরের পুরোহিত বসন্ত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'সোমবার রাতে প্রায় ৫-৭ হাজার দর্শনার্থীর ভিড়ে মন্দিরের দরজা সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় বন্ধ করা সম্ভব হচ্ছিল না। অনলাইনের কোনও ব্যবস্থা না থাকলেও দু-শো বছর ধরে মায়ের রাজবেশ দেখতে এখানে মানুষের ঢল একইভাবে নামে।' নৈহাটির বড়মা-র মন্দিরের তথ্য বলছে, প্রায় সাড়ে ৬ লক্ষ মানুষের জমায়েত হয়েছিল সোমবার। অনলাইনে ভক্তি মিললেও মানুষের ভিড়ে যে কোনও ভাঁটা পড়েনি, তা স্পষ্ট করে দিয়েছে এই পরিসংখ্যান। বাঁকুড়ার শ্রী শ্রী রাজেশ্বরী মহাকালী পূজার অন্যতম পরিচালক দীপ্তিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, 'অনলাইনে এবারে ১৫০০টির বেশি পুজোর আবেদন এলেও মন্দিরে প্রায় ১০ হাজার ভক্তের সমাগম হয়েছে। চিন্ময়ী, জীবন্ত, কুমারী তিন রূপে মা এখানে পূজিত হন। পাঁঠাবলিও হয়। অনলাইন ব্যবস্থা কখনোই পুজোর পরিপূরক হতে পারে না।'

হাসপাতালে নিগৃহীত মহিলা চিকিৎসক

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : আরজি কর কাণ্ডের স্মৃতি এখনও দগদগে। এরই মধ্যে মহিলা জুনিয়ার চিকিৎসককে নিগ্রহের অভিযোগ উঠল এক ট্রাফিক হোমগার্ডের বিরুদ্ধে। হাওড়ার উলুবেড়িয়ার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এমনটাই ঘটেছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় অভিযুক্ত হোমগার্ড সহ ২ জনকে আটক করেছে পুলিশ। ঘটনার নিন্দায় সরব হয়েছে চিকিৎসক সংগঠন।

আরজি কর মেডিকেল কলেজ ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছে এক সিভিক ভলান্টিয়ার। তার পরই স্বাস্থ্যক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিয়ে বার বার প্রশ্ন উঠেছে। এই প্রেক্ষিতে উলুবেড়িয়ার হাসপাতালেও মহিলা চিকিৎসক নিগ্রহের ঘটনা নিরাপত্তার প্রশ্নই খাড়া করেছে। জানা গিয়েছে, উলুবেড়িয়ার ট্রাফিক গার্ডের এক হোমগার্ড শেখ বাবুলাল (৩৫) তাঁর এক আত্মীয়কে নিয়ে হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগে আসেন। তাঁর সঙ্গে একাধিক ব্যক্তি ছিলেন। ওই বিভাগে কর্মরত ছিলেন নিগৃহীত ওই মহিলা জুনিয়ার চিকিৎসক। অভিযোগ, হোমগার্ডের আত্মীয়াকে পরীক্ষার পর অন্য রোগী দেখছিলেন তিনি। ওই সময় অভিযুক্ত হোমগার্ড পুনরায় তাঁর আত্মীয়কে দেখতে বলেন। তবে চিকিৎসক জানান, অভিযুক্তের আত্মীয়কে এবার অন্য চিকিৎসক দেখবেন। এই নিয়ে বচসা শুরু হলে অভিযুক্ত হোমগার্ড দলবল নিয়ে ডাক্তারের ওপর চড়াও হন এবং অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে হাত মুচকে দেন। ঘাড়ে ঘুসি মারেন। প্রাণে মেরে দেওয়ারও হুমকি দেওয়া হয়। কর্মরত নার্স ও আয়ারা তাঁকে রক্ষা করেন। ওই চিকিৎসক উলুবেড়িয়া থানায় অভিযোগ দায়েরের পর পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনার নিন্দা জানিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টরস ফোরাম বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'এই ঘটনা স্বাস্থ্যক্ষেত্রে আইনশৃঙ্খলার অব্যবস্থা প্রমাণ করে। বর্তমানে রাজ্যের হাসপাতালগুলি চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য অসুরক্ষিত হয়ে দাঁড়িয়েছে।' এদিনই কলকাতাতেও বাজি পোড়ানোর অছিলায় এক মহিলাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে।

কর্মক্ষেত্রে হেনস্তা, গঙ্গায় ঝাঁপ তরুণীর

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : কর্মক্ষেত্রে হেনস্তার শিকার হয়ে হুগলির চন্দননগরে গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন এক তরুণী। মঙ্গলবার বিকাল পর্যন্ত চন্দননগরের বৌবাজারের বাসিন্দা মানালি ঘোষের খোঁজ পাওয়া যায়নি।

এদিন সকালে তিনি চন্দননগর সেন্ট জোসেফ স্কুলের সামনে গঙ্গায় ঝাঁপ দেন। নদীর পারে তাঁর মোবাইল ফোন ও একটি চিঠি পাওয়া যায়। গত কয়েকদিন ধরে কর্মক্ষেত্রে তিনি হেনস্তার শিকার হচ্ছিলেন বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছে পুলিশ। তিনি চন্দননগরের বাগবাজারে জিটি রোডের ধারে একটি সোনার দোকানে কাজ করতেন। এদিন কাজে যাওয়ার জন্য তিনি বাড়ি থেকে বের হন। কিন্তু সেখানে না গিয়ে তিনি গঙ্গায় ঝাঁপ দেন। পুলিশ জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। তিনি যে দোকানে কাজ করতেন, সেই দোকানের মালিক ও কর্মচারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

আজ টিভিতে

আদিশক্তি আদ্যাপীঠ সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ সবুজ সাথী, দুপুর ১২.৩০ তুলকালাম, বিকেল ৩.৩০ পরিবার, সন্ধে ৭.০০ বন্ধন, রাত ১০.০০ লে হালুয়া লে

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ দেবী, দুপুর ১.১৫ পাগলু-টু, বিকেল ৪.১৫ অন্যায় অবিচার, সন্ধে ৭.৩০ শুধু তোমার জন্য, রাত ১০.৩০ বেশ করেছি প্রেম করেছি

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ শতরূপা, দুপুর ১২.০০ গীত সংগীত, ২.৩০ লোফার, বিকেল ৫.০০ অভিমন্যু, রাত ১১.০০ প্রজাপতি

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ তোমাকে চাই

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সংসার সংগ্রাম

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মর্যাদা

স্টার গোল্ড সিলেক্ট : দুপুর ১.৪৫ দম লগাকে হইসা, বিকেল ৩.৩২ ডিপার্টমেন্ট, ৫.২৭ ব্যাং ব্যাং, সন্ধে ৭.৫৯ এক ভিলেন, রাত ১০.০০ আগলি অওর পাগলি, ১১.৫৯ মন্ত্র

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.৫৪ মোহরা, বিকেল ৪.০০ ছোটে সরকার, সন্ধে ৬.৫০ ইশক, রাত ৯.৫০ করিশমা কালী কা

জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.৫০ স্কাই ফোর্স, দুপুর ২.৩৪ দবং-থ্রি, বিকেল ৪.৪৮ বেবি জন, সন্ধে ৭.৫৫ সিংহম এগেইন, রাত ১০.৫৩ স্যামি-টু

জি বলিউড : বেলা ১১.০২ পেয়ার ঝুকতা নেহি, দুপুর ১.৫৭ সত্যম শিবম সুন্দরম, বিকেল ৫.০৬ কিশন কনহাইয়া, রাত ৮.০০ বোল রাধা বোল, ১১.০৮ হফতা ওসুলি

অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ১০.৩০ ম্যায় প্রেম কি দিওয়ানি হুঁ, দুপুর ১.১৭ লাডলা, ৪.০০ মক্ষী, সন্ধে ৬.২০ বিগ স্নেক কিং, রাত ৮.০০ করণ অর্জুন

স্কাই ফোর্স বেলা ১১.৫০ জি সিনেমা এইচডি

রেস অফ লাইফ সন্ধে ৬.৫৫ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

তুলকালাম দুপুর ১২.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা

শখের সাইক্লিংয়ে শেষপর্যন্ত গিনেস রেকর্ড

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : কথায় আছে শখ ছাড়া জীবন নুনহীন তরকারির মতো। কিন্তু বড়জোর আপনি শখে কী করতে পারেন? বাগান করতে পারেন, রান্না করতে পারেন, খুব বেশি হলে লক্ষ টাকা জলাঞ্জলি দিয়ে ঘুরে আসতে পারেন। কিন্তু শখ করে কখনও বকখালি থেকে সান্দাকফু অবধি সাইকেল চালানোর কথা ভাববেন? কিংবা সপরিবারে পুরীর সমুদ্রে ঘুরতে গিয়ে ৫-৬ কিলোমিটার সাঁতরানোর ইচ্ছে হবে? পরিচিত কেউ এইসব করলে তাঁকে নির্ঘাত 'পাগল'ই মনে হবে! কিন্তু এই পাগলামিই যদি গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম তুলে দেয়, তাহলে ক্ষতি কি?

তমলুকের অভিষেক তুঙ্গর গল্পটাও ঠিক তা-ই। আদ্যোপান্ত অধ্যাপক এক মানুষ পড়ানো থেকে সময় বার করে ৩,৭০০ কিলোমিটার পাহাড়ি রাস্তা সাইকেল চালিয়ে অতিক্রম করে ফেললেন মাত্র ২০ দিন ১৭ ঘণ্টা ৩০ মিনিটে।

বাংলার ছেলের এই বিশ্বসেরা হওয়ার গল্প এখন কমবেশি সবাই জানেন। কিন্তু ১০টা-৫টার রুটিন সামলে জীবন থেকে ৭ ঘণ্টা বার করে কীভাবে শখ পূরণ করেছেন অভিষেক, তা জানেন ক'জন! মেঘনাদ সাহা ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজির অধ্যাপক অভিষেকের কথায়, 'যেটুকু সময় পাই, সেটুকু দিয়েই নেশা পূরণ করি। একবছর ধরে লাদাখের রাজধানী লে থেকে অরুণাচলপ্রদেশের কিবিথো পর্যন্ত সাইকেল চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলাম। তীব্র ঠান্ডা-গরম, চড়াই-উতরাই, পাহাড়ি পথ, গিরিপথ পেরিয়ে শেষপর্যন্ত লক্ষ্যপূরণ করতে যে পেরেছি, এটাই শান্তির। ছাত্রছাত্রীরা ভীষণ খুশি। কলেজ আমার সাফল্যকে নিজের করে নিয়েছে।' দুই চাকায় পা দিয়ে ইতিমধ্যেই ইয়োকসোম থেকে গোয়েচালা ও মানেভঞ্জন থেকে সান্দাকফু একদিনে যাওয়া-আসার দ্রুততম রেকর্ড সম্পূর্ণ করেছেন অভিষেক। শুধু তাই নয়, সাঁতার, দৌড়োনো সহ একাধিক অ্যাডভেঞ্চারের ক্ষেত্রেও তাঁর ঝুলিতে রয়েছে একগুচ্ছ পালক।

বাংলার গর্ব অভিষেক তুঙ্গ।

ভবিষ্যতের স্বপ্ন কী? হাসতে হাসতে তরুণের উত্তর, 'জানি না। জীবন যেদিকে নিয়ে যাবে, সেদিকেই যাব। লক্ষ্য নির্ধারণ করে নিজেকে চ্যালেঞ্জ দিই পূরণ করার জন্য। ফলাফলের আশা তো করিনি কখনও!' ঠিক এই মনোভাবের কারণেই অভিষেক নিমেষেই 'কোনি' হয়ে গেলেন। তবে 'ফাইট অভিষেক ফাইট' বলার জন্য পরিবার যে সবসময় তাঁকে উৎসাহ জুগিয়েছে, তা একবাক্যে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। আন্টার্কটিকার হিমবাহ হোক কিংবা হিমালয়ের সুউচ্চ শৃঙ্গ, পৃথিবীর দুর্গম অমসৃণ সব ভূখণ্ডে পৌঁছে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেন তিনি। জীবনের মন্ত্র একটাই, 'অ্যাডভেঞ্চার করতে হবে। সেটা যে মাধ্যমেই হোক না কেন!'

দুর্গাপুর কাণ্ড

দুই ধৃতের জবানবন্দি

দুর্গাপুর, ২১ অক্টোবর : দুর্গাপুর কাণ্ডে ধৃত শেখ রিয়াজউদ্দিন ও সফিক শেখের গোপন জবানবন্দি নিল আদালত। মঙ্গলবার তাঁদের বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে। বিচারক ৫ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।গত রবিবার ধৃতদের দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে ৬ জন ধৃতের জামিন নাকচ করে পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি। ২২ অক্টোবর হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তবে তার আগেই হঠাৎ করে এই দু'জনকে কেন আদালতে পেশ করা হল তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। এদিন ধৃতদের আইনজীবী পূজা কুর্মি জানিয়েছেন, রিয়াজউদ্দিন ও সফিকের গোপন জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে বিএনএস-এর ১৮৩ নং ধারা অনুযায়ী।

সম্পাদকীয়

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৫২ সংখ্যা, বুধবার, ৪ কার্তিক, ১৪৩২

শিখণ্ডী এসআইআর

বঙ্গ রাজনীতি এখন এসআইআর-ময়। কানু বিনা গীত নাই-এর মতো এসআইআর বিনা রা নেই রাজনীতিতে। নির্বাচন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত নাম এসআইআর (স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন)। বাংলায় তর্জমা করলে বিশেষ নিবিড় সংশোধনী। ভোটার তালিকার পরিমার্জন, পরিবর্ধনে কয়েক বছর পরপর যা করার বিধি আছে নির্বাচন কমিশনের। সেই বিধি কার্যকর করার ক্ষেত্রে এবার হইহই রইরই চলছে ক্ষমতা দখলের কারবারের জগতে।

প্রথমে বিহারে। প্রতিবাদ, আপত্তির পাশাপাশি যা নিয়ে মামলা-মোকদ্দমাও হয়েছে। কিন্তু একটি স্বাভাবিক প্রশাসনিক প্রক্রিয়াকে তো ঠেকানো যায়নি। যাবেও না। বাংলায় খুব শীঘ্র প্রক্রিয়াটি চালু করার জন্য নির্বাচন কমিশনের প্রস্তুতি চলছে। তবে কমিশন যত না বলছে, তার চেয়ে অনেক বেশি এসআইআরের ঢক্কানিনাদ করছে বিজেপি। যেন এই প্রশাসনিক প্রক্রিয়াটিতে তাদের একচেটিয়া এক্তিয়ার। সর্বভারতীয় শাসকদল হওয়ার সুবাদে যেন নির্বাচন কমিশনের প্রক্রিয়াকে বিজেপি নিজের কর্মসূচি মনে করছে।

বিজেপির এই অতিসক্রিয়তায় তৃণমূলও সোচ্চার হয়ে উঠেছে। প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়ার নিউটনীয় সূত্রের মতো। তৃণমূল পণ করেছে, কোনওভাবেই পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর হতে দেওয়া যাবে না। এমন ধনুকভাঙা পণ কেন? সেটাও বিজেপির প্রচারের কারণে। বিজেপি লাগাতার বলে চলেছে, এসআইআর হলে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী মুসলিম ও রোহিঙ্গাদের নাম বাদ পড়বে ভোটার তালিকা থেকে। তাহলেই ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে নাকি তাদের কেল্লা ফতে হবে!

একের পর এক ভোটে বঙ্গে দলের পরাজয়ের নেপথ্যে বিজেপির মতে যত দোষ, সব ভোটার তালিকার। তাতে মৃত, ভুয়ো ও ভিনদেশি ভোটাররা নাকি তৃণমূলকে বছরের পর বছর জিতিয়ে চলেছেন। তালিকায় অনিয়মের অভিযোগ নিঃসন্দেহে অনেকাংশে সত্য। ভোটার তালিকায় জল মেশানো বামফ্রন্ট জমানাতেও ছিল। তৃণমূল বামেদের ছেঁড়া চটিতে পা গলিয়ে একই পথে চলছে মাত্র।

সেই ‘বাড়তি’ ভোটারই তৃণমূলের প্রাণভোমরা মনে করে, এসআইআর-এর জাদুকাঠিতে তার প্রাণ কেড়ে নেওয়ার জন্য বিজেপি এত উতলা। গত কয়েকটি নির্বাচনে প্রবল মেরুকরণের হাওয়া বা জাতীয়তাবাদের জিগির তুলেও বাংলায় পদ্মের শিকড় বেশি ছড়ায়নি। কিন্তু এসআইআরে প্রবল বাধার জন্য তৃণমূলের অতি সক্রিয়তায় বিজেপির প্রচারে সিলমোহর পড়ে যাচ্ছে যে, সংখ্যালঘু ভোট ছেঁটে ফেললে বাংলায় কিস্তি মাত শুধু সময়ের অপেক্ষা। তাই সুকান্ত মজুমদারের মতো কেন্দ্রীয় মন্ত্রী খুল্লম খুল্লা মুসলিমদের হুমকি দিচ্ছেন।

সংখ্যালঘু ভোটে তৃণমূলের প্রায় একচেটিয়া দখলদারি দৃশ্যমান। কিন্তু এসআইআর হলে সেই ভোটারদের রাতারাতি তালিকা থেকে গায়েব করে দেওয়া যাবে- এমন নাও হতে পারে। যাঁর নথিপত্র ও প্রমাণ যথাযথ আছে, তিনি যে ধর্মেরই হোন, তাঁকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার আইনি উপায় নেই। যে নথি বাংলার সংখ্যালঘু ভোটারদের অনেকেরই আছে। তবে সেই আইনি উপায়ের ওপর সর্বভারতীয় শাসকদল হওয়ার সুবাদে বিজেপি খবরদারি করলে আলাদা কথা।

সেখানেই নির্বাচন কমিশনের আসল ভূমিকা। পক্ষপাতশূন্যভাবে এসআইআর সংগঠিত করা এখন কমিশনের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। না হলে বিজেপির ‘নো এসআইআর, নো ইলেকশন’ বনাম তৃণমূলের ‘ভোট উইদাউট এসআইআর’ তর্জাই প্রধান হয়ে উঠবে। তৃণমূলের এসআইআরের নেপথ্যে এনআরসি’র জুজু দেখানোর কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই। তবে দীর্ঘ শাসনজনিত তো বটেই, দুর্নীতি, অসততা, স্বজনপোষণের জন্য তৃণমূলের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার ক্ষোভ এখন প্রচণ্ড।

সেই অসন্তোষই তৃণমূলের ঘটি উলটে দিতে পারে যদি মানুষ বিকল্প হিসাবে কোনও দলকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করে। গণ্ডগোলটা সেখানেই। যত দুর্নীতিই সামনে আসুক, কেন্দ্রীয় তদন্ত এজেন্সিগুলির বাগাড়ম্বরই সার। যাতে বিজেপি-তৃণমূলের সেটিং তত্ত্ব জল-হাওয়ায় পুষ্ট হচ্ছে। মেরুকরণে তেমন কাজ হয়নি। শেষপর্যন্ত এসআইআর আঁকড়ে বিজেপির এখন হয় এবার, নাহয় নেভার দশা। বাকিটা এসআইআর নয়, জনগণেশের হাতে!

অমৃতধারা

‘এই দেহ ত্যাগ করার পূর্বে যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গুলির বেগ এবং কাম ক্রোধের বেগ সহন করতে সক্ষম হন, তিনিই যোগী এবং এই জগতে তিনিই সুখী হন।’ এইজন্য এটা বলার তাৎপর্য হচ্ছে প্রকৃত সুখ অন্বেষণকারী ব্যক্তিকে জড়েন্দ্রিয়জাত সুখের পিছনে ধাবিত না হয়ে আত্মানুভূতি লাভ মার্গে মনোনিবেশ করে প্রকৃত চিন্ময় সুখ বা আনন্দ লাভ করার জন্য প্রচেষ্টা করতে শাস্ত্র উপদেশ প্রদান করেছেন। আমরা জানি যে, আমাদের শরীরের মধ্যে ইন্দ্রিয়গুলির ছ’টা বেগ আছে। বাক্যের বেগ, ক্রোধের বেগ, মনের বেগ, উদরের বেগ, জননেন্দ্রিয়ের বেগ এবং জিহ্বার বেগ- এই ছ’প্রকার বেগ আছে। এইসব বেগ ভগবৎ সেবার মাধ্যমে দমন করতে হবে।

-ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আলোচিত

হামাস বরাবরই খুব হিংস্র। কিন্তু এখন আর ওদের পেছনে ইরানের সমর্থন নেই। এবার ওদের শুধরে যেতে হবে। না শোধরালে ওদের নির্মূল করে দেওয়া হবে। আমি যদি বলি, ইজরায়েল দু’মিনিটের মধ্যে চলে যাবে। কিন্তু আমি এখনও বলিনি। হামাসকে একটু সুযোগ দিতে চাই।

- ডোনাল্ড ট্রাম্প

ভাইরাল

দীপাবলি উপলক্ষ্যে সোনপথের এক কারখানায় কর্মচারীদের এক বাক্স করে শনপাপড়ি উপহার দেওয়া হয়েছিল। সেই উপহার নিয়ে কর্মচারীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ছড়ায়। তাঁদের অনেকে কারখানার গেটের সামনে শনপাপড়ির বাক্সগুলি ছুঁড়ে ফেলে দেন।

আজ

১৯৫৪

আজকের দিনে প্রয়াত হন কবি জীবনানন্দ দাশ।

১৯৩৫

অভিনেতা কাদের খানের জন্ম আজকের দিনে।

সোজা-সাপটা

রঘুনন্দন লিখেছেন, ‘কার্তিকেতু দ্বিতীয়ায়াম শুক্লায়াং মাতৃপূজনম্’। এই পূজা করা মানে কিন্তু পুজো নয়, বন্দনা করার কথা বলা হয়েছে। স্মৃতিশাস্ত্রকার আরও বলছেন, বোনেরা যদি এই রীতি না মানে তাহলে তারা নাকি আর আগামী সাতজন্মে ভাই পাবে না।

সত্যিই কি যমুনা যমকে ভাইফোঁটা দিয়েছিলেন?

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার অন্য নাম যমদ্বিতীয়া। আমাদের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি প্রভৃতি বিষয় উঠে আসে মূলত বেদ-পুরাণ প্রভৃতির সূত্র ধরে। সত্যি বলতে, ভাইফোঁটার বিষয়টি দেখলে মনে হয়, এটি একটি আঞ্চলিক উৎসব। কিন্তু ভালো করে দেখলে এর মধ্যেও একটা জটিলতা আছে। ভাইফোঁটার ধারণার পিছনে যে মৌলিক বিষয়, সেটা খুব যে আমাদের মননযোগ্য বা খুব রুচিকর-- তা নয়। বাংলা মন্ত্রে রয়েছে ‘যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা’।

যম, আমাদের মৃত্যুর অধিপতি, মৃত্যুর রাজা। আমাদের কথন অনুযায়ী, যমুনা নাকি তাঁর বোন, তাই তিনি ফোঁটা দিয়েছিলেন কার্তিক মাসের দ্বিতীয়া তিথিতে। পেটপুরে খাওয়াদাওয়াও নাকি করিয়েছিলেন। এটা আমাদের লৌকিক ধারণা, বিশ্বাস। বেদে বলা হয়েছে, যম এবং যমী, দুজনেই যমজ ভাইবোন।

বিবস্বান সূর্যর তিনজন পত্নী ছিলেন। মৎস্যপুরাণের মতে, এই তিনজন হলেন সংজ্ঞা, রাজনী বা রাজ্ঞী এবং প্রভা। মৎস্যপুরাণের এই কথার পুনরুল্লেখ পাওয়া যায় বায়ুপুরাণ, লিঙ্গপুরাণেও। এই সংজ্ঞার পিতা বিশ্বকর্মা। সংজ্ঞার পুত্র মনু। বায়ুপুরাণ মতে, সূর্যের পুত্র যম। যমুনা তাঁর কন্যা। ভাগবত পুরাণে দেখা যায়, যখন বসুদেব কৃষ্ণকে যমুনা পেরিয়ে নিয়ে যাবেন, সেই কথা অসম্ভব সুন্দর কথায় বর্ণনা রয়েছে। আমরা দেখতে পাই, যমুনা বসুদেবের জন্য পথ করে দিয়েছিলেন। এখানেও যমের অনুজা ভগিনী অর্থাৎ যমুনার কথা বলা হয়েছে।

বেদ বলছে, যমী হচ্ছে যমের ছোট বোন। কিন্তু যে যমুনাকে আমরা ফোঁটার মন্ত্রে ঠাঁই দিয়েছি, সে কি শুধুমাত্র শব্দের সাম্যের কারণে!

ভাইফোঁটা অনুষ্ঠানের মধ্যেও কিন্তু অন্যান্য উৎসবের মতো একটা প্রাচীনতা আছে। রঘুনন্দন, যিনি ষোড়শ শতাব্দীর মানুষ, তাঁর স্মৃতিশাস্ত্রে উল্লেখ আছে এই ভাইফোঁটার। অর্থাৎ একটা বিধি চালু ছিল পুরাকাল থেকে। রঘুনন্দন যেসব উদাহরণ দিচ্ছেন সেগুলি বেশ প্রাচীন। তিনি উল্লেখ করছেন লিঙ্গপুরাণের কথা। যদিও লিঙ্গপুরাণ খুব প্রাচীন নয়, তবুও ষোড়শ শতকের ঢের আগে লেখা। রঘুনন্দন লিখেছেন, ‘কার্তিকেতু দ্বিতীয়ায়াম শুক্লায়াং মাতৃপূজনম্’। এই পূজা করা মানে কিন্তু পুজো নয়, বন্দনা করার কথা বলা হয়েছে। স্মৃতিশাস্ত্রকার আরও বলছেন, বোনেরা যদি এই রীতি না মানে তাহলে তারা নাকি আর আগামী সাতজন্মে ভাই পাবে না। এ যে প্রায় অভিশাপের মতো কথা। অর্থাৎ বিষয়টি প্রচলিত। এবং ভাইবোনের মধ্যে সুসম্পর্কের বিষয়টির কথা অন্তঃসলিলার মতো প্রবাহিত হয়েছে। এই ফোঁটার উৎসব কিন্তু শাস্ত্রে বলা হয়েছে, বোনের বাড়িতেই করতে হবে। এর মাধ্যমে দুই পরিবারের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরির ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, রঘুনন্দন মহাভারতের কথাও উল্লেখ করেছেন, ‘কার্তিকে শুক্লাপক্ষাস্য দ্বিতীয়াং যুধিষ্ঠীরং...’। বলা হয়েছে, হে যুধিষ্ঠীর, তুমি কি জানো, কার্তিক মাসের দ্বিতীয়াতে যমুনা যমকে প্রচুর পরিমাণে খাইয়েছিলেন! সেইসঙ্গে বলা হয়েছে, যমুনা যমকে নিজের হাতে রেঁধে নিজের বাড়িতে খাইয়েছিলেন। এবং এও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এই দ্বিতীয়ার দিনে যেন কোনও ভাই নিজের বাড়িতে না খায়, বোনের বাড়িতে অবশ্যই খায়। বোনকেও খাওয়াতে হবে যত্ন করে। বলা হয়েছে, ভাইয়ের আয়ুবৃদ্ধি করে এমন যত্ন নিয়ে সুখাদ্য খাওয়াতে হবে। আর কাকে দিতে হবে? না বোনকে নয়। ভাইকে উপহার দিতে হবে।

বর্তমানে যদিও দু’পক্ষের মধ্যে দেওয়া-নেওয়ার রীতি চালু হয়েছে, কিন্তু মহাভারতের কথা মানলে, ভাইকেই শুধুমাত্র বোনকে উপহার দিতে হবে। সেইসঙ্গে ভাইকে অর্ঘ্য দিয়ে অর্থাৎ ফলমূল-চন্দন দিয়ে বরণ করে নিতে হবে। তবে এই কাজটি মায়ের একই উদরে জন্ম নেওয়া দুজনকেই করতে হবে। এমনকি, সেখানে ভাইফোঁটার অর্ঘ্যমন্ত্রও আছে। ভগবানের উদ্দেশে বলা হয়েছে, হে ভগবান, আমরা ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে যে অর্ঘ্য নিবেদন করলাম তা তুমি গ্রহণ করো। প্রণাম মন্ত্রের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। হে সূর্যপুত্র যম, হে সূর্যপুত্রী যমী- তোমরা আমাদের প্রণাম গ্রহণ করো। আমাদের আশীর্বাদ করো। তোমরা আমাদের বর দান করো।

বাংলা মন্ত্রে রয়েছে, আমি দিলাম ভাইকে ফোঁটা, যেমন যমুনা দেন যমকে ফোঁটা। বোন যদি ছোট হয়, তাহলে না হয় এরকম হল কিন্তু বোন যদি আগে জন্মান অর্থাৎ বড়দি হন, তাহলে কীভাবে কোন মন্ত্র বলতে হবে, তারও উল্লেখ আছে। এও বলা হয়েছে, ভাইফোঁটা উৎসবে এতসব রান্নাবান্না করতে একটু বেলা হয়ে যেতে পারে, তাই সময়টাকে এগিয়ে নিয়ে বলা হয়েছে, ভাইকে কিন্তু পঞ্চম প্রহরের মধ্যে খাইয়ে দিতে হবে।

এবার একটু জটিলতার পথ ধরি। ঋগবেদের দুটি সূক্তে যমের কথা বলা হয়েছে। যম এখানে দেবতা, ঋষি। বলা হয়েছে, এই জগতে যমই হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি যাঁর মৃত্যু হয়েছিল। যম হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি বহু পথ পেরিয়ে এসেছেন। যিনি তাঁর পথ তৈরি করেছিলেন স্বর্গের দিকে। তারপর থেকেই যমলোক, মৃত্যুলোক তৈরি হয়। যমই প্রথম ব্যক্তি, যিনি পথে দিশারী হয়ে, চারদিক নিরীক্ষণ করে আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। যম, যমদূত, যমলোক প্রভৃতি শব্দ এই সূত্রেই তৈরি।

এই সূত্রে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করার মতো, আমাদের যে নাটকের সূত্রপাত, তা নাকি দুটি ঘটনার সূত্রেই। একটি পুরুরবা-উর্বশীর কথোপকথন, অন্যটি যম-যমীর কথা। যম-যমীর কথা সূত্রেই আমরা জানতে পারি, তাঁরাই হলেন প্রথম স্ত্রী-পুরুষ, যাঁরা মায়ের একই উদর থেকে একত্রে জন্মেছেন। আদম-ইভের মতো অনেকটা। ঋগবেদের দশম মণ্ডলের দশম সূক্তের চোদ্দোটি শ্লোক বলছে, এক নির্জন দ্বীপে এসে ভাই যমকে কামনা করলেন তিনি। হলেন সহবাস-অভিলাষিণী। যমীর নিলাজ কথায়, ‘বিস্তীর্ণ সমুদ্রমধ্যবর্তী এ দ্বীপে এসে, এই নির্জন প্রদেশে তোমার সহবাসের জন্য আমি অভিলাষিণী!’

যম কি যমীর প্রস্তাবে সায় দিলেন? না, তিনি সেই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন না। তাঁর মনে হল, এ বিশুদ্ধ অজাচার। ছোটবেলায় পড়া অ-য় অজগর। এই অজ হল ছাগল। অথবা নির্বোধ পশু; বোকা পাঁঠা যা করে, যেমনটা করে, মানুষেরও কি সেই কাজ করা সাজে? যমীর কিন্তু এতে কামনার প্রশমন হল না। তিনি যুক্তিজাল বিস্তার করলেন, ‘এই বিশ্বসৃষ্টিকারী ত্বষ্টা মাতৃগর্ভেই তাঁদের মিলনের সূচনা করেছেন। গর্ভে তাঁরা একত্র শয়ন করেছেন, অতএব গর্ভের বাইরেও তাতে অপরাধ নেই!

যম-যমীর কথোপকথনে এরপর পাওয়া যায়, ‘যদি এক মুহূর্তের জন্য পরমেশ্বর পৃথিবীর সাধারণ অক্ষে ও কেন্দ্রবিন্দুতে সূর্যের গতি হ্রাস করে দেন, সূর্যের আলো যদি দিন ও রাত্রিতে থেমে যায়, তখন পৃথিবী এবং অন্তরীক্ষ একত্র হবে। এদের মতো তখন আমরাও অর্থাৎ দিন ও রাত একত্র হব।’

এরপর আরও বহুকথা আছে। কিন্তু, এতকিছুর পরেও যমী ক্ষান্ত হলেন না। তিনি তখন ক্ষুব্ধ। রেগে চলে গেলেন সেই নির্জন দ্বীপের অন্য প্রান্তে। ফিরেও এলেন কিছুক্ষণ পরেই! কিন্তু এ কি! চমকে উঠলেন যমী। দেখলেন, একটি গাছের তলায় যম শুয়ে। তাঁর শরীরে সাড় নেই। দেহে প্রাণ নেই।

যমী আক্ষেপ করতে করতে কেঁদে ভাসালেন। যমীর বিরহদশা দূর করতে এগিয়ে এলেন দেবতারা। হাজারো সান্ত্বনাতেও যমীকে সামলানো গেল না। শেষমেশ, যমীর শোক অপনোদনের জন্য দেবতারা সময়কে দিন ও রাত, এই দুই ভাগে ভাগ করলেন। যমী বুঝলেন কালের মাহাত্ম্য। তাঁর চোখের জল শুকিয়ে গেল। এই যে বেদের সূক্ত, তা কিন্তু যম-যমীর ভাইফোঁটার কথা বলছে না। বরং এখানে পুরুষ বা স্বামীর বিশেষণ হিসাবে যমকে হাজির করা হয়েছে। অন্যদিকে, মহিলা বা স্ত্রী হিসাবে যমী। পাণিনির এই মত যদি মানতেই হয়, তাহলে যম-যমীর ভাইফোঁটার সিলমোহর বোধহয় দেওয়া যায় না।

জনমন

জনমত

আলোর ব্যবস্থা হোক গ্রামের সমস্ত রাস্তায়

আলোর উৎসবকে ঘিরে শহরের প্রতিটি অলিগলি বিভিন্ন আলোয় সেজে উঠলেও, বেশিরভাগ গ্রামের রাস্তা সেই অন্ধকারেই রয়ে গিয়েছে। কেননা বেশিরভাগ গ্রামের রাস্তায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। এতে গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী পথচারীরা বিভিন্ন সমস্যায় পড়েন। পর্যাপ্ত আলো না থাকায় সন্ধ্যার পরেই মেয়েরা আর বাইরে বেরোতে পারে না, এমনকি অনেক সময় মহিলাদেরও অশ্লীল আচরণের সম্মুখীন হতে হয় এবং এই ধরনের ঘটনা প্রতিনিয়ত বাড়ছে।

রাজ্য সরকার প্রতি বছর একাধিক ক্লাবকে পুজোর বিরাট অনুদান ও বিদ্যুতের বিল ছাড় দিয়ে থাকে। কিন্তু সেই আলো পুজোর চার-পাঁচদিনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। তাই এই সব ক্ষণিকের ‘রোশনাইয়ে’ অর্থ ব্যয় না করে সরকার যদি গ্রামীণ এলাকার রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করেন, তাহলে তাতে বেশি উপকার হবে বলে আমার মনে হয়।

এক্ষেত্রে আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় পথবাতির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তাতে পাড়ার সমস্যার যেমন সমাধান হবে, তেমনই গ্রামীণ মানুষজনের জীবনযাত্রার মানও বাড়বে। এ বিষয়ে প্রতিটি পঞ্চায়েতের প্রধান ও জনপ্রতিনিধিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

টুপাই বর্মন
শীতলকুচি, কোচবিহার।

বাঘা যতীনই ভালো

বাঘা যতীন পার্ক আমাদের কাছে গর্ব। ছোট থেকে শুনে আসছি এই বাঘা যতীন পার্কের কথা। কত অনুষ্ঠানের সাক্ষী আমাদের প্রিয় এই বাঘা যতীন পার্ক। তবে হঠাৎ করে চমকে গিয়েছিলাম যখন আমিও প্রথমবার রাস্তাঘাটে বর্তমান প্রজন্মের মুখে শুনেছি, ‘বিজেপিতে আড্ডা মারব চল’, ‘বিজেপিতে আছি তোরা চলে আয়’ ইত্যাদি।

প্রথমে বুঝতে পারতাম না বিজেপিটা কী। পরে যখন বুঝলাম বাঘা যতীন পার্ককে তারা সংক্ষেপে বিজেপি বলছে তখন একটু অবাকই হয়েছিলাম। এখন যখন সংবাদ মাধ্যমে দেখলাম মেয়র মহাশয় উদ্যোগ নিয়েছেন বর্তমান প্রজন্মের সঙ্গে কথা বলবেন, তাদের বাঘা যতীনের গুরুত্ব বোঝাবেন, বাঘা যতীনের মূর্তি বসবে - সেটা খুব ভালো, প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

শিলিগুড়ির আপামর জনসাধারণের কাছে, সব প্রজন্মের মানুষের কাছে আমার অনুরোধ, এই পার্কটিকে বাঘা যতীন পার্ক বলেই সম্বোধন করা হোক, বিজেপি বলে নয়।

বাঘা যতীন পার্ক বেঁচে থাকুক। বাঘা যতীন পার্ক সুন্দর থাকুক বাঘা যতীনকে স্মরণ করে। বাঘা যতীন পার্ককে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আমাদের সকলের।

কিরণ মজুমদার
১ নম্বর ডাবগ্রাম কলোনি, শিলিগুড়ি।

মাত্রাহীন বাজির শব্দে কানে তালা

কালীপুজোর রাতে সন্ধ্যা ৮টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত শুধুমাত্র সবুজ বাজি ফাটানো যেতে পারে বলে যে রায় দিয়েছিল আদালত, সেই রায়কে কার্যত তুড়ি মেরে উড়িয়ে রায়গঞ্জ শহরে প্রচণ্ড শব্দ-সন্ত্রাস চলেছে রাত প্রায় দুটো-আড়াইটে পর্যন্ত। বাজির বিকট শব্দে মানুষের কানে তালা লেগে যাচ্ছিল, হাজারো প্রবীণ, শিশু ও হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদের ভোগান্তি বেড়ে গিয়েছিল। এমনকি বহু সুস্থ মানুষেরও রাতের ঘুম কেড়ে নিল শব্দবাজির তাণ্ডব। রাত যত বেড়েছে, ততই বারুদের ধোঁয়ায় বাতাস দূষিত হয়ে উঠেছে চারপাশ। বাড়ির পোষ্য ও রাস্তার কুকুর-বিড়াল ভয়ে দৌড়াদৌড়ি করেছে। রাস্তার বেশ কিছু পশু আহত হয়েছে, পাখিরা নীড় ছেড়ে চলে গিয়েছে বহু দূরে। হয়তো পুরোনো নীড়ে ফিরেও আসবে না কোনওদিন।

এভাবে বাজি ফাটানো তো সম্পূর্ণ রূপে নিয়মবহির্ভূত। আসলে শহরের অলিগলিতে ঘনঘন পুলিশি টহলদারির বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেটা করা হয়নি। সে কারণে শব্দবাজির দৌরাত্ম্য আরও বেশি হয়েছে। ভবিষ্যতে এহেন শব্দ-সন্ত্রাস রুখতে পুলিশি টহলদারি আরও অনেক বেশি বাড়ানো জরুরি। সেইসঙ্গে সব শ্রেণির মানুষের মধ্যে সচেতনতামূলক প্রচার প্রয়োজন।

ভীমনারায়ণ মিত্র
দেবীনগর, রায়গঞ্জ।

মরচে পড়েছে শিক্ষা ব্যবস্থায়

বড় দুঃখের সময় এসেছে আমাদের এই পশ্চিমবাংলায়। স্নাতক স্তরে অনার্সের আসন কোনওভাবেই ভর্তি হচ্ছে না কলেজগুলিতে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও স্নাতকোত্তর স্তরের আসন খালি। এই ছবি শুধু অনামী কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়, প্রায় পশ্চিমবঙ্গের সব প্রথম শ্রেণির কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে একই অবস্থা। বলা যায় প্রথম শ্রেণির বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তার কৌলীন্য হারিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই অনেক প্রশ্ন এসেছে আমাদের মনে।

শিক্ষার্জন কখনোই অর্থ রোজগারের সঙ্গে যুক্ত না হলেও যাঁরা শিক্ষিত তাঁরা যদি রোজগার করতে না পারেন তাহলে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত বলে ধরা হয় না। সে চাকরি সরকারি বা বেসরকারি কিংবা ব্যবসা যাই হোক না কেন।

২০ বছর আগে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার যে মূল্য ছিল তা বোধহয় কমে গিয়েছে অত্যধিক পরিমাণ ইঞ্জিনিয়ার জোগানের ফলে। বর্তমানে ডাক্তারি পড়ার ভবিষ্যৎও ততটা উজ্জ্বল নয়। ব্যবসা বা আন্ত্রাপ্রেনরশিপের বিষয় সম্পূর্ণভাবে আলাদা। যাঁরা উদ্যোগপতি তাঁরা প্রথাগতভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার অংশ নন। বর্তমান যুগে যাঁরা চাকরি দিতে পারেন তাঁরা সবচেয়ে সফল।

এই বঙ্গে চাকরি ক্ষীণতম অবস্থায় পৌঁছেছে বলেই অনার্স পড়ে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে সময় নষ্ট করতে চাইছে না নবীন প্রজন্ম। আজকাল বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে দাঁড়ালে শুনতে পাওয়া যায় যে গবেষকরা পিএইচডি করেন স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য। তাতে কিছু অর্থ আসে হাতে। সেই অর্থ প্রায় পাঁচ বছর পাওয়া যায়। যদিও কিছু গবেষক এখনও বিশ্বাস রাখেন গবেষণায়। পুরো শিক্ষা ব্যবস্থায় কেমন যেন মরচে পড়ে গিয়েছে।

এ থেকে নিস্তার পেতে সেই সব বিষয়কেই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে রাখতে হবে যাকে হাতে ধরে অন্ন জোগাড় করার শিক্ষা পাওয়া যাবে। তার আগে কোনও আশার আলো দেখছি না। আমার পরের প্রজন্মের জন্য এসবের চিন্তা আজ থেকেই শুরু হোক এবং সরকার সেসবের নৈতিক দায়িত্ব নিক।

ডঃ বিনয় লাহা, রায়গঞ্জ।

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৭২

পাশাপাশি : ২। একেবারে পরিচ্ছন্ন এবং স্বচ্ছ ৫। আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরকে যুক্ত করেছে এই খাল ৬। উপযাজক হয়ে কিছু করা ৮। লাঙলের ফলা বা অগ্রভাগ ৯। যে পাতা কাঁচা খাওয়া হয় ১১। ঘরের লাগোয়া ছাদ দেওয়া বারান্দা ১৩। চিরকাল থেকে যাবে ১৪। মালিকের স্ত্রী।

উপর-নীচ : ১। যার সামর্থ্য নেই, অক্ষম ২। কৃষ্ণপক্ষের শেষ তিথি ৩। শোকের কান্নার সঙ্গে মনের ভাবপ্রকাশ ৪। বাধা বা বিঘ্ন ৬। পশম সুতো ৭। জনশ্রুতি বা গুজব ৮। উপকার বা সুফল মিলেছে ৯। পুকুরে ভাসে জলজ উদ্ভিদ ১০। একটি অসুখ ১১। বন্দি করার পরওয়ানা ১২। কৃষকের কাজে লাগে ১৩। অস্ত্রে ধার দেওয়া।

সমাধান ■ ৪২৭১

পাশাপাশি : ১। প্রতিযোগ ৩। কালানো ৫। কুসুমকোরক ৬। সম্বল ৭। মণ্ডল ৯। অয়নান্তবৃত্ত ১২। তবক ১৩। কদাকার।

উপর-নীচ : ১। প্রতিভাস ২। গতাসু ৩। কানকো ৪। নোলক ৫। কুল ৭। মত্ত ৮। নস্যাধার ৯ অলাত ১০। নানক ১১। বৃশ্চিক।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

দূষণের গ্রাসে লাহোর

ইসলামাবাদ, ২১ অক্টোবর : উত্তর ভারতের একাধিক শহরে দীপাবলির আতশবাজির দূষণে পাক সীমান্ত শহরগুলির বাসিন্দারা উদ্বিগ্ন। সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট বলছে, আশঙ্কাজনকভাবে খারাপ হয়েছে লাহোরের বাতাসের মান। দ্বিতীয় দূষিত শহর হয়েছে পাক পাঞ্জাবের লাহোর। পঞ্জাব প্রদেশের পরিবেশ সুরক্ষা দপ্তর বাতাসের মান পড়ে যাওয়ার জন্য ভারত থেকে বয়ে আসা দূষণযুক্ত বায়ু ও স্থানীয় ধোঁয়াকে দায়ী করেছে। বিষাক্ত বাতাসের মোকাবিলায় পঞ্জাবের মরিয়ম নওয়াজ সরকার জরুরি পদক্ষেপ হিসেবে অ্যান্টি স্মোক গান ব্যবহার করছে। জল ছিটোনো হচ্ছে রাস্তায়। দূষণ পরিমাপক যন্ত্র বলছে, মঙ্গলবার লাহোরে বাতাসের মান নামে ২৬৬-তে। বিশ্বের দ্বিতীয় দূষিত শহরে পরিণত হয় লাহোর। পঞ্জাবের মন্ত্রী মরিয়ম আওরঙ্গজেব পরিস্থিতিকে আন্তঃসীমান্ত পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

নেতানিয়াহুকে শুভেচ্ছা মোদির

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে দীপাবলির উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছিলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। মঙ্গলবার তাঁকে পালটা ধন্যবাদ জানিয়ে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন মোদি। প্রিয়বন্ধুর সুস্বাস্থ্য ও সাফল্য কামনা করে প্রধানমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'আমার প্রিয়বন্ধুকে দীপাবলির শুভেচ্ছার জন্য ধন্যবাদ। আপনাকে জন্মদিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। আশা করি আগামী বছরগুলিতে ভারত-ইজরায়েলের কৌশলগত বন্ধুত্ব আরও সুদৃঢ় হবে।'

মোদির এই বার্তার আগের দিন দীপাবলি উপলক্ষ্যে দু-দেশের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতায় জোর দিয়ে নেতানিয়াহুর বার্তাটি ছিল, 'আমার বন্ধু নরেন্দ্র মোদি ও ভারতের জনগণকে দীপাবলির অনেক শুভেচ্ছা। আলোর উৎসব আশা, শান্তি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনুক। ভারত ও ইজরায়েল বন্ধুত্ব এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের অংশ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে।'

ঝলসে মৃত ৪

মুম্বই, ২১ অক্টোবর : দীপাবলির রাতে মর্মান্তিক মৃত্যু নবি মুম্বইতে। সোমবার রাত ১টা নাগাদ ভাসি এলাকার একটি বহুতলে আগুন লেগে যায়। দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আগুন। ঘুমন্ত অবস্থায় ঝলসে মারা যান ৪ জন। মৃতদের মধ্যে রয়েছে ৬ বছরের একটি শিশুকন্যাও। আহত অন্তত ১০ জন। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের ৮টি ইঞ্জিন ও বিশাল পুলিশবাহিনী। প্রাথমিক অনুমান, আতশবাজি থেকে প্রথমে ১০ তলার একটি ফ্ল্যাটে আগুন লাগে। সেখান থেকে ওপরের তলায় আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

বোনাস প্রতিবাদ

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : দীপাবলির আগে বোনাসের দাবিতে উত্তপ্ত হয়ে উঠল উত্তরপ্রদেশের আগ্রা-লখনউ এক্সপ্রেসওয়ের ফতেহাবাদ টোল প্লাজা। বারবার দাবি জানানো সত্ত্বেও দীপাবলির বোনাস পাননি টোল প্লাজার কর্মীরা। শেষমেশ প্রতিবাদ জানাতে টোলকর্মীরা টোল প্লাজার সমস্ত গেট খুলে দেন। ফলে হাজার হাজার গাড়ি বিনা টোলেই এক্সপ্রেসওয়ে পার হয়ে যায়। এহেন প্রতিবাদের জেরে কেন্দ্রীয় সরকারের কয়েক লক্ষ টাকার লোকসান হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাটি রবিবারের। ফতেহাবাদ টোল প্লাজার কর্মীদের অভিযোগ, তাঁরা কঠোর পরিশ্রম করলেও বোনাস পাননি। এমনকি মাসের বেতনও ঠিক সময়ে পান না। এই প্রতিবাদে টোল প্লাজার সব গেট খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন কর্মীরা। পরে পুলিশ এসে মধ্যস্থতা করে। কোম্পানি কর্তৃপক্ষ বোনাস দেওয়ার আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় এবং কর্মীরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে কাজে যোগ দেন।

ধৃত চিকিৎসক

বেঙ্গালুরু, ২১ অক্টোবর : চিকিৎসা করাতে বেঙ্গালুরুতে ত্বক বিশেষজ্ঞের কাছে গিয়েছিলেন এক তরুণী। অভিযোগ, সেই সময় সংক্রমণের জায়গাগুলি দেখার অছিলায় তাঁর পোশাক খুলতে বলেন চিকিৎসক। এরপর শরীরের নানা জায়গায় আপত্তিজনক ভাবে স্পর্শ করতে থাকেন, চুম্বনের চেষ্টাও করা হয়। তরুণীকে হোটেলে যেতেও বলেন। প্রতিবাদ করলে তাঁকে হুমকি দেন ওই চিকিৎসক। এরপরই থানায় চিকিৎসকের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগ দায়ের করেন তরুণী। গ্রেপ্তার করা হয়েছে চিকিৎসককে।

বিষাক্ত ধোঁয়ার চাদরে দিল্লি

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : 'দিলওয়ালো কি শহর' দিল্লি। তবে বর্তমানে এই শহরের প্রতীক হয়ে উঠেছে বিষাক্ত ধোঁয়া আর ধোঁয়াশা। দেওয়ালির পর যেন আঁধার নেমেছে রাজধানীর আকাশে। রকেট আর বাজির শব্দে সোমবার রাত জেগেছিল শহর। মঙ্গলবার সকালে সেখানে বিষাক্ত নীরবতা। সকাল ৮টার হিসেব বলছে, দিল্লির গড় এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ৩৫০, যা 'অতি খারাপ' শ্রেণিতে পড়ে। দূষণ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সকালবেলায় মনে হচ্ছে রাত শেষ হয়নি। রাজধানী আবারও পরিণত হয়েছে এক বিশাল 'গ্যাসচেম্বার'-এ।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এবার রাজধানীতে পোড়ানো হয়েছে তথাকথিত 'গ্রিন ক্র্যাকার', যেখানে দূষণ ৩০ শতাংশ কম হওয়ার দাবি করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তার প্রভাব কোথায়? পরিবেশবিদ বাভরিন কন্ধারি, যিনি প্রায় তিন দশক ধরে বায়ুদূষণের বিরুদ্ধে লড়ছেন, ক্ষোভে ফেটে পড়ে বলেন, '৩০ শতাংশ কম দূষণ মানে কী? কম বিষ? আপনি কি আপনার সন্তানদের কম বিষ খাওয়াতে চান? আমি আমার সন্তানদের জন্মের আগে এই লড়াই শুরু করেছি। আর আজও ওদের শুধু ক্ষতিগ্রস্ত ফুসফুসই দিতে পারলাম।'

দীপাবলির পর ধোঁয়ায় ঢাকা চারপাশ। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে।

২০২৩ সালে দিল্লির এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ৪৩৮, ২০২৪, '২৫-এ তা যথাক্রমে ৩৫৯ এবং ৪০০। অর্থাৎ বছর বদলেছে কিন্তু দিল্লির বাতাস রয়ে গিয়েছে একইরকম বিষাক্ত। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বলা হয়েছিল, রাত ৮টা থেকে ১০টার মধ্যে সীমিত সময় বাজি ফাটানো যাবে। বাস্তব সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলছে। মধ্যরাত পর্যন্ত আকাশ কেঁপেছে আতশবাজিতে। দিল্লি দমকল বিভাগ জানিয়েছে, কেবল দীপাবলির রাতেই ২৬৯টি জরুরি ফোন কল এসেছে বাজি সংক্রান্ত অগ্নিকাণ্ড নিয়ে।

দূষণের উৎসকে বন্ধ না করে আদালতের কাগজেই বন্দি রাখা হয়েছে 'পরিবেশবান্ধব দীপাবলি'-র স্বপ্ন, কটাক্ষ আপ নেতা সৌরভ ভরদ্বাজের। কংগ্রেস মুখপাত্র শামা মোহাম্মদ আরও একধাপ এগিয়ে বলেন, 'বিজেপি দিল্লিকে বাঁচাতে ব্যর্থ। আদালতের নির্দেশ অমান্য করে বাজি ফাটানো হয়েছে রাতভর। এখন দূষণ ৪০০ ছাড়িয়েছে। শিশু ও প্রবীণদের জীবন বিপন্ন।' বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য পালটা বলেন, 'যত দিন পর্যন্ত কেজরিওয়ালশাসিত পঞ্জাব খড় পোড়ানো বন্ধ না করবে, দিল্লি শ্বাস নিতে পারবে না।'

এখন দিল্লি সরকারের ভরসা কৃত্রিম বৃষ্টি। পরিবেশমন্ত্রী মঞ্জিন্দর সিং সিরসা জানিয়েছেন, পাইলটরা ট্রায়াল ফ্লাইট সম্পন্ন করেছেন। আবহাওয়া দপ্তরের অনুমতির অপেক্ষায়। নীতি আয়োগের প্রাক্তন সিইও অমিতাভ কান্ত প্রশ্ন তুলেছেন সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত নিয়ে।

তাঁর তির্যক মন্তব্য, 'দিল্লির ৩৮টির মধ্যে ৩৬টি মনিটরিং স্টেশন 'রেড জোনে'। বায়ুর গুণগত মান ৪০০ ছাড়িয়েছে। কিন্তু আদালত বাজি ফাটানোর অধিকারকে বাঁচার ও নিঃশ্বাস নেওয়ার অধিকারের ওপরে রেখেছে।'

সিইও-দের জরুরি তলব কমিশনের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : পশ্চিমবঙ্গে ভোটের হাওয়া এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে বইতে শুরু করেনি। তবে বিহারে ভোটপর্বের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে নির্বাচন কমিশনের তৎপরতা ঘিরে স্পষ্ট ইঙ্গিত, রাজনৈতিক ক্যালেন্ডারে বড় ঘোষণা আসতে পারে খুব শীঘ্রই।

২২ ও ২৩ অক্টোবর আচমকাই দেশের সব রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকদের (সিইও) দিল্লিতে তলব করেছে নির্বাচন কমিশন। মঙ্গলবার কমিশনের তরফে পাঠানো এক চিঠিতে জানানো হয়েছে, সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের সঙ্গে তাঁদের দপ্তরের সিনিয়ার আধিকারিকদেরও উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক। চিঠিতে বৈঠকের বিষয়বস্তু উল্লেখ করা না থাকলেও কমিশনের এই বৈঠক ঘিরেই এখন রাজনৈতিক মহলে তীব্র জল্পনা।

সূত্রের খবর, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমার এই বৈঠকে নেতৃত্ব দেবেন। রাজ্যভিত্তিক নির্বাচন প্রস্তুতি, এসআইআর অগ্রগতি এবং গ্রাউন্ড লেভেল চিত্র নিয়েই হবে বিস্তারিত আলোচনা। বিশেষ করে, পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি এই বৈঠকের

ভোট তৎপরতা বঙ্গে

অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু বলে জানা গিয়েছে। রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের এখনও বাকি প্রায় সাত মাস। এই প্রেক্ষিতে এসআইআর নিয়ে বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ। বিজেপি নেতাদের দাবি, এসআইআর শেষ হলেই পশ্চিমবঙ্গে ভোট ঘোষণা হবে। যদিও শাসক তৃণমূলের অভিযোগ, 'এটা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত উদ্যোগ, কেন্দ্রের নির্দেশে তড়িঘড়ি করা হচ্ছে।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা বলেছেন, 'বাংলাতেও এসআইআর হবেই।' তাঁর এই বক্তব্যের পর থেকেই রাজনৈতিক মহল মনে করছে, কমিশনের এই বৈঠক কার্যত বাংলায় ভোট প্রস্তুতির রূপরেখা চূড়ান্ত করার জন্যই। গত সপ্তাহেই কমিশন রাজ্যের সব জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছে ম্যাপিং অ্যান্ড ম্যাচিং-এর কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে। এর মাধ্যমে ২০০২ সালের ভোটার তালিকা ও ২০২৫ সালের সম্ভাব্য ভোটার তালিকার মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করা হবে, কে বাদ পড়েছেন, কে নতুন যুক্ত হয়েছেন, কোথায় ভোটার পুনরাবৃত্তি বা মৃত ভোটারের নাম রয়ে গিয়েছে সবকিছুই এই প্রক্রিয়ায় ধরা পড়বে।

হর হর মহাদেব... কেদারনাথ মন্দিরের বাইরে ভক্তদের ভিড়। মঙ্গলবার রুদ্রপ্রয়াগে।

'অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাহস জোগান রাম'

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : দীপাবলি উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার দেশবাসীর উদ্দেশে খোলা চিঠি লিখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাতে অপারেশন সিঁদুরের পাশাপাশি মাওবাদী দমন অভিযানের সাফল্যের কথা যেমন উঠে এসেছে, তেমনই জিএসটি সংস্কারের জেরে জিনিসপত্রের মূল্যহ্রাসের প্রসঙ্গও উঠে এসেছে। প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের পর এটাই দ্বিতীয় দীপাবলি। প্রভু রাম আমাদের সঠিক পথে চলার এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার সাহস দিয়েছেন। মাসখানেক আগে অপারেশন সিঁদুরের সময় আমরা তার জলজ্যান্ত প্রমাণ দেখেছিলাম। অপারেশন সিঁদুরের সময় ভারত শুধু ন্যায়ের পথে ছিল তাই নয়, অন্যায়ের প্রতিশোধও নিয়েছিল।'

এবারের দীপাবলিতে ভারতের একাধিক মাও অধ্যুষিত এলাকায় যেভাবে প্রথমবার প্রদীপ জ্বালানো হয়েছে, তার প্রসঙ্গও উঠে আসে মোদির চিঠিতে। তিনি লিখেছেন, 'এই দীপাবলি স্পেশাল কারণ, এই প্রথমবার দেশের

দীপাবলিতে মোদির চিঠি দেশবাসীকে

বহু জেলায় বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রদীপ জ্বালানো হবে। এই জেলাগুলি হল সেই সমস্ত জেলা যেখানে মাওবাদী সন্ত্রাস সমূলে উপড়ে ফেলা হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে অনেকেই হিংসার পথ ছেড়ে উন্নয়নের মূলস্রোতে যোগ দিয়েছেন, আমাদের দেশের সংবিধানের ওপর আস্থা রেখেছেন। এই দেশের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য।'

জিএসটি সংস্কার প্রসঙ্গে মোদি লিখেছেন, 'নবরাত্রির প্রথম দিন জিএসটি হ্রাস করা হয়েছে। জিএসটি সাশ্রয় উৎসবে নাগরিকদের হাজার হাজার কোটি টাকার সাশ্রয় হচ্ছে। বিশ্বজোড়া সংকটে ভারত স্থায়িত্ব এবং সংবেদনশীলতার প্রতীক হিসেবে উঠে এসেছে। আমরা তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হওয়ার দৌড়ে রয়েছি। এই বিকশিত এবং আত্মনির্ভর ভারতের যাত্রাপথে আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য হল নাগরিকরা যেন দেশের প্রতি নিজেদের কর্তব্য থেকে বিচ্যুত না হন।'

জাপানের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি

টোকিও, ২১ অক্টোবর : ইতিহাসে প্রথমবার। মহিলা প্রধানমন্ত্রী পেল জাপান। মঙ্গলবার দ্বীপদেশের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে ভোটাভুটিতে জয় পেয়েছেন লিবারাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেত্রী সানায়ে তাকাইচি। ৬৪ বছর বয়সি সানায়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইসিবার উত্তরসূরি হলেন। এদিনের ভোটাভুটিতে সানায়ের বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়েছিলেন প্রধান বিরোধী দলের নেতা ইয়োশিকোকো নোদা। ১৪৯টি ভোট পান তিনি। সানায়েকে সমর্থন করেন ২৩৭ জন সাংসদ। যা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম ভোটের চেয়ে ৪টি বেশি। উচ্চকক্ষে ১২৫টি ভোট

সানায়ে তাকাইচি

জন্ম : ৭ মার্চ, ১৯৬১
শিক্ষা : কোবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক
রাজনৈতিক দল : লিবারাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি
কর্মজীবন : টিভি উপস্থাপক হিসাবে কাজ করেছেন। ১৯৯৩ সালে প্রথমবার পার্লামেন্টে নির্বাচনে জয়ী হন। ২০১৯ থেকে লিবারাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির শীর্ষ নেতাদের একজন

পেয়েছেন তিনি।

জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সহ বিভিন্ন দেশের শীর্ষ নেতারা। এক্স পোস্টে মোদি লিখেছেন, 'জাপানের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের জন্য সানায়ে তাকাইচিকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। ভারত-জাপান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও মজবুত করতে আমি ভীষণভাবে আগ্রহী। আমাদের দু-দেশের বন্ধুত্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় শান্তি ও স্থিতাবস্থা রক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।' জাপানের রাজনীতিতে সানায়ের পক্ষে মহিলাদের আস্থা অর্জন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করা হচ্ছে। নিজে মহিলা হলেও অতীতে বহুবার পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পক্ষে সওয়াল করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। জাপানের পার্লামেন্টে মহিলাদের কল্যাণের জন্য আনা বিলের বিরোধিতাও করেছেন। সানায়ে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর একাধিক জাপানি মহিলা প্রকাশ্যে উদ্বেগ জানিয়েছেন।

মহিলা তাস নীতীশের, পিকের তোপে পদ্ম

পাটনা, ২১ অক্টোবর : দীপাবলির রোশনাই এখনও অটুট। ছটপুজোর শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিও চলছে জোরকদমে। এরই মধ্যে ভোট উৎসবের আলোকছটায় উজ্জ্বল হয়ে উঠছে বিহারের রাজনীতির অঙ্গন। ৬ নভেম্বর প্রথম দফায় ১৮টি জেলার ১২১টি আসনে ভোটগ্রহণ করা হবে। সোমবার ছিল মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষদিন। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, শাসক-বিরোধী মিলিয়ে মোট ১৩১৪ জন প্রার্থী প্রথম দফায় লড়াই করবেন।

মঙ্গলবার মুজফফরপুরের মীনাপুরে প্রচারে নেমে মহিলা তাস খেলেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। ক্ষমতায় থাকাকালীন আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদব মহিলাদের জন্য কিছুই করেননি বলে অভিযোগ করেন তিনি। নীতীশ বলেন, 'আমাদের সরকার মহিলাদের ক্ষমতায়নে একাধিক কাজ করেছে। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মহিলা রোজগার যোজনায় ১ কোটিরও বেশি মহিলাকে মাথাপিছু ১০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। আগে যাঁরা ক্ষমতায় ছিলেন তাঁরা মহিলাদের জন্য কখনও কিছু করেছিলেন? সাত বছর মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে থাকার পর যখন দেখলেন কিছুতেই পদত্যাগ এড়ানো যাবে না, তখন নিজের স্ত্রীকে চেয়ারে বসিয়েছিলেন।' বিহারে আরজেডি জমানার জঙ্গলরাজের প্রসঙ্গও তোলেন নীতীশ। এর জবাবে আরজেডি ও কংগ্রেস একটি ভিডিও সমাজমাধ্যমে শেয়ার করেন। তাতে দেখা গিয়েছে, জেডিইউয়ের মহিলা নেত্রীকে গলায় মালা পরিয়ে দিচ্ছেন নীতীশ। কিন্তু তাঁকে তখন বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন জেডিইউ নেতা সঞ্জয় ঝা। তাতে চটে যান নীতীশ। পরে ঝা-কে অদ্ভুত লোক বলে তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিকে বিজেপির বিরুদ্ধে জন সুরাজ পার্টির প্রার্থীদের ভয় দেখানোর অভিযোগ তুলেছেন প্রশান্ত কিশোর বা পিকে। তিনি বলেছেন, জন সুরাজ পার্টির তিনজন প্রার্থীকে চাপ দিয়ে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে বাধ্য করা হয়েছে। তিনি বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের কাছে তুলবেন বলে জানান। বিজেপিকে বিঁধে পিকের তোপ, 'যারাই জিতুক সরকার গড়বে বিজেপি। গত কয়েকবছর ধরে এই ভাবমূর্তি তৈরি করেছে তারা। যারা জন সুরাজকে ভোটকাটুয়া বলছিল, সেই এনডিএ এখন ভয় পাচ্ছে। গণতন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছে। প্রার্থীদের প্রকাশ্যে হুমকি দেওয়া হচ্ছে।'

এদিকে বহু কেন্দ্রে শেষমেশ আসনরফা না হওয়া ভাবিয়ে তুলেছে বিরোধী মহাজোটকে। এরই মধ্যে আরজেডি এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একগুঁয়েমির অভিযোগ তুলে বিহারের নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছে ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম শরিক জেএমএম। তারা প্রথমে ৬টি আসনে প্রার্থী দেবে বলে জানিয়েছিল।

অন্যদিকে মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর ডাকাতির একটি মামলায় সাসারামের আরজেডি প্রার্থী সত্যেন্দ্র শাকে গ্রেপ্তার করেছে ঝাড়খণ্ড পুলিশ।

ছেলের মৃত্যু বিতর্কে প্রাক্তন পুলিশকর্তা

চণ্ডীগড়, ২১ অক্টোবর : পঞ্জাব পুলিশের প্রাক্তন অধিকর্তা মহম্মদ মুস্তাফার ছেলে আকিল আখতারের রহস্যজনক মৃত্যু নিয়ে চাঞ্চল্য তৈরি করল একটি ভিডিও। প্রাথমিকভাবে পরিবার মৃত্যুর কারণ হিসেবে মাত্রাতিরিক্ত ওষুধ খাওয়ার দাবি করলেও এক পড়শির অভিযোগ, আকিলের নিজের করা ১৬ মিনিটের একটি ভিডিও তাঁর মৃত্যু নিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি করেছে।

ভিডিওতে আকিল বাবার সঙ্গে নিজের স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্ক থাকার অভিযোগ করেছেন। তাঁর এও অভিযোগ, বাবা মহম্মদ মুস্তাফা, মা রাজিয়া সুলতানা (প্রাক্তন মন্ত্রী), বোন, নিজের স্ত্রী তাঁকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসাতে হত্যার ষড়যন্ত্রও করছেন। আকিলের জীবন ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে, ভিডিওবার্তায় সেটাই রয়েছে।

পুলিশ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় প্রাক্তন ডিজিপি, তাঁর স্ত্রী, তাঁদের কন্যা ও পুত্রবধূর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে।

বছর ৩৫-এর আকিলকে পঞ্চকুলার বাড়ি থেকে অচৈতন্য অবস্থায় পাওয়ার পর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। সেটা অগাস্টের ঘটনা। পরিবারের দাবি ছিল, মাত্রাছাড়া ওষুধ মৃত্যুর কারণ। পুলিশও প্রাথমিক তদন্তে তাই মনে করে। কিন্তু আকিলের ভিডিও, পড়শি শামসুদ্দিনের অভিযোগ, সোশ্যাল মিডিয়ায় আকিলের পোস্ট তদন্তের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে।

মমতাকে তোপ বিপ্লব দেবের

আগরতলা, ২১ অক্টোবর : পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'বিশ্বাসঘাতক' তকমা দিলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা বিপ্লবকুমার দেব।

মঙ্গলবার ইন্দ্রনগর কালীবাড়িতে পুজো দেওয়ার পর তিনি বলেন, 'আজকের বাংলায় মানবিকতার স্থান নেই। খুন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ—সবই নিত্যদিনের ঘটনা, অথচ মুখ্যমন্ত্রী নির্বিকার। মনে হয় তাঁর হৃদয়টাই অপারেশন করে তুলে নেওয়া হয়েছে।'

বিপ্লব অভিযোগ করেন, মমতা নিজের নামের অর্থকেই কলঙ্কিত করেছেন। তাঁর কথায়, 'মমতা মানে দয়া, মায়া ও স্নেহানুভূতি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে এখন সেই মাতৃত্ববোধের লেশমাত্র নেই। তিনি বাংলার মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, যেমন মিরজাফর করেছিলেন সিরাজ-উদদৌলার সঙ্গে।'

এইচ-১বি ভিসা ফি পড়ুয়া, প্রযুক্তিবিদদের স্বস্তি দিল আমেরিকা

ওয়াশিংটন, ২১ অক্টোবর : এ যেন দু-পা এগিয়ে গিয়েও এক পা পিছিয়ে যাওয়া। এইচ-১বি ভিসা নিয়ে অভূতপূর্ব কড়াকড়ি করেও পিছু হটতে বাধ্য হল ট্রাম্প সরকার। মঙ্গলবার মার্কিন নাগরিকত্ব এবং অভিবাসন পরিষেবা দপ্তর এক নির্দেশিকায় বিদেশি পড়ুয়া ও প্রযুক্তিবিদদের জন্য একাধিক ছাড়ের কথা ঘোষণা করেছে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, এইচ-১বি ভিসার জন্য যে একলক্ষ ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৮৮ লক্ষ টাকা) জমা করার কথা বলা হয়েছে, তা বর্তমান ভিসাধারীদের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে না। এফ-১ স্টুডেন্ট ভিসা বা এল-১ প্রফেশনাল ভিসা নিয়ে যেসব অভিবাসী ছাত্র-ছাত্রী আমেরিকায় রয়েছেন, তাঁদের ভিসার স্টেটাস বদলে এইচ-১বি করার ক্ষেত্রেও একলক্ষ ডলার জমা রাখতে হবে না। শুধু তাই নয়, এই সুবিধা এইচ-১বি ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও কার্যকর হবে।

গত ২০ সেপ্টেম্বর এইচ-১বি ভিসা ফি-র পরিমাণ বাড়িয়ে একলক্ষ ডলার করার সিদ্ধান্ত

নিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মূলত তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে দক্ষ ভারতীয়দের নিয়োগ ঠেকাতে মার্কিন সরকার এই নীতি নিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে এইচ-১বি ভিসা ফি বৃদ্ধির জেরে দক্ষ বিদেশি পেশাদারদের নিয়োগ করতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছে বেসরকারি সংস্থাগুলি। সরকারের ভিসানীতি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে আমেরিকাভিত্তিক একাধিক বহুজাতিক সংস্থা। তারপর ট্রাম্প সরকারের এইচ-১বি ভিসায় আংশিক ছাড়-এর সিদ্ধান্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের বলরুম

ওয়াশিংটন, ২১ অক্টোবর : হোয়াইট হাউসে তৈরি হচ্ছে এক নতুন ঝাঁ-চকচকে বলরুম। এই বলরুম তৈরি করতে খরচ হবে প্রায় ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১,৭৬০ কোটি টাকা। সোমবার এই ঘোষণা করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইতিমধ্যে হোয়াইট হাউসের একাংশ ভেঙে নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় সফর, নৈশভোজ ও বড় অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য বহুদিন ধরেই বলরুম তৈরির পরিকল্পনা করছিলেন ট্রাম্প। নিজের সমাজমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে তিনি লেখেন, 'হোয়াইট হাউসের ইতিহাসে প্রথমবার বলরুম নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে, যা মূল ভবন থেকে আলাদা এবং সম্পূর্ণ আধুনিক।'

ট্রাম্পের দাবি, ১৫০ বছর ধরে মার্কিন প্রেসিডেন্টদের স্বপ্ন ছিল এমন এক বলরুম তৈরি করা।

প্রায় ৯০,০০০ বর্গফুটের এই হলঘরে ৬৫০ জন অতিথি বসতে পারবেন। হোয়াইট হাউসের ঐতিহ্যবাহী নকশা বজায় রেখেই গড়া হবে এই বিশাল বলরুম, যার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে মার্কিন সিক্রেট সার্ভিস।

নমাজের স্থানে গোমূত্রে স্নান

পুনে, ২১ অক্টোবর : মহারাষ্ট্রের ঐতিহাসিক শনিবারওয়াড়া দুর্গ চত্বরে মহিলাদের নমাজ পড়ার ভিডিও ভাইরাল হতেই শোরগোল শুরু হয়েছে। ঘটনাস্থলে গোমূত্র দিয়ে 'শুদ্ধিকরণ' ও 'শিববন্দনা' অনুষ্ঠানও করেছেন হিন্দুত্ববাদীরা। ঘটনার প্রতিবাদে নেতৃত্ব দেন বিজেপি সাংসদ মেধা কুলকার্নি। তিনি হুঁশিয়ারির সুরে বলেন, 'শনিবারওয়াড়ায় নমাজ পড়া যাবে না। হিন্দুসমাজ এখন শুধু জেগে নেই, সজাগও আছে।'

১৭৩২ সালে নির্মিত শনিবারওয়াড়া ছিল মারাঠা সাম্রাজ্যের পেশওয়াদের আসন। ভিডিওতে দেখা যায়, হিজাব পরা কয়েকজন মহিলা সেখানে নমাজ পড়ছেন। পুলিশের পক্ষ

দুর্গ শুদ্ধিকরণে ব্যস্ত বিজেপি নেতা-কর্মীরা। মঙ্গলবার।

থেকে তিন অজ্ঞাতপরিচয় মহিলার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। রাজ্যের মন্ত্রী নীতীশ রানে ঘটনাটিকে 'হিন্দু সমাজের অনুভূতিতে আঘাত' বলে দাবি করে বলেন, 'হিন্দুরা হাজি আলিতে হনুমান চালিশা পাঠ করলেও মুসলমানদেরও কষ্ট হবে। প্রত্যেকের নিজের ধর্মস্থানে প্রার্থনা করা উচিত।'

নয়া নেতৃত্বে লড়াইয়ে মাওবাদীরা

হায়দরাবাদ, ২১ অক্টোবর : 'অপারেশন কাগার'-এর প্রেক্ষিতে একের পর এক আত্মসমর্পণের পর আবারও নতুন মুখ সামনে আনল নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মাওবাদী)। তেলেঙ্গানার গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, দলের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক তিপ্পিরি তিরুপতি ওরফে দেবুজিই এখন 'অভয়' ছদ্মনামে দলের জনসংযোগ রক্ষাকারী প্রধান মুখ হিসাবে কাজ করছেন।

চলতি মাসের ১৬ অক্টোবর দলের তরফে 'অভয়'-এর নামে দুটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে। একটিতে আত্মসমর্পণকারী নেতা মল্লোজুলা বেণুগোপাল রাও ওরফে সোনু এবং তাঁর ঘনিষ্ঠদের 'বিশ্বাসঘাতক' বলে অভিযুক্ত করা হয়েছে। অন্যটিতে ২৪ অক্টোবর সারা দেশে বনধের আহ্বান জানানো হয়েছে।

গোয়েন্দাদের মতে, 'অভয়' নামটি আগে ব্যবহার করতেন সোনু নিজেই। এখন সেই নাম ব্যবহার করছেন দেবুজি, যিনি আগে মাওবাদীদের সশস্ত্র শাখা সেন্ট্রাল মিলিটারি কমিশনের প্রধান ছিলেন।

বিবৃতিতে সোনু ও অন্যান্য আত্মসমর্পণকারী নেতাকে 'পেটি বুর্জোয়া', 'দক্ষিণপন্থী', 'বিপথগামী', 'বিশ্বাসঘাতক', 'দেশদ্রোহী' ইত্যাদি বলে তিরস্কার করা হয়েছে। একইসঙ্গে বলা হয়েছে, 'দল কোনও অবস্থাতেই সশস্ত্র সংগ্রাম থেকে সরে আসবে না।' বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে, সোনু ২০১১ সাল থেকে 'বিপ্লববিরোধী মনোভাব' দেখাচ্ছিলেন। দল

অবস্থানে অনড়

বহুবার তাঁকে সমালোচনার মাধ্যমে 'সংশোধনের' চেষ্টা করলেও তিনি 'প্রাণের ভয়'-এর কাছে হার মেনেছেন। ঘটনাচক্রে ওই ২০১১ সালেই নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে নিহত হন তাঁর ভাই মল্লোজুলা কোটেশ্বর রাও ওরফে কিষেনজি।

দলীয় বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'সোনু বা রূপেশ আত্মসমর্পণ করলেও দল আত্মসমর্পণ করবে না। অস্ত্র নামিয়ে রাখা চলমান বিপ্লবকে দুর্বল করে। শুধু তা-ই নয়, জনগণের অস্ত্র শত্রুর হাতে তুলে দেওয়া ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।' ভারত রাষ্ট্রের কাছে 'আত্মসমর্পণকারী বিচ্যুত কর্মী'দের জনতার আদালতে শাস্তি দেওয়ার ঘোষণাও করা হয় অন্য একটি বিবৃতিতে।

গোয়েন্দা সূত্র মতে, দেবুজিই এখন দলের একমাত্র উচ্চপর্যায়ের নেতা, যিনি পারেন এমন তীক্ষ্ণ বিবৃতি দিতে। তাঁর এই প্রকাশ্য বার্তাই ইঙ্গিত দিচ্ছে—সোনুদের আত্মসমর্পণের পরও মাওবাদীরা তাদের রাষ্ট্রবিরোধী 'সশস্ত্র সংগ্রাম' থামাতে রাজি নয়।

স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে
ভার্মি কম্পোস্ট তৈরি

কুণাল নন্দী

কৃষিকে কেন্দ্র করেই আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডল। এই পরিস্থিতিতে ক্ষুদ্র কৃষিশিল্পের মাধ্যমেই গ্রামীণ অর্থনৈতিক পরিকাঠামো শক্ত করা যেতে পারে।

বর্তমানে কর্মসংস্থানের যে ভয়াবহ পরিস্থিতি এতে করে গ্রামীণ স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও বেকার তরুণ-তরুণীরা অতি সহজেই স্বল্প ব্যয়ে ভার্মি কম্পোস্ট তৈরি করে অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটিয়ে স্বনির্ভর হতে পারে, কারণ কৃষির বাজারে এর চাহিদা প্রচুর।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ভার্মি কম্পোস্ট বা কেঁচো সার কী? কেঁচো সার হচ্ছে, খামারজাত ও গৃহস্থ বাড়ির ফেলে দেওয়া জৈব আবর্জনা, অব্যবহৃত শাকসবজি, ফল-মূল খোসা ইত্যাদির অংশবিশেষ কেঁচোর সাহায্যে জমিতে প্রয়োগের উপযোগী জৈবসারে রূপান্তরিত হওয়াকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় ভার্মি কম্পোস্ট বলা হয়।

আমরা চিরাচরিত প্রথায় যে কোনও কম্পোস্ট সার জমিতে প্রয়োগ করে গাছের মূল সার হিসেবে যে পরিমাণ নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ পাই আট গুণ এবং পটাশ আড়াই গুণ বেশি পাই। এছাড়াও বাড়তি হিসেবে ভার্মিতে ক্যালসিয়াম সহ অনেকগুলি অণুখাদ্য পাই যেমন-ম্যাঙ্গানিজ, জিঙ্ক, কপার, আয়রন, অতিরিক্তভাবে হরমোন, অ্যান্টিবায়োটিক পাই যাতে করে গাছের সর্বপ্রকার বৃদ্ধি সহ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে অনেকাংশে বাড়িতে তোলে। এছাড়াও ভার্মি সারে প্রচুর পরিমাণে কেঁচোর ডিম থাকে যা মাটিতে উপযুক্ত পরিবেশে ফুটে বাচ্চা কেঁচোতে পরিণত হয়ে মাটিতে বাতাস ও জল সঞ্চালনে সাহায্য করে।

এবার কীভাবে আমরা ভার্মি তৈরি করব- এটি তৈরির জন্য ছায়ামুক্ত নির্দিষ্ট উঁচু জমি নির্বাচন করে সিমেন্টের তৈরি চৌবাচ্চা নির্মাণ করতে হবে, চৌবাচ্চাটির মাপ হবে ৫ ফুট দৈর্ঘ্য, প্রস্থ তিন ফুট এবং গভীরতা ২ ১/২ -৩ ফুট মাটির নীচে ১ ফুট থেকে শুরু করতে হবে। প্রয়োজনে নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী

করা যেতে পারে। এবার চৌবাচ্চা তৈরি হয়ে গেলে তার নীচে ২-৩ ইঞ্চি ইটের টুকরো বিছিয়ে তার উপর ১ ইঞ্চি পরিমাণ বালুর

> বর্তমানে কর্মসংস্থানের যে ভয়াবহ পরিস্থিতি, এতে করে গ্রামীণ স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও বেকার তরুণ-তরুণীরা অতি সহজেই স্বল্প ব্যয়ে ভার্মি কম্পোস্ট তৈরি করে অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটিয়ে স্বনির্ভর হতে পারেন, কারণ কৃষির বাজারে এর চাহিদা প্রচুর।

আস্তরণ দিয়ে দিতে হবে।

এবার সবচেয়ে উপযোগী হিসেবে ধঞ্চে পাতা, সবাবুল গাছের পাতা, ডালজাতীয় শস্যের পাতা, সজনে পাতা, ফুলকপি, বাঁধাকপি, আলু, টমেটো অন্যান্য সবজির অংশ, কচুরিপানা, তুঁত গাছের পাতা, রান্নাঘরের সবজির অবশিষ্টাংশ কলাগাছ ও বিভিন্ন প্রকার ঘাস-এই জাতীয় জিনিসগুলি একটি ছায়াযুক্ত জায়গায় সংগ্রহ করুন। এবার এর সঙ্গে এক ঝুড়ি ভালো মাটি

ও এক ঝুড়ি গোবর মিশিয়ে ওই চৌবাচ্চার ভেতরে ফেলুন। এবার হালকা পরিমাণে জল ছিটিয়ে দিন এবং একটি চটের বস্তা জলে ভিজিয়ে হালকাভাবে ঢেকে দিন। এবার প্রত্যেকদিন ওই চটের উপর

হালকাভাবে জল ছিটিয়ে দিতে হবে। এভাবে ১৪-১৫ দিন পর চট সরিয়ে ওই আবর্জনার ভেতর হাত ঢুকিয়ে দেখে নিন ভেতরে গরমভাব আছে কিনা। গরম ভাব কেটে গেলে কেঁচো ছাড়ার উপযুক্ত হবে।

সাধারণত কয়েকটি বিশেষ প্রজাতির কেঁচো এই ভার্মি তৈরির বিশেষ উপযোগী। সেগুলি হল- ইসেনিয়া, পেরিওনিক্র, ইউড্রিলাস ইউজেনি এই প্রজাতিগুলি খুব দ্রুত সার তৈরি করতে পারে। প্রতি বর্গফুটের জন্য ২৫-৩০টি কেঁচোই যথেষ্ট। কীভাবে এবার সার তৈরি হবে-কেঁচো যে জৈবপদার্থ খায় তা পাকস্থলিতে ভেঙে যায় এবং পরে অন্ত্রে গিয়ে বিভিন্ন উৎসেচকের সাহায্যে জারিত হয়। কেঁচো তার খাবারের ১০ শতাংশ নিজের শরীরের চাহিদা মিটিয়ে বাকি ৯০ শতাংশ বর্জ্যপদার্থ হিসেবে ত্যাগ করে। এই বর্জ্য পদার্থই আসলে ভার্মি কম্পোস্ট। এক কেজি কেঁচো গড়ে প্রতিদিন ৫ কেজি পরিমাণ ভার্মি তৈরি করে। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে, বিশেষ কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

সেগুলো হল-

ক) রসুন, পেঁয়াজ, আদা, মশলাজাতীয় ফসলের অংশ, পার্থেনিয়াম, নিম, লেবু জাতীয় ফসলের অংশ ব্যবহার করা যাবে না।

খ) চৌবাচ্চার ধারে লাল পিঁপড়ের আক্রমণ হতে পারে, এর জন্য ৭ দিন পর পর ২০ লিটার জলে ১০০ গ্রাম লবণ গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, লংকার গুঁড়ো ও সামান্য সাবাণ গুঁড়ো মিশিয়ে চৌবাচ্চার চারিদিকে দিতে হবে।

গ) চৌবাচ্চার উপর খড় দিয়ে আচ্ছাদন করে রোদ ও বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করতে হবে।

এভাবে ৪০-৪৫ দিনের মধ্যেই কেঁচো ভার্মি কম্পোস্টে পরিণত করবে এবং লক্ষ করতে হবে চৌবাচ্চার উপরের দিকে কালো বাদামি দানা দানা আকারে হয়ে এসেছে এবং হাত গলিয়ে ঝুরঝুরে বোঝা যাবে এবং সমস্ত কেঁচো আস্তে আস্তে নীচের দিকে চলে যাবে। এবার চালনি করে এগুলি ভার্মি হিসাবে সংগ্রহ করতে হবে।

এই প্রক্রিয়াতে ভার্মি তৈরিতে প্রতি কেজি খরচ পড়বে ০.৭৫ পয়সা থেকে ১ টাকা। পাশাপাশি এর বর্তমান বাজারমূল্য ন্যূনতম প্রতি কেজি ৫-৬ টাকা। এই কাজ করতে প্রয়োজন কৃষি দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করলে ভালো পরামর্শ পেতে পারেন।

সবুজ সার ধইঞ্চে
মাটি ও কৃষির ভবিষ্যৎ

পৃথিবীতে সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে কৃষিকাজ শুরু হয়। পরবর্তীতে কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার আরম্ভ হয়। কৃষিকাজ শুরুর সময় থেকেই কৃষিতে বিভিন্ন দিক থেকে নানাপ্রকার বাধা আসতে শুরু করে। এই মাটিকে কেন্দ্র করেই কৃষি আর সভ্যতাকে আমরা উন্নত জায়গায় নিয়ে যাবার লক্ষ্যে মাটিকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার শুরু করি। প্রয়োজনের তাগিদে যেমন রাস্তাঘাট, বাজার-বন্দর, অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ এবং আরও অনেক কিছু তৈরিতে একদিকে যেমন কৃষিক্ষেত্র দিনদিন কমছে, তেমনি মাটির উপরও চলছে অত্যাচার। আবার অন্যদিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, পৃথিবীতে এক ইঞ্চি মাটির স্তর তৈরি হতে সময় লাগে প্রায় এক হাজার বছর। আমাদের দেশ ও রাজ্যের জনসংখ্যার নিরিখে একদিকে যেমন জমি কমেছে, অন্যদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে- এটি একটি জটিল সমস্যা। দেশের প্রতিটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা দেশ, রাজ্য তথা কৃষি দপ্তরের উপর এটা একটা চ্যালেঞ্জ।

উন্নত প্রযুক্তির চাষের প্রথম শর্তই হল মাটি, অর্থাৎ সঠিক চাষের ক্ষেত্রে সঠিক গুণমান সম্পন্ন উর্বতাযুক্ত মাটি। আজকাল উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে ঠিকই তবে এই উর্বরতা নির্ধারিত চাষের ক্ষেত্রে কতটা সঠিক তার নিরিখে নয়, সেটা হচ্ছে আধুনিক রাসায়নিক সার, বীজ, কীটনাশক, সেচ এই সমস্ত ব্যবহারের উপর ভিত্তি করেই। যার ফলে মাটি দিনদিন অনুর্বরতার দিকেই চলে যাচ্ছে এবং মাটির স্বাস্থ্য দিনদিন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আমরা মাটির উর্বরতা বলতে বুঝি মাটির ভৌত ও রাসায়নিক গুণ। এক্ষেত্রে জৈব কার্বন হল মাটির প্রাণ যা কিনা গ্রহণ করে বেঁচে থাকে অসংখ্য উপকারী জীবাণু বা অণুজীব। এই জীবাণু বা অণুজীব গাছ সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না, যতক্ষণ না পর্যাপ্ত জৈব পদার্থ মাটির ওইগুলির সঙ্গে মিশে তাদেরকে ভেঙে সহজ পুষ্টিতে এনে গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

আজকাল আর আগের তুলনায় পর্যাপ্ত জৈব সারের উপযুক্ত জোগান নেই, গোরুর সংখ্যা কমে যাওয়ায় গোবরের অভাবও অনেক, ফলে জৈবসারের ঘাটতি দিনদিন বেড়েই চলেছে, আর এইক্ষেত্রে বিকল্প হিসাবে জৈব ঘাটতি মেটাতে একমাত্র সহায়ক ধইঞ্চে যা কিনা সবুজ সার হিসেবে পরিচিতি। এর ব্যবহার মাটির গঠন ও নমনীয়তা বৃদ্ধি করে, জল ধারণ ক্ষমতা বাড়ায়, পুষ্টি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। বাতাস চলাচল অনেক সহজ হয়, উপকারী জীবাণুগুলি সক্রিয় হয়, সারের অপচয় কমিয়ে আনে মাটির গভীরে থাকা পুষ্টিকে উপরে এনে গাছের গ্রহণযোগ্যতাকে বাড়িয়ে তোলে, এমনকি মাটির অম্লত্ব কমাতেও সাহায্য করে, রোগপোকার আক্রমণ কম হয় এবং আগাছার উপদ্রবও কম হয়।

এত কিছু গুণ থাকার ফলে এই চাষ ও ব্যবহারকে কৃষকদের যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া জরুরি। ধইঞ্চে প্রাকবর্ষার চাষের সবচেয়ে উপযুক্ত। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসের মধ্যে জমি চাষ করে সরাসরি বিঘা প্রতি ৩ কেজি বীজ ছিটিয়ে দিলেই চলবে, বীজ বোনার ৩০-৪৫ দিনের মধ্যে গাছ নরম থাকতে লাঙল অথবা পাওয়ার টিলার দিয়ে চষে মাটির সঙ্গ মিশিয়ে দিতে হবে, সেই সময়কালে জমিতে পর্যাপ্ত রস থাকার কথা, রস থাকলে অতি সহজেই ১০-১৫ দিনের মধ্যে তা পচে তার প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়ে যায়। এক বিঘা জমিতে এই চাষের ফলে ৮-১৩ কেজি নাইট্রোজেন অর্থাৎ যা কিনা প্রায় ১৮-২৮ কেজি ইউরিয়া সারের সমান। এইসব কারণে আগামী দিনে জমিকে বন্ধ্যাত্বের হাত থেকে বাঁচাতে এই চাষের দিকে ঝুঁকে তা রোধ করা জরুরি। ২ বা ৩ ফসলি জমিতে বছরে অন্তত একবার এই চাষ করে জমিকে সুস্থ ও সবল রাখতে সবাইকে সচেষ্ট থাকতে হবে।

আধুনিক প্রযুক্তি
পাটজাত পণ্যে কৃষকের অর্থনৈতিক মুক্তি

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চলের কৃষি ব্যবস্থায় পাট চাষ দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তবে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির অভাবে এই সম্ভাবনাময় খাতটি কিছুটা পিছিয়ে পড়েছিল। বর্তমানে আইসিএআর-নিনফেট ও কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র দক্ষিণ দিনাজপুর-এর যৌথ উদ্যোগে 'বিকাশীয় কৃষি সংকল্প অভিযান' কর্মসূচির মাধ্যমে আবারও পাট চাষে নতুন প্রাণসঞ্চার ঘটছে। সম্প্রতি চলমান এই কর্মসূচিতে কৃষকদের আধুনিক পাট রেটিং প্রযুক্তি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে, যার ফলে তারা অধিক মানসম্পন্ন ফাইবার উৎপাদনে সক্ষম হচ্ছেন।

প্রচলিত রেটিং পদ্ধতিতে যেখানে ২২-২৫ দিন সময় লাগে, সেখানে 'নিনফেট-সাথি' বা 'ক্রিজাফ সোনা' নামক রেটিং অ্যাকসিলারেটর ব্যবহারে মাত্র ১২-১৫ দিনেই রেটিং সম্পন্ন করা সম্ভব। এতে সময় ও শ্রম দুটোই বাঁচে এবং ফাইবারের মানও উন্নত হয়। বিজ্ঞানীদের মতে, এই প্রযুক্তির ফলে প্রতি বিঘা জমিতে ৩ থেকে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত আয় করা সম্ভব, যা কৃষকের আয় বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

তদুপরি, রেটিং প্রক্রিয়ায় প্রচলিত ভুল পদ্ধতি যেমন-কাদা বা কলাপাড়ের স্তূপি ব্যবহার এড়িয়ে, কর্কশিট ব্লক বা জলভর্তি পলিথিন ব্যাগ ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এতে ফাইবারে দাগ পড়ে না এবং মানহিনতার ঝুঁকি কমে যায়।

এই প্রযুক্তিগত উন্নয়নের পাশাপাশি, পাটজাত হস্তশিল্প সামগ্রী উৎপাদনের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রামীণ মহিলাদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মশালাও পরিচালিত হচ্ছে। এই প্রশিক্ষণে মহিলারা পাট দিয়ে ব্যাগ, ম্যাট, কার্পেট, গয়না ইত্যাদি তৈরি শেখার মাধ্যমে ঘরে বসেই আয় করার সুযোগ পাচ্ছেন। এটি নারী ক্ষমতায়ন ও পারিবারিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তায় অনন্য অবদান রাখছে। মাঝিয়ান কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের সিনিয়ার সায়েন্টিস্ট ডঃ শিবানন্দ সিনহা জানিয়েছেন, 'আমরা প্রথমে সচেতনতা শিবির শুরু করেছি। এরপর ধাপে ধাপে প্রশিক্ষণ শিবির করব। আমাদের মূল লক্ষ্য পাটের রেটিং অর্থাৎ পাট পচানোর আধুনিক পদ্ধতি বিষয়ে কৃষকদের জানানো। এছাড়াও উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদন খরচ কমানোর কৌশল এই বিষয়েও সচেতনতা শুরু করা হয়েছে। পাটজাত পণ্যের নতুন নতুন ব্যবহার এইসবও শেখানো হবে কৃষক এবং মহিলাদের।' সচেতনতা শিবিরে উপস্থিত সুজিত দাস, সুদীপ চ্যাটার্জি, হরিচরণ সরকাররা জানিয়েছেন, আমরা এই শিবির থেকে অনেক কিছু জানলাম। এরপর প্রশিক্ষণ শিবির হলে তা অবশ্যই শিখব। সার্বিকভাবে বলা যায়, আধুনিক রেটিং প্রযুক্তি ও পাটজাত পণ্যের বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে পাট চাষ শুধু কৃষকের আয়ের পথ সুগম করছে না, বরং এটি একটি টেকসই কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত্তি গড়ে তুলছে। এই পথ অনুসরণ করে ভবিষ্যতে পাট খাত হতে পারে কৃষি উন্নয়নের অন্যতম মডেল।

ফসলের খেতে বন্ধুপোকা কমায় উদ্বেগ

মানব সভ্যতা এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে চলেছে, পাশাপাশি স্বাভাবিক কারণেই খাদ্যের চাহিদাও দিন দিন বাড়ছে আর এই চাহিদা মেটাতে নিত্যনতুন কৃষি প্রযুক্তি ও উপকরণের ব্যবহার বেড়েছে। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে দেখা গেল যে মাটির উৎপাদিকা শক্তিতে টান পড়ল এবং রোগ ও পোকার আক্রমণ বেড়ে গেল। কৃষকেরা তাদের ফসল রক্ষার জন্য যথেচ্ছভাবে কীটনাশক ব্যবহার শুরু করল-এর ফলে ফসলের মধ্যে কীটনাশকের অবশিষ্টাংশের উপস্থিতি লক্ষ করা গেল, তার প্রভাব আমাদের শরীরেও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে শুরু করল, পাশাপাশি পরিবেশেও এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। আমাদের পরিবেশে উপকারী কীটপতঙ্গ-মৌমাছি, ব্যাং, কেঁচো, মাছ, পাখি, সাপ ইত্যাদি কীটনাশকের প্রভাবে বিপন্ন হতে শুরু করল। এইভাবে চলতে থাকলে অচিরেই অনিবার্যভাবে আমাদেরও অস্তিত্বের সংকট দেখা দেবে।

এই সমস্ত বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণ করে কৃষিবিজ্ঞানীরা নতুন চিন্তাভাবনা করে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে কাজ শুরু করলেন। তারা পর্যবেক্ষণ করলেন যে ফসল আবাদ করলে রোগপোকা লাগবেই আর রোগপোকা লাগলেই যে ফসল সব নষ্ট হয়ে যাবে তা ঠিক নয়, আবার ফসল রক্ষা করাটাও জরুরি। তারা আরও কিছু বিষয়ে দেখলেন যে প্রকৃতিতে একটা ভারসাম্য প্রাকৃতিকভাবেই ঠিক করা আছে। ফসলের খেতের মধ্যে বহু

প্রকার পোকা আছে আমরা সব পোকাকে দেখতে পাই না, সাধারণত যে পোকাগুলি আমাদের ক্ষতি করে আমরা তাদেরকেই চিহ্নিত করে রাখি বা চিনি, আর অন্য পোকাগুলি ক্ষতি করে না বলে তাদের আমরা চিহ্নিত করতে পারি না বা চিনি না।

প্রকৃতিতে বেশকিছু কীটপতঙ্গ বা প্রাণী আছে যারা প্রতিনিয়ত ফসলের ক্ষতিকারক শত্রু পোকাদের আক্রমণ করে তাদের সরাসরি মেরে ফেলে বা তাদের দেহ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। এরা প্রায় সকলেই মাংসাশী পোকা। এই ধরনের পোকাগুলিকে আমরা বন্ধু পোকা বলি। বন্ধুপোকাগুলি হল পরভোজী ও বিভিন্ন মিত্র জীবাণু। এরা প্রতিনিয়ত নিঃশব্দে আমাদের ফসলকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করে চলেছে। অথচ আমরা আশঙ্কার ভিত্তিতে নির্বিচারে কীটনাশক প্রয়োগ করে এই বন্ধুপোকাকে অজান্তেই ধ্বংস করে ফেলছি। ফলে খাদ্যশৃঙ্খল ভেঙে গিয়ে শত্রুপোকার আক্রমণ বাড়ছে এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। তাই এই বন্ধু পোকার সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। কৃষিবিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণ করে দেখছেন যে ফসলের খেতে শত্রু পোকা ও বন্ধুপোকার অনুপাত যথাক্রমে ১৫ : ৩৫।

আমরা জানি অর্থনৈতিক ক্ষতিকারক সীমা হচ্ছে ওষুধ প্রয়োগের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই তা নির্ধারণের জন্য জমি পরিদর্শন এবং পোকা ও রোগের পর্যবেক্ষণ একান্তই প্রয়োজন। তাই সেগুলি সুসংহত রোগ-পোকা নিয়ন্ত্রণের নানা পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। যেমন-ক) পরিচর্যামূলক নিয়ন্ত্রণ খ) যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ গ) জৈবিক নিয়ন্ত্রণ ঘ) রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ। এইগুলির মধ্যে পরিবেশ রক্ষা করে বাঁচবার সবচেয়ে ভালো উপায় হল জৈবিক নিয়ন্ত্রণ, বন্ধুপোকার ক্ষতি না ফসল রক্ষার জন্য ফসলের খেতে জৈব কীটনাশক যেমন অ্যাজাডাইরেকটিন, ট্রাইকোডারমা, সিউডোমোনাস ফ্লুরোসেন্স জাতীয় ওষুধ প্রয়োগ করা। এগুলি ব্যবহারের ফলে অনিষ্টকারী পোকা ও বন্ধুপোকার মধ্যে একটা প্রাকৃতিক ভারসাম্য থাকবে এছাড়াও ইনসেক্ট গ্রোথ রেগুলেটর, ফেরমেন ফাঁদ, আঠা ফাঁদ ইত্যাদির ব্যবহার বাড়াতে হবে। এই সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে আমাদের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে ফসল রক্ষার পাশাপাশি বন্ধুপোকার বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে আগামীদিনে অস্তিত্বের সংকটময় সময় থেকে আমাদের বাঁচতে হবে।

পরিচিত আগাছার বৈশিষ্ট্য ও নিয়ন্ত্রণ

একবীজপত্রী আগাছা

কাশ

বহুবর্ষজীবী একবীজপত্রী ঘাস। অনুর্বর শুষ্ক বেলে মাটিতে এদের প্রাদুর্ভাব বেশি হয়। পতিত জমিতেও দেখা যায়। ১-৪ মিটার খাড়াই লম্বা হতে পারে এবং শিকড় মাটিতে জাঁকিয়ে বসে থাকে। মাটির ২-৩ মিটার নীচে শিকড় চলে যেতে পারে। গাছের দুবছর বয়সে ফুল আসে। শরৎকালে পুজোর আগে সাদা কাশ ফুলের সমারোহ সবাইকে খুশি করে। বীজ ও রাইজোমের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে।

নিয়ন্ত্রণ

- মে-জুন মাসের গরমে ট্র্যাক্টর চালিত লাঙ্গল দেওয়া ও গাছ তুলে ফেলা।
- শুকানোর পর শিকড় ও রাইজোম জড়ো করে পুড়িয়ে দেওয়া।
- অনাবাদি জমিতে ঘন করে জোয়ার ও বাজরা লাগালে কাজের হয়।
- সবসময় মাটি আচ্ছাদনকারী ফসল রাখলে নিয়ন্ত্রিত হয়।
- গাছের সক্রিয় বৃদ্ধি দশায় একাধিকবার গ্লাইফসেট স্প্রে করলে উপকার পাওয়া যায়।

জংলা জই

একবর্ষজীবী একবীজপত্রী ঘাস। চারা অবস্থায় গম বা জই গাছের মতো দেখায়। জংলা জই পাতা যেখানে কাণ্ডের গাছে মেশে সেখানে পাতার গায়ে লিগিউল নামক অংশ থাকে। গমের চেয়ে জংলা জইয়ের লিগিউল বড়। এছাড়া জংলা জইয়ের শীষের নীচের অংশে কালো শুঁয়া এবং দানা বাদামি/কালো রংয়ের হয়।

এই আগাছাটি গম, যব, জইখেত ছাড়া শীতকালের অন্য ফসলেও সমস্যা সৃষ্টি করে। গম, যব পাকার আগে জংলা জইয়ের দানা পেকে মার্চের শেষে মাটিতে ঝরে পড়ে এবং সামনের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ফুটে নতুন চারা বার হয়। বীজের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে। গোখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

নিয়ন্ত্রণ

- আগাছা মুক্ত গম, যব বীজ ব্যবহার।
- গম, যব বোনার আগে সেচ দিয়ে জংলা জই চারা বার হয়। তখন চাষ দিয়ে জমি তৈরি করলে আগাছা নষ্ট হবে।
- গম, যব চাষ না করে অন্য ফসল চাষ করলে সহজে আগাছা চিনে তুলে ফেলা যাবে।
- গম, যবখেতে জংলা জইয়ের শীষ আসার সঙ্গে সঙ্গে তুলে ফেললে কাজের হবে।
- আগাছা জন্মানোর পূর্বে ট্রাইঅ্যালেট অথবা আগাছা জন্মানোর পরে মেটোক্সজুরন/ট্রলকক্সিডিম/ডাইক্লোফপ-বিউটাইল/ক্লোডিনাফপ প্রোপারজিল প্রয়োগ করা হয়।

ছোট্ট তারা

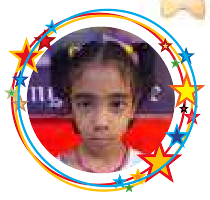

ময়নাগুড়ি দুই নম্বর বোর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী সায়ন্তনী শা। জাতীয় স্তরের যোগ চ্যাম্পিয়নশিপে কলকাতায় পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে সে।

অপরাধ রোখার শপথ

নিছকই ধর্মীয় আচার বা পারিবারিক উৎসবের গণ্ডি পেরিয়ে ভাইফোঁটা এখন সামাজিক উৎসবের রূপ নিয়েছে। একদিকে যখন উৎসবে আলোর সমারোহ, অন্যদিকে সমাজে প্রতিনিয়ত মেয়েদের সঙ্গে ঘটে চলেছে নানা অপরাধ। গত বছর আরজি করের ঘটনা থেকে এবছর কলকাতার একটি আইন মহাবিদ্যালয়ে কিংবা দুর্গাপুরে ঘটে যাওয়া ধর্ষণের ঘটনা তার জলজ্যান্ত উদাহরণ। এই অস্থির সময়ে দিদি-বোনেদের নিরাপত্তার বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ভাইফোঁটা শুধু একটি শব্দ নয়, প্রতিজ্ঞাও বটে। এই বিশেষ দিনে কী শপথ নিচ্ছেন ভাইবোনেরা, তারই খোঁজ নিলেন অনীক চৌধুরী।

দিদি-বোনেরা যা চান

উপহার হোক সুরক্ষা

সমাজে প্রতিনিয়ত মেয়েদের প্রতি হিংসা যেভাবে বেড়ে চলেছে সেটা কাম্য নয়। রাস্তাঘাটে মেয়েরা বিপদে পড়লে ছেলেদের উচিত তাদের বিপদ থেকে রক্ষা করা। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার শুভলগ্নে আমার নিজের ভাই ও দাদাদের কাছে উপহারস্বরূপ এটাই চাইব। তারাও যেন প্রতিটি মেয়েকে সম্মান করে। কারও প্রতি অন্যায় হতে দেখলে যেন তার প্রতিবাদ করে।

দেবমিত্রা চট্টোপাধ্যায়
শিক্ষিকা

মূল্যবোধ ফিরে আসুক

সমাজ রক্ষা করতে নির্ভেজাল সামাজিক সৌভ্রাতৃত্ববোধ দরকার। ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে এই ভ্রাতৃত্ব আটকে রাখা নিষ্ফল। সময়ের ব্যবধানে সবই পালটে গিয়েছে। ভালোমন্দ, ন্যায়-অন্যায় বোধটুকুও হারিয়ে যাচ্ছে অনেকের মধ্যে। কোনও ন্যায়নীতি সামাজিক মূল্যবোধের বালাই নেই। এই বোধটুকু ফিরে আসুক সমাজে। এটাই সেরা উপহার হবে ভাইফোঁটার।

অর্পিতা মণ্ডল
কলেজ পড়ুয়া

সম্ভ্রম রক্ষা

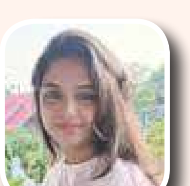

সব ভাইদের বোনেদের সম্ভ্রম রক্ষা করার শপথ নিতে হবে। সমাজে নারীঘটিত নানা অপরাধ ঘটছে। যাঁরা বাড়ির বাইরে অন্যের দিদি-বোনকে সম্মান করেন না তাঁরা নিশ্চয়ই নিজেদের দিদি-বোনকেও সম্মান করেন না। তাই সব ভাইয়ের শপথ নেওয়া উচিত, বাড়ি থেকে রাস্তা– যে কোনও পরিস্থিতিতে দিদি-বোনদের সম্মান যেন ক্ষুণ্ণ না হয়।

অঙ্কিতা গোস্বামী, চাকরিজীবী

ভাই-দাদারা যা বলছেন

সঠিক আইনের প্রয়োগ করতে হবে

নারীদের অসম্মানের ঘটনা সমাজের আইন ব্যবস্থা ও কিছু মানুষের মানসিকতার দিকে আঙুল তোলে। নারীদের বিরুদ্ধে অন্যায় রুখতে সমাজের সব শ্রেণির মানুষকে আরও সতর্ক এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে। মা-বাবার উচিত ভুলকে প্রশ্রয় দেওয়া বন্ধ করা। সঠিক আইনের প্রয়োগ করতে হবে। তাহলেই অসামাজিক মানসিকতার মানুষের কাছে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত থাকবে।

তীর্থ বণিক, বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, ময়নাগুড়ি

ছোট থেকেই শিখতে হবে

পেপারে কিংবা টিভি-মোবাইলে প্রতি তিনটা ফিডের পরই নারীদের ওপর অত্যাচারের নানা ঘটনা সামনে আসে। এই ঘটনা কড়া হাতে রোখা উচিত। ছেলেরা কী করছে বা কীভাবে মেয়েদের দেখছে সেই দৃষ্টিকোণ নিয়েও সমাজের প্রশ্ন করা উচিত। নারীদের সম্মান করার বিষয়টি ছোট থেকেই ছেলেদের শেখানো উচিত।

ডাঃ ভাস্কর বাড়ুই, শল্য চিকিৎসক

শিকড় থেকে বদল দরকার

বোনেদের রক্ষায় সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের প্রয়োজন। লোভ, লালসা, ভোগ চাইছে মানুষ, যা ধীরে ধীরে বিপর্যয়ের রূপ ধারণ করছে। দিদি-বোনেদের অসম্মান রুখতে কঠোর ও ক্ষমার অযোগ্য আইন দরকার। কিছু লোকের অসামাজিক চিন্তাভাবনা এবং বিকৃত মানসিকতা পরিবর্তনের জন্য শিকড় থেকে বদল দরকার। শিশুদের স্কুল থেকেই কাউন্সেলিং করানো প্রয়োজন, যাতে তাদের ঠিক-ভুলের ধারণা স্পষ্ট হয়।

ডঃ নীলাংশুশেখর দাস, অধ্যক্ষ, ধূপগুড়ি সুকান্ত মহাবিদ্যালয়

ভাইফোঁটার কেনাকাটায় ভিড় দোকান-শপিং মলে

উপহারে কর্পূরদানি থেকে জুয়েলারি

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২১ অক্টোবর : ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে ভাইবোনের চোখ খুঁজছে স্মার্ট গিফট, যা দিলে ব্যবহার করা যাবে। মুখে ফুটবে হাসিও। বৃহস্পতিবার ভাইফোঁটা, তার আগে মঙ্গলবারই জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন পাঞ্জাবি, শাড়ির দোকানের পাশাপাশি গিফটের দোকান, শপিং মলে ভিড় লক্ষ করা গেল ভাইবোনেদের।

কিন্তু উপহারের সম্ভার হিসেবে কী এসেছে এবছর ভাইফোঁটায়? পাঞ্জাবির দোকানে ঢুঁ মারতেই দেখা গেল, নানা ধরনের ডিজাইনার পাঞ্জাবি নজর কাড়ছে। দামও সাধ্যের মধ্যে। ডিজিটাল প্রিন্টের পাঞ্জাবি ১১৫০ থেকে ১৫০০ টাকা, বাবুমশাই, মধুবনি, কাঁথাস্টিচ, জামদানি পাঞ্জাবি সবই ১২০০ থেকে ২০০০ টাকার মধ্যে। পাঞ্জাবি দোকানের বিক্রেতা গৌতম বণিকের কথায়, 'ভাই-দাদাদের জন্য পাঞ্জাবি বেশ বিক্রি হচ্ছে। ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী সব ধরনের অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা যায় এমন পাঞ্জাবি এনেছি স্পেশালি ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে।'

এদিন পাঞ্জাবি কিনতে এসে সারণি বিশ্বাস চক্রবর্তী বলেন, 'পাঞ্জাবির ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন এসেছে। আগে ধারণা ছিল বয়স্করাই পরবেন। এখন টিনএজ থেকে ইয়াং জেনারেশনও ঝুঁকছে। বাঙালিরা উৎসবে পাঞ্জাবি পরবে না এমন খুঁজে বের করা কঠিন। ৭টা পাঞ্জাবি কিনলাম আমার ও আমার মেয়ের ভাই-দাদাদের জন্য।'

এছাড়া স্মার্টওয়াচ, হেডফোন, ঠান্ডা-গরম থাকবে এমন জলের বোতল, চকোলেট, কর্পূরদানি বাদ পড়ছে না গিফট আইটেম থেকে। ব্যবসায়ী রঞ্জিত সাহার কথায়, 'ছোট বোনেদের জন্য যেমন অনেকে টেডিবিয়ার কিনছেন, তেমনই অনেকে দাদা-ভাইদের জন্য কর্পূরদানি কিনছেন। আসলে সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে কোন রাশির জন্য কী উপহার শুভ, তাই দেখে গিফট আইটেম পছন্দ করতে দেখা যাচ্ছে অনেককে।'

এ তো গেল ভাই-দাদাদের জন্য উপহার। রিটার্ন গিফট হবে না তা কী করে হয়! শাড়ি-কুর্তি, স্মার্টওয়াচ, হেডফোন ছাড়াও বোন-দিদিদের পছন্দসই হ্যান্ডমেড কানের-গলার সেট কিংবা অক্সিডাইজড জুয়েলারি, স্টাইলিশ অফিস-কলেজ ব্যাগ, মেকআপ কিট কিনছেন অনেক দাদা-ভাই।

শহরের বাসিন্দা এক ভাই ভাস্কর বসাকের কথায়, 'আমার দিদিকে দেখিয়ে, পছন্দ করিয়ে অনলাইনে অক্সিডাইজড জুয়েলারির অর্ডার দিয়েছি। চলেও এসেছে। ভাইফোঁটার দিন ওকে দেব। সারপ্রাইজ থাকল না ঠিকই, কিন্তু ও পছন্দ করে নিয়েছে এতেই খুশি।'

সবমিলিয়ে জলপাইগুড়িতে ভাইফোঁটার কেনাকাটা বেশ জমে উঠেছে।

সন্ধের পর অন্ধকার

ময়নাগুড়ি, ২১ অক্টোবর : সন্ধের পর এলাকা ডুবে যায় অন্ধকারে। অন্যদিকে, এলাকায় রাস্তার পাশে থাকা নর্দমার ওপর স্ল্যাব বসানো নেই। ফলে বিপদের আশঙ্কা রয়েছে। ময়নাগুড়ি পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের উদ্যান সংলগ্ন এলাকার এমন দশা। স্থানীয় বাসিন্দা পরেশ কুণ্ডু বলেন, 'সন্ধের পর এই পথ দিয়ে যাতায়াত করা দুষ্কর। যানবাহন নিয়ে এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করা বিপজ্জনক।'

স্থানীয় বাসিন্দা অরবিন্দ সেন বোলেন, 'পুরসভা অফিসের পাশের রাস্তাতে দীর্ঘদিন ধরে পথবাতি বিকল হয়ে রয়েছে। কিন্তু মেরামতির কোনও উদ্যোগ নেই।' সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলার গোবিন্দ পাল বলেন, 'পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

শহরের বিভিন্ন জায়গায় পথবাতির সমস্যা রয়েছে। শহরবাসীর অভিযোগ, নিয়মিত পুরসভার কর জমা দিলেও নাগরিক পরিষেবা বলতে কিছুই নেই ময়নাগুড়িতে।

মৃতদেহ উদ্ধার

মালবাজার, ২১ অক্টোবর : নিউ মাল ওভারব্রিজ লাগোয়া রেললাইনে মঙ্গলবার এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। খবর পেয়ে জিআরপি ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তারা মৃতদেহটি উদ্ধার করে। কীভাবে এই ঘটনা ঘটেছে তার সঠিক কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে রেল পুলিশ।

অন্ধকারে তুবড়ির ফোয়ারা। মঙ্গলবার জলপাইগুড়িতে। -মানসী দেব সরকার

শুভেচ্ছা জানাতে মণ্ডপে নেতারা

জলপাইগুড়ি, ২১ অক্টোবর : বারোয়ারি পুজো মানেই বহু মানুষের ভিড়। একসঙ্গে এত মানুষকে নাগালে পেয়ে সেই সুযোগকে জনসংযোগ তৈরির কাজে লাগানোটা তৃণমূলের পুরোনো কৌশল। মঙ্গলবার কালীপুজোর সন্ধ্যা থেকে রাত অবধি তৃণমূলের নেতারা জনসংযোগ করতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

জলপাইগুড়িতে কাতারে কাতারে মানুষ বড় পুজোমণ্ডপগুলিতে প্রতিমা দেখতে আসছেন। শহরের বিগ বাজেটের পুজো বলতে যুব ঐক্য, দাদাভাই আর নবারুণ সংঘ। এই তিন জায়গায় ভিড় একটু বেশি। জনসংযোগ বাড়াতে এই তিন জায়গায় ভিড় বাড়িয়েছেন তৃণমূল নেতারা।

জলপাইগুড়ি ফণীন্দ্র দেব ইনস্টিটিউটের মাঠে যুব ঐক্যের পুজো করছেন পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল নেতা সৈকত চট্টোপাধ্যায়। মণ্ডপে দর্শনার্থীদের সঙ্গে দীপাবলির শুভেচ্ছা বিনিময় করতে দেখা গেল তাঁকে।

চার নম্বর গুমটির দাদাভাই ক্লাবের প্রধান তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'আমি এই ক্লাবের পুরোনো সদস্য। তাছাড়া, এমনিতেও সারাবছর জনসংযোগ করা হয়।'

অন্যদিকে, নবারুণ সংঘের পুজোর মূল উদ্যোক্তা শহর লাগোয়া অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রাজেশ মণ্ডল। ৫০ লক্ষ টাকায় জলপাইগুড়ির সবচেয়ে বড় বাজেটের পুজোটি করছেন তিনি। গত চার-পাঁচ বছরে একটি ছোট পুজোকে বিগ বাজেটের পুজোয় পরিণত করেছেন তিনি। সঙ্গে বাড়িয়েছেন নিজের প্রাধান্য। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি তাঁর পুজোয় প্রশাসনিক কর্তারাও ভিড় জমিয়েছেন। এলাকার নামীদামি লোকজনের পাশাপাশি, সাধারণ মানুষের সঙ্গেও কথা বলতে দেখা গেল তাঁকে।

রাজেশের কথায়, 'আমার কাছে সবাই সমান। সবার সঙ্গে সারাবছর যেমন মেলামেশা করি, এখনও তেমন করছি।'

সন্ধ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই তিন নেতার পুজোয় ভিড় বাড়তে শুরু করে। মণ্ডপের প্রবেশপথে দীর্ঘক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে দর্শনার্থীদের সঙ্গে করতে দেখা যায় তিন নেতাকেই।

প্রতিমা নিরঞ্জন ও ছটপুজো ঘিরে আয়োজন মালে

সুশান্ত ঘোষ ও অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ২১ অক্টোবর : শ্যামাপুজোর নিরঞ্জনের ঠিক পরেই শুরু ছটপুজো। মাল নদীর জল দূষণ নিয়ে চিন্তায় প্রশাসন। তবে জোড়া পুজোয় যাতে পরিবেশের ক্ষতি না হয়, সে বিষয়ে একাধিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

একদিকে কালীপুজোর নিরঞ্জনের পরেই দ্রুততার সঙ্গে প্রতিমার কাঠামো যেমন নদী থেকে পরিষ্কার করা হবে, তেমনই ছটপুজোর পরেও আবর্জনা সরিয়ে ফেলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে উদ্যোক্তাদের। মাল পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি বলেছেন, 'প্রতিমা নিরঞ্জনের পর নদী থেকে সমস্ত কাঠামো নির্দিষ্ট স্থানে সরিয়ে দেওয়া হয়। এবছরও অন্যথা হবে না।'

অস্থায়ী পরিকাঠামো তৈরি চলছে মাল নদীতে।

আগামী ২৪ অক্টোবর, শুক্রবার প্রশাসনের কড়া নজরদারিতে মাল নদীতে শহরের পুজো কমিটিগুলো তাদের শ্যামা প্রতিমা নিরঞ্জন করবে। শনিবার থেকেই আবার শুরু হবে শহরে সবচেয়ে বড় ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব ছটপুজো। প্রতি বছর বিসর্জনের পর প্রতিমার রং ও উপকরণ নদীর জলের সঙ্গে মিশে জলকে দূষিত করে। নদীর বাস্তুতন্ত্র, বিশেষ করে মাছের প্রজনন প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শুধু বিসর্জন নয়, সারাবছর মাল পুরসভার যাবতীয় আবর্জনা নদীর ধারে ফেলা হয়, যা মাঝেমধ্যে সরাসরি নদীতে মিশে যায়।

ছটপুজোকে কেন্দ্র করে শহরের মাল পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ড, শিববাড়ি, লোকনাথ মন্দির ঘাট ও পানোয়ার বস্তি— এই চারটি প্রধান কমিটি জোরকদমে প্রস্তুতি নিচ্ছে। এর মধ্যে তিনটি পুজো মাল নদীর ঘাটে ও একটি পুজো সুখানিঝোরায় অনুষ্ঠিত হবে। আর্থমুভার সহ আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঘাটগুলোয় পরিচ্ছন্নতা ও পুজোর জন্য অস্থায়ী পরিকাঠামো তৈরির কাজ চলছে।

ছটপুজোয় শহর ও শহরতলি থেকে হাজার হাজার ভক্ত সমাগমে ঘাটগুলো উপচে পড়ে। যেহেতু ছটপুজোর প্রধান আচার-অনুষ্ঠান নদীর জলে দাঁড়িয়ে হয়, তাই নদী দূষিত হওয়ার সম্ভাবনাও অনেকটা বেড়ে যায়। পরিবেশবান্ধব পুজোর লক্ষ্যে প্লাস্টিক ব্যবহারে সচেতনতার পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবক মোতায়েন করা হচ্ছে।

পুরসভার স্যানিটারি বিভাগের কর্মী কিরীটী মুখোপাধ্যায় বলেন, 'উদ্যোক্তারা আগে থেকেই আমাদের জানান। আমরাও দ্রুত পরিষ্কারে সহযোগিতা করি।'

শিববাড়ি ছটপুজো কমিটির উদ্যোক্তা রমেশ গিরির বক্তব্য, 'সরকারি নির্দেশিকা মেনেই আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে।' তবে পরিবেশপ্রেমী স্বরূপ মিত্র বলেন, 'শুধু ঘাট পরিষ্কার করলেই হবে না, সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত একটি প্লাস্টিকমুক্ত, দূষণহীন পরিবেশ তৈরি করা।'

প্রস্তুতি

- আগামী ২৪ অক্টোবর মাল নদীতে শহরের বিভিন্ন পুজো কমিটি শ্যামা প্রতিমা নিরঞ্জন করবে
- এদিকে আবার মাল পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ড, শিববাড়ি, লোকনাথ মন্দির ঘাট ও পানোয়ার বস্তি জোরকদমে ছটপুজোর প্রস্তুতি নিচ্ছে
- এর মধ্যে তিনটি পুজো মাল নদীর ঘাটে ও একটি পুজো সুখানিঝোরায় হবে
- প্লাস্টিক ব্যবহারে সচেতনতা প্রচারের পাশাপাশি ঘাটে স্বেচ্ছাসেবক মোতায়েন করা হচ্ছে
- প্রতিমা নিরঞ্জন ও ছটপুজোর পর দ্রুততার সঙ্গে নদী পরিষ্কার করা হবে

বাড়ির সামনে বাজি পোড়ানো নিয়ে বিবাদ

মহিলাদের ‘মার’, বিতর্কে এসপি

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২১ অক্টোবর : সোমবার রাত প্রায় একটা। রেল গুমটি এলাকায় পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যের প্রতিবেশী কয়েকজন কিশোর-কিশোরী তখন বাজি ফাটাচ্ছিল। সেই সময় হাফ প্যান্ট, স্যান্ডো গেঞ্জি ও মাথায় ফেট্টি বেঁধে হাতে লাঠি নিয়ে সেখানে হাজির হলেন খোদ পুলিশ সুপার! বাজি ফাটানোর ‘অপরাধে’ প্রতিবেশী মহিলা ও শিশুদের বেধড়ক পেটালেন তিনি। মঙ্গলবার এরকমই একটি সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে এনেছেন আক্রান্তরা (যদিও ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)। রাতেই পাঁচজন শিশু সহ মোট সাতজনের এমজেএনে চিকিৎসা করানো হয়।

কখনও দিল্লি পুলিশের দিনহাটায় অভিযানের কথা গোপন রাখা, আবার কখনও ডিএসপি পদমর্যাদার আধিকারিককে কাজে না লাগানোর অভিযোগে একাধিকবার মুখ্যমন্ত্রীর তিরস্কারের মুখে পড়েছিলেন এই পুলিশ সুপার। এবার প্রতিবেশীদের পিটিয়ে ফের বিতর্কে জড়ালেন দ্যুতিমান। মঙ্গলবার হাতে, পায়ে কালশিটে দাগ নিয়ে আক্রান্তরা রেলগুমটি এলাকায় পুলিশ সুপারের বাংলোর সামনে জমায়েত করেন। পুলিশ সুপারের পদত্যাগের দাবি তুলে বিকেলে বাংলোর সামনে পথ অবরোধ করা হয়। কয়েক মিনিট অবরোধ চলার পরই অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) কৃষ্ণগোপাল মিনার নেতৃত্বে পুলিশের বিশালবাহিনী গিয়ে লাঠিচার্জ করে অবরোধ তুলে দেয়। তিনজন মহিলা সহ ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সোমবার রাতের মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন পুলিশ সুপার। তাঁর পালটা দাবি, বাংলোর পাশে সন্ধ্যা থেকেই একটানা বাজি ফাটানো হচ্ছিল। এমনকি বাংলোর ভেতরে বাজি ছুড়ে ফেলা হয়েছিল। মঙ্গলবার রাতে পুলিশ একটি সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে আনে। যেখানে দেখা যায় প্রতিবেশীরা রাত সাড়ে বারোটার পরেও বাজি ফাটাচ্ছিলেন। গভীর রাতে বাজি ফাটানোয় তাঁদের সচেতনতা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। এদিন পুলিশ সুপার বলেছেন, ‘রাত প্রায় একটা পর্যন্ত বাজি ফাটানো হয়েছে। আমার পোষ্য কুকুরগুলো চিৎকার করে করে পাগল হয়ে যাচ্ছিল। নিরাপত্তারক্ষীদের দিয়ে বারবার বাজি ফাটাতে বারণ করা হলেও তারা কোনও কথা শোনেনি। মারধরের কোনও ঘটনা ঘটেনি। তাদের বাজি ফাটাতে বারণ করা হয়েছিল।’

তাঁর বাংলোয় ছুড়ে দেওয়া বাজি সাংবাদিকদের দেখান পুলিশ সুপার। সেখানে একটি পোড়া চরকি দেখা যায়। আরও দুটি বাজি সেখানে দেখা গিয়েছে। যদিও তার সলতেতে আগুন ধরানোর চিহ্ন ছিল না। অর্থাৎ সেই বাজি দুটি পোড়ানো হয়নি। পুলিশ সুপারের স্ত্রী রোশনি দাস ভট্টাচার্যের কথায়, ‘একটানা বাজি ফাটিয়েই চলেছিল ওরা। অনেক বয়স্ক মানুষ রয়েছেন। পোষ্যরা রয়েছে। গভীর রাতে এভাবে বাজি ফাটানো উচিত নয়। শব্দ দূষণের বিরুদ্ধে প্রত্যেকেরই সরব হওয়া উচিত।’

পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধে পালটা অভিযোগ তুলে ঘটনাস্থলে থাকা প্রতিবেশী মহিলা তথা পেশায় আইনজীবী মল্লিকা কার্জি বলেন, ‘পুলিশ সুপার নিজে রাতে এসে আমাদের মারধর করেছেন। আমাদের বাড়ির সিসিটিভিতে সব ধরা পড়েছে। ওঁর বাংলোয় বাজি ছুড়ে ফেলা হয়েছে বলে উনি যে অভিযোগ তুলেছেন তা মিথ্যে। পুলিশ সুপারের বাংলোতে সিসিটিভি থাকার কথা। তাহলে উনি সেটা প্রকাশ্যে আনুন।’ তাঁর সংযোজন, ‘পুলিশ সুপার নিজে আমাকে মারধর করেছেন। ছোট বাচ্চাদের মারতে ওঁর একটুও হাত কাঁপেনি। আমরা বিষয়টি নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হব।’

কী অভিযোগ

- পুলিশ সুপারের বাংলোর সামনে বাজি ফাটাচ্ছিল কয়েকজন কিশোর-কিশোরী
- স্যান্ডো গেঞ্জি গায়ে লাঠি হাতে তাদের পেটাতে দেখা যায় পুলিশ সুপারকে
- সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে এনে সোচ্চার আক্রান্তরা
- মঙ্গলবার এসপি’র বাংলোর সামনে আক্রন্তরা জমায়েত করলে লাঠিচার্জ করা হয় বলে অভিযোগ
- বাংলোর ভেতর পালটা বাজি ফেলার অভিযোগ এসপি’র

শৌচালয়ের পাশে শিশু উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২১ অক্টোবর : রাখে হরি মারে কে! সত্যিই। কপালে জীবন লেখা থাকলে তাকে ছোঁয় মৃত্যুর সেই সাধ্য কোথায়। মঙ্গলবার সকালে শালুগাড়া এলাকায় একটি গণ শৌচালয়ের পাশে দিন পনেরো বয়সি এক শিশুপুত্রের উদ্ধারের ঘটনায় সেটাই যেন আবার নতুনভাবে প্রমাণিত। পরে তাকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে সেখানে নিয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত এলাকার বাসিন্দারাই তাকে রীতিমতো বুক দিয়ে আগলে রেখেছিলেন। কালীপুজোর পরদিন এমন এক ঘটনায় অনেকেই হতবাক। দেবীর আশীর্বাদেই শিশুটি ভালোভাবে বেঁচে ছিল বলে অনেকের দাবি। তবে কে বা কারা ওই শিশুটিকে সেখানে ফেলে গিয়েছিলেন তা এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত পরিষ্কার নয়। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেন, ‘ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।’

পৃথিবীর পাঠশালা

ক্যানসার মারবে হারপিস ভাইরাস

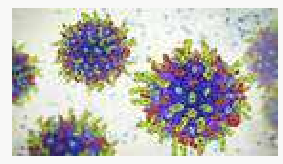

মেলানোমা, যা ত্বকের অন্যতম মারাত্মক ক্যানসার, তাকে নিশানা করতে বিজ্ঞানীরা এবার হারপিস সিমপ্লেক্স ভাইরাসকে জিনগতভাবে পরিবর্তন করেছেন। এর নাম দেওয়া হয়েছে ট্যালিমোজিন লাহেরপারভেচ (টি-ভেক)। এই ভাইরাসটি বেছে বেছে শুধুমাত্র টিউমারের কোষগুলিকে আক্রমণ করে এবং ধ্বংস করে। এর পাশাপাশি এটি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আরও শক্তিশালী করে তোলে। ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে দেখা গিয়েছে, এই টি-ভেক থেরাপি এমন রোগীদের টিউমারকেও সংকুচিত করেছে, যাঁদের ক্ষেত্রে প্রথাগত চিকিৎসা ব্যর্থ হয়েছিল। জীবনদায়ী চিকিৎসা হিসেবে এটি বর্তমানে বেশ কয়েকটি দেশে বৃহত্তর অনুমোদনের জন্য পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। যে ভাইরাস একসময় কেবল ঠোঁটে ঘা তৈরি করত, সেই ভাইরাসই হয়তো অদূরভবিষ্যতে জীবনদায়ী ক্যানসারের ওষুধ হয়ে উঠবে- বায়োমেডিকেল বিজ্ঞানে এটি এক অসাধারণ মোড়।

জীবনের সঙ্গী ভলভো

ইর্ভ গর্ডন, নিউ ইয়র্কের অবসরপ্রাপ্ত এক বিজ্ঞান শিক্ষক, তাঁর ১৯৬৬ সালের ভলভো পি ১৮০০ গাড়িটিকে নিয়ে ইতিহাস গড়েছেন। একাই একই গাড়িতে তিনি চালিয়েছেন ৩২ লক্ষ মাইলেরও বেশি- যা একক মালিকের ক্ষেত্রে এক বিশ্ব রেকর্ড! দশকের পর দশক ধরে তিনি বছরে প্রায় ১ লক্ষ মাইল গাড়ি চালিয়েছেন, ঘুরেছেন উত্তর আমেরিকা আর ইউরোপের নানা প্রান্তে। গাড়িটি যখন ৩০ লক্ষ মাইল অতিক্রম করে, তখন রসিক ইর্ভ ভলভো কোম্পানিকে মজা করে বলেছিলেন, গাড়িটি মাইল প্রতি ১ ডলার দামে বিক্রি করে দেবেন-অর্থাৎ ৩০ লক্ষ ডলারে! যদিও গাড়ি কোম্পানিটি সেই প্রস্তাব বিনয়ের সঙ্গে ফিরিয়ে দেয়। ইর্ভ ২০১৮ সালে মারা যান, কিন্তু তাঁর সেই ভলভো গাড়িটি আজও অসামান্য ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ব্যক্তিগত নিষ্ঠার এক প্রতীক হয়ে রয়েছে। এটি সত্যি দেখাল, একটি গাড়ি শুধু যান নয়, তা জীবনের সঙ্গীও হতে পারে।

দুবাইয়ের স্মার্ট পাম গাছ

দুবাইয়ের ভবিষ্যতের উপযোগী জন-পরিকাঠামো এখন আরও স্মার্ট হয়েছে সোলার স্মার্ট পাম-এর কল্যাণে। এগুলি হল কৃত্রিম গাছ, যা বিনামূল্যে ওয়াই-ফাই, ডিভাইস চার্জিং, আবহাওয়ার তথ্য এবং ছায়া সরবরাহ করে। এই হাই টেক স্থাপনাগুলি সম্পূর্ণ সৌর প্যানেল দ্বারা চালিত এবং পার্ক ও সৈকতজুড়ে দ্রুত বসানো হচ্ছে। প্রতিটি স্মার্ট পাম বিনামূল্যে হাইস্পিড ইন্টারনেট, ইউএসবি চার্জিং পোর্ট, তথ্য দেখানোর স্ক্রিন এবং পরিবেশ পর্যবেক্ষণের সরঞ্জাম দেয়। এগুলিকে এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে দেখতে অনেকটা আসল পাম গাছের মতো লাগে এবং শহরের নান্দনিকতার সঙ্গে সুন্দরভাবে মিশে যায়। এটি শহুরে নকশায় প্রযুক্তিকে যুক্ত করার এক চমৎকার উদাহরণ, যা স্থায়িত্ব, উপযোগিতা আর উদ্ভাবনকে একটি নজরকাড়া সমাধানের মধ্যে নিয়ে এসেছে।

জলসমস্যার সৌর সমাধান

জলকে নোনতা থেকে মিষ্টি করার প্রক্রিয়া সবসময়ই খুব ব্যয়বহুল এবং প্রচুর শক্তির অপচয়কারী ছিল, অবশ্য এতদিন পর্যন্ত। কিন্তু আমেরিকার এমআইটি’র বিজ্ঞানীরা এবার একটি সৌরশক্তিচালিত ডিস্যালিনেটর তৈরি করেছেন, যা বিদ্যুৎ ছাড়াই সমুদ্রের জলকে পরিস্রুত পানীয় জলে পরিণত করে। এটি কাজ করে কেবল সূর্যের আলো এবং প্যাসিভ থার্মাল সাইকেলের মাধ্যমে। যন্ত্রটি প্রকৃতিতে জলের চক্রকে নকল করে তৈরি। এতে কোনও চলন্ত অংশ নেই, অথচ এর দক্ষতা আকাশছোঁয়া এবং কার্বন ফুটপ্রিন্ট শূন্য। ফলে এটি দূরবর্তী উপকূলীয় অঞ্চল বা দুর্যোগ-কবলিত এলাকার জন্য একেবারে আদর্শ। বিশ্বজুড়ে যখন জলের অভাব বাড়ছে, তখন এই উদ্ভাবনটি একটি টেকসই সমাধান নিয়ে এল।

উৎসবের পরে।। দীপাবলি শেষে অপরিচ্ছন্ন রাস্তা পরিষ্কার করছেন এক মহিলা। মঙ্গলবার প্রয়াগরাজে। -পিটিআই

কালী আরাধনার শেষে পিরের মূর্তি পুজো

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২১ অক্টোবর : একাধারে শতবর্ষ প্রাচীন মন্দির। সেখানে নিষ্ঠাভরে চলছে কালীপুজো। অপরদিকে, মন্দিরের ঠিক পাশেই আবার পিরের ঘর। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের প্রত্যন্ত গ্রাম উত্তর পাটকাপাড়ায় সোমবার কালী মন্দিরের পুজোয় দর্শনার্থীদের ভিড় উপচে পড়ে। সন্ধ্যা থেকেই পুজো দেওয়ার জন্য লম্বা লাইন যেমন দেখা দিয়েছে, তেমনই রাত থেকে সকাল পর্যন্ত পিরের পুজো দিতেও ভিড় নজরে এসেছে। চরম সাম্প্রদায়িকতার সময় দাঁড়িয়ে সম্প্রীতির এই দৃশ্য অবশ্য নতুন নয়। প্রতি বছরের মতো এবারও সোমবার রাত থেকে পাটকাপাড়ায় বড় কালীবাড়ি মন্দিরে পুজোর আয়োজন হয়। পুজো শেষ হতে সকাল সাড়ে দশটা বেজে গিয়েছিল। এদিকে, মন্দিরে পুজো দিয়েই পুণ্যার্থীদের অনেকে পাশের পিরের মন্দিরে যান। সেখানেও ফুল, জল দিয়ে ধূপকাঠি জ্বালিয়ে প্রার্থনা করা হয়।

গ্রামবাসীদের মতে, কালীপুজোয় তাঁদের যেমন আস্থা রয়েছে তেমনই রয়েছে পিরের ওপরেও। এনিয়ে পুজো কমিটির কোষাধ্যক্ষ জয়ন্তকুমার রায়ের কথায়, ‘বহু বছর ধরে কালী মন্দিরের পাশে পিরের মন্দির রয়েছে। দুই জায়গাতেই পুজোর আয়োজন করা হয়। প্রতিবছর এই সময় ঘোড়ায় সওয়ার পিরের নতুন মূর্তি আনা হয়।’ গ্রামবাসীদের কাছে জানা গেল, প্রায় ছয় দশক আগে নাকি ময়নাগুড়ি থেকে ওই গ্রামে কয়েকজন রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ এসেছিলেন। তাঁরাই পিরের পুজো শুরু করেন। সেই চল এখনও রয়ে গিয়েছে। কয়েক বছর আগে পুরোনো পিরের মন্দির ভেঙে নতুন করে তৈরি করে কালীপুজো কমিটি। তখন মন্দির তৈরিতে সাহায্য করেছিলেন মতিউর রহমান নামে পাটকাপাড়ার এক ব্যবসায়ী।

এদিকে, মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে মূর্তিপুজোর প্রচলন না থাকলেও পাটকাপাড়ায় এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান সকলেই। এদিন ওই এলাকার বাসিন্দা তথা দক্ষিণ পাটকাপাড়ার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য নঈম মিয়াঁ বললেন, ‘আমরা মূর্তিপুজো করি না। ওইখানে পুজো আমরা আয়োজনও করি না। কালীপুজো কমিটির সদস্যরাই পুজোর আয়োজন করে। আমার দেখতে যাই। তবে এমন মেলবন্ধন সব জায়গায় দেখা যায় না। এটি সম্প্রীতির একটি বিশেষ নজির।’ এদিকে, পাটকাপাড়ার কালী মন্দিরে পুজো দিতে আসা অনেকের কাছেই পিরের ইতিহাস অজানা। কেন কালী মন্দিরের পাশেই পিরের মন্দির রয়েছে তাও বেশিরভাগ মানুষই জানেন না।

তবে শ্রদ্ধার সঙ্গে এত বছর ধরে তাঁরা পুজো দিয়ে আসছেন। এনিয়ে ওই গ্রামের তরুণ রবীন্দ্র রায় বলেন, ‘ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি কালীপুজোর দিন পিরের পুজোও হচ্ছে। এখনও তাই চলছে। আর কোথাও এভাবে পুজো হতে দেখিনি।’

উত্তর পাটকাপাড়ার বড় কালীবাড়িতে চলছে পুজো।

ভাঙা বাঁধ মেরামত শুরু

চালসা, ২১ অক্টোবর : সেচ বিভাগের তরফে ভাঙা বাঁধ মেরামতের কাজ শুরু হল। প্রবল বর্ষায় জলের স্রোতে ইনডং নদীর বাতাবাড়ি খড়পাড়া ও দক্ষিণ ধূপঝোরা এলাকায় খোঁচার বাঁধ ভেঙে যায়। বর্তমানে ওই দুই এলাকায় মাটির বস্তা ও বাঁশ দিয়ে বাঁধ মেরামতের কাজ চলছে। মাটিয়ালি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হোসেন হাবিবুল হাসানের কথায়, ‘বিভিন্ন এলাকায় নদীভাঙন হচ্ছে। বিষয়টি সেচ বিভাগকে জানানো হয়েছে। বেশ কয়েকটি জায়গায় ইতিমধ্যেই সেচ বিভাগ কাজ শুরু করেছে। বাকি কাজগুলি ধীরে ধীরে হবে।’

বাঁধ ভাঙায় দক্ষিণ ধূপঝোরা এলাকার কৃষিজমিতে জল যাচ্ছিল না। সেইজন্য স্থানীয় বাসিন্দারা ওই ভাঙা বাঁধ মেরামতের দাবিতে সোচ্চার হন। অবশেষে বাঁধ মেরামতের কাজ শুরু হওয়ায় তাঁরা খুশি। দক্ষিণ ধূপঝোরার মজিদুল আলমের কথায়, ‘খোঁচার বাঁধের জল ওই এলাকার অধিকাংশ চাষির একমাত্র ভরসা। বাঁধ মেরামতের ফলে এখন জমিতে জল যাবে।’

দোকানে হানা

প্রথম পাতার পর

পুরসভার স্যানিটারি অফিসার ও ফুড সেফটি ইনস্পেকটর অঞ্জন রায়। তিনি বলেন, ‘মেলাতে খাবারের দোকান বসে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু খাবারের মান যাতে বজায় থাকে সেদিকেই মূল নজর রাখা হচ্ছে। কোনও অবস্থাতেই নোংরা বা মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্য বিক্রি করতে দেওয়া হবে না।’

পুরসভা জানিয়েছে, পুজো উপলক্ষ্যে চলা এই অভিযান আগামী কয়েকদিনও চলবে, যাতে শহরের বাসিন্দা ও দর্শনার্থীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত থাকে। এদিন প্রথমে ধূপগুড়ি শহরের হাসপাতালপাড়ায় এক মিষ্টির দোকানে হানা দিয়ে প্রচুর মেয়াদ উত্তীর্ণ এবং বাসি মিষ্টি পেয়ে তা নষ্ট করেন টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা। এরপর ধূপগুড়ি ডাকবাংলো ময়দানে কালীপুজোর মেলায় হানা দেয় টাস্ক ফোর্স। মোট ৪৫টি দোকানে এদিন হানা দেন পুরসভা এবং পুলিশ আধিকারিকরা। মেলা চলাকালীন কোনও খাবারের স্টলে ফুড সেফটি লাইসেন্স ছাড়া কোনও সস বা অন্য সামগ্রী ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এদিন কোনও দোকান সিল বা শোকজ করা না হলেও বেশ কয়েকটি দোকানে চূড়ান্ত হুঁশিয়ারি দেন টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা। শহরের স্থায়ী দোকানগুলোর পাশাপাশি মেলা ও পথের পাশে বসা অস্থায়ী স্টলগুলিতে খাবার বিক্রি নিয়ে এরপর ব্যবসা বন্ধ করার নির্দেশিকাও দেন পুর আধিকারিকরা। কালীপুজো মানে এক অন্য আমেজ ধূপগুড়িতে। স্থানীয় এবং বহিরাগত বহু মানুষ সেখানে শামিল হন এবং খাবার খান। সেই খাবারের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠলে তা নিয়ে শহরবাসীর চিন্তা স্বাভাবিক। পুরসভা এনিয়ে পদক্ষেপ করায় খুশি শহরবাসী।

কালীপুজোর রাতে হাজার পাঁঠাবলি

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

২১ অক্টোবর : ঢাক বাজছে। যতই হাড়িকাঠের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পাঁঠাকে, ততই চিৎকার যেন বাড়ছে। তবে মুহূর্তের মধ্যে যেন সব শেষ। কয়েক সেকেন্ডের নীরবতা। মাথা একদিকে, দেহ আরেকদিকে। রক্তাক্ত মন্দির চত্বর। সোমবার রাত থেকে মঙ্গলবার ভোর পর্যন্ত আলিপুরদুয়ার জেলার বেশকিছু কালী মন্দিরে চলল পাঁঠাবলি। একেবারে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান মেনে বলি দেওয়া হয়। গোটা জেলার বিভিন্ন মন্দিরে রাতে অন্তত ১ হাজারের মতো পাঁঠাবলি দেওয়া হয়েছে। এইসঙ্গে বেশ কিছু পাঁঠা, পায়রা উৎসর্গ করে ছেড়েও দেওয়া হয়। মায়ের নামে এত পাঁঠাবলি দেওয়া নিয়ে অবশ্য উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন পশুপ্রেমীরা।

আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শতবর্ষ প্রাচীন শালকুমারহাটের কালীবাড়িতে মঙ্গলবার ভোর ৪টে থেকে সকাল ১১টা পর্যন্ত পাঁঠা, হাঁস, পায়রা মিলে প্রায় এক হাজার বলি হয়। উদ্যোক্তারা জানান, প্রায় ৫০০ পাঁঠা বলি হয়েছে। আর পায়রা, হাঁসের বলির সংখ্যা অন্তত ৫০০-র ওপরে। শালকুমারহাটের কালীবাড়িতে কার্জি পরিবারের কালীপুজো এখন সর্বজনীন। এবারের পুজো ১০৩তম। বলিও প্রথম থেকেই হচ্ছে। তবে পুজো কমিটির সম্পাদক শ্যামাপ্রসাদ কার্জির দাবি, ‘আগের তুলনায় এখন বলি কমেছে। ভক্তদের অনেকেই এখন পাঁঠা, পায়রা মায়ের নামে উৎসর্গ করে ছেড়ে দেন।’ এই বলির কাজে যুক্ত ছিলেন ১৫ জন তরুণ। অবিবাহিতদের ঘাতকের ভূমিকা পালন করতে হয়। এটাই নাকি নিয়ম। উনিশ বছর ধরে বলির সঙ্গে যুক্ত স্থানীয় পরিমল রায়ের কথায়, ‘বলি দেওয়ার সময় অন্য কিছু ভাবি না। কালী মায়ের নাম স্মরণ করি। শরীরে যেন অন্যরকম শক্তি চলে আসে।’ ছোট থেকেই এই বলিপ্রথা দেখে আসছেন স্থানীয় ষাটোর্ধ্ব ধীমান রায়। তিনি বলেন, ‘এটা দেখতে আমরা অভ্যস্ত। তাই ভয় লাগে না।’

শতবর্ষের ঐতিহ্য মেনে এবারও পাঁঠাবলি হল ফালাকাটার জংলা কালীবাড়িতে। সোমবার গভীর রাতে মায়ের মন্দিরের সামনেই বলি দেওয়ার আয়োজন করা হয়েছিল। এবার মোট ৯৯টি পাঁঠাবলি দেওয়া হয়েছে এখানে। এছাড়াও ৯টি পাঁঠা এবং ২০ জোড়া পায়রা জংলা কালীর নামে উৎসর্গ করে ছেড়ে দেওয়া হয়। ঐতিহ্যবাহী এই পুজো এবং বলি দেখতে রাতে প্রায় পঞ্চাশ হাজারের উপরে মানুষ মন্দির চত্বরে ভিড় করেছিলেন। ফালাকাটার জংলা কালীবাড়ি মন্দির কমিটির সম্পাদক অশোক সাহা বলেন, ‘ভক্তদের ইচ্ছে অনুসারেই এবার ৯৯টি পাঁঠাবলি দেওয়া হয়।’

শতবর্ষ প্রাচীন পাগলারহাট কালীবাড়ির পুজোয় বহুকাল ধরেই পাঁঠা ও পায়রা বলির চল রয়েছে। সেই পুরোনো রীতি রেওয়াজ মেনে এবারেও মনের ইচ্ছে পূরণে ভক্তরা সোমবার পুজোর রাতে এবং মঙ্গলবার সকালে মন্দিরের সামনে পাঁঠা উৎসর্গ করেছেন। কালীবাড়ি পুজো কমিটির সভাপতি অরবিন্দ দাস জানিয়েছেন, ১৯৮টি পাঁঠা ধর্মীয় আচার মেনে পুরোপুরি ভক্তদের ইচ্ছেতেই বলি দেওয়া হয়েছে।

আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শতাব্দীপ্রাচীন পাটকাপাড়া বড় কালীবাড়ি মন্দিরেও পাঁঠাবলি হয়। এদিন সকাল পর্যন্ত ওই মন্দিরেও ৭৫টি পাঁঠাবলি দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ১০০টি পাঁঠা ও কয়েকশো পায়রা উৎসর্গ করা হয়েছে। মন্দির কমিটির কোষাধ্যক্ষ জয়ন্তকুমার রায় বলেন, ‘বলিপ্রথা নিয়ে বিভিন্ন বিতর্ক থাকে। তবে এত বছরের পুরোনো নিয়মের সঙ্গে মানুষের আস্থা জড়িয়ে রয়েছে। তাই সেটা চলে আসছে।’ চিলাপাতার কালী মন্দিরেও বলি হয়। সোমবার রাতে সেখানে ২১টি পাঁঠাবলি হয়েছে।

তবে সব মন্দিরেই দিনে দিনে বলির সংখ্যা কমতে থাকায় স্বস্তি পাচ্ছেন পশুপ্রেমীরা। আলিপুরদুয়ারের পশুপ্রেমী কৌশিক দে বলেন, ‘কোনও ধর্মগ্রন্থেই বলিপ্রথার কথা লেখা নেই। তবুও মানুষ নানা কারণ উত্থাপন করে পশুদের বলি দেয়। নিরীহ জীবদের বলির বিষয়টি নিয়ে সবার ভাবা দরকার।’ ফালাকাটার পশুপ্রেমী সংস্থার সদস্য রোহন রায়ের কথায়, ‘আধুনিক সমাজে পশুবলি তুলে দেওয়াই দরকার।’

ফালাকাটার জংলা কালীবাড়িতে ভিড়।

পার্টি অফিসে আসেন না

প্রথম পাতার পর

জেলা নেতারাই নিজেরাই নিয়মিত জলপাইগুড়ি জেলা পার্টি অফিসে আসেন না। শহরকেন্দ্রিক কয়েকজন মণ্ডল সভাপতিকেই মূলত জেলা পার্টি অফিসে দেখা যায়। জেলা নেতৃত্ব না আসায় সংগঠন নিয়ে দলের অভ্যন্তরে আলোচনাও এখন আর ঠিকঠাক হয় না।

কালীপুজোর রাতে জেলা পার্টি অফিসের বাইরে এক পুরোনো বিজেপি কর্মী বলেন, ‘সামনে বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে। রাজ্য সভাপতি পুজোর সময় এসে নেতা-কর্মীদের বার্তা দিয়েছিলেন, উৎসবকে হাতিয়ার করে জনসংযোগ বাড়াতে হবে। অথচ এই বিষয়ে জেলার নেতাদের আমরা কোনও উদ্যোগ দেখছি না। এখন জেলার যা কর্মকাণ্ড সমস্তটাই ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি আর মেখলিগঞ্জ কেন্দ্রিক হচ্ছে।’

এসআইআর নিয়ে রাজ্যের তরফে দলের বুথ লেভেল এজেন্টদের (বিএলএ) একাধিকবার প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু তা নিয়ে জেলা স্তরে দলের অভ্যন্তরে সেভাবে কোনও আলোচনা হয় না বলে অভিযোগ। বিক্ষুব্ধ বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন জেলা সহ সভাপতি অলোক চক্রবর্তী বলেন, ‘আমার প্রথমে ধারণা ছিল সংগঠনকে মজবুত করতে হয়তো নতুন জেলা সভাপতি উদ্যোগী হবেন। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে আমার সেই ধারণা মিথ্যে প্রমাণ হচ্ছে। কারণ জেলা সভাপতি ময়নাগুড়ি এবং ধূপগুড়ি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। ডিবিসি রোডের জেলা কার্যালয় এখন শুধুমাত্র নামেই পরিচিত। সেখানে জেলা সভাপতির দেখা পাওয়া যায় না। শহরকেন্দ্রিক মণ্ডল সভাপতিরাই কার্যালয় পরিচালনা করেন। এভাবে চলতে থাকলে সংগঠন ক্রমেই দুর্বল হবে। যার প্রভাব গিয়ে পড়বে বিধানসভা নির্বাচনে।’

‘ফিট ইন্ডিয়া’

বহরমপুর, ২১ অক্টোবর : সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর একাধিক ব্যাটালিয়নের উদ্যোগে মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদ শহরে ‘ফিট ইন্ডিয়া’ কর্মসূচি পালিত হয়। হাজারদুয়ারি থেকে রৌশনবাগ পর্যন্ত ফিট ইন্ডিয়া ফ্রিডম রান ৬.০ কর্মসূচিতে সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর সেক্টর সদর দপ্তর বহরমপুর সহ ১১, ৭৩ ও ১৪৬ ব্যাটালিয়নের জওয়ান ও আধিকারিক সহ প্রচুর সংখ্যক সাধারণ মানুষ অংশ নেন। উপস্থিত ছিলেন অনিল টিগ্গা (কমান্ডান্ট), অনন্তরাম শর্মা প্রমুখ। অনিল বলেন, ‘জওয়ানদের মতোই দেশের সাধারণ মানুষেরও শারীরিকভাবে ফিট থাকা অত্যন্ত জরুরি।’

বিষাক্ত বাতাসে হাঁসফাঁস

প্রথম পাতার পর

কোথাও হলেও তা এতই সামান্য যে, লাগাম পরেনি শব্দবাজি পোড়ানোয়। ফলে একের উচ্ছ্বাসের খেসারত দিতে হয়েছে অন্য মানুষ এমনকি প্রাণীদেরও।

শুধু শিলিগুড়ি নয়, উত্তরবঙ্গের কমবেশি সব শহরের বাতাসের এখন বিপজ্জনক অবস্থা। অক্সিজেনের বদলে বিষাক্ত বাতাস ঢুকছে মানুষ ও প্রাণীর শরীরে। মঙ্গলবার দুপুরে মালদার আঞ্চলিক পরিবেশ দপ্তরের বোর্ডে একিউআইয়ের মাত্রা দেখায় ১৫৮। সোমবার গভীর রাতে যা ছিল ২১২-তে। শব্দ দূষণের মাত্রা পৌঁছে গিয়েছিল ১৫০-র কাছাকাছি।

পরিবেশ উচ্ছন্নে গেলেও চুপ পরিবেশ দপ্তরের কর্তারা। তাঁদের সাফাই, ‘ডিসপ্লে বোর্ডে সব দেওয়া রয়েছে।’ শব্দবাজির তাণ্ডব পুলিশ ও প্রশাসনের ব্যর্থতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। মালদা শহরের প্রবীণ বাসিন্দা তপন হালদারের হৃদযন্ত্রে সমস্যা আছে। তিনি বলেন, ‘সোমবার রাতে যে হারে বাজি ফেটেছে, তাতে ভয়ে ছিলাম। কিন্তু কী করছিল পুলিশ? তাহলে সবুজ বাজির বাজার বসিয়ে লাভ কী?’

অথচ পরিস্থিতি কতটা ভয়ংকর, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজের সুপার কল্যাণ খান। তাঁর কথায়, ‘যাঁদের আগে সমস্যা ছিল না, তাঁরা নতুন করে সমস্যায় পড়তে পারেন। শিশু এবং বয়স্করা সবথেকে আশঙ্কাজনক বয়সসীমায় রয়েছেন। হার্ট এবং ফুসফুসের সমস্যা ছাড়াও বাজির অতিরিক্ত শব্দে কানের পর্দা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।’

মেডিকেল সুপারের বক্তব্য, বাজি ফাটলে যে ধোঁয়া তৈরি হয়, তাতে ভাসমান বিভিন্ন ধরনের বিষাক্ত রাসায়নিক উপাদান বিভিন্ন ধরনের পালমোনারি এবং রেসপিরেটরি সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জলপাইগুড়িতে রাতভর বাজির তাণ্ডবের কারণে মঙ্গলবার ভোর ৫টাতেও একিউআই ১৮২-তে উঠে গিয়েছিল। তুলনামূলকভাবে অন্য দূষণের উৎস কম থাকলেও কোচবিহার থেকে বালুরঘাট পর্যন্ত এই বিষাক্ত বাতাস থেকে রেহাই পাচ্ছে না।

কোচবিহারে সোমবার রাত ১২টায় একিউআইয়ের পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ ১৮৪। আলিপুরদুয়ারে একই সময়ে একই মাত্রায় ছিল একিউআই। রায়গঞ্জে ওই সময় একিউআই ওঠে ১৬৭ পর্যন্ত। বালুরঘাটে রাত ২টোয় সর্বোচ্চ বায়ু দূষণ। একিউআইয়ের হিসাবে ১৬৭। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে কালীপুজোর রাতে শব্দবাজি পোড়ানোর সময়সীমা ছিল রাত আটটা থেকে দশটা। কিন্তু রাত যত গড়িয়েছে, তত রোজ বেড়েছে শব্দবাজির তাণ্ডব। বিকট শব্দে কান ঝালাপালা হওয়ার জোগাড়। বাতাসে দূষণ ছড়িয়েছে অতিমাত্রায়।

রায়গঞ্জের পরিবেশকর্মী গৌতম তান্তিয়ার কথায়, শব্দবাজি ভালো পরিমাণে ফেটেছে। মালদার শিক্ষক অভিযান সেনগুপ্ত বলেন, মালদা শহরের বাতাসে অনেকদিন থেকে দূষণের মাত্রা স্বাভাবিকের থেকে অনেক বেশি। শ্বাসকষ্ট, অ্যালার্জিতে ইনহেলারের ব্যবহার বেড়েছে। বালুরঘাটের পরিবেশপ্রেমী বিশ্বজিৎ বসাক বলেন, পাখি, গৃহপালিত ও পথপশুদের ওপরেও প্রভাব পড়েছে।

শিলিগুড়ি শহরে যেখানে শুক্র, শনিবার এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ১৩০ থেকে ১৪০-এর আশপাশে ঘোরাঘুরি করেছিল, সেখানে কালীপুজোর দিনে ২০০ পার হয়ে যায়। মঙ্গলবার সকালেও ভোর পাঁচটায় যা ১৮০-র কাছাকাছি ছিল। আলিপুরদুয়ার শহরে শব্দবাজি বিক্রিতে কোনও নিয়ন্ত্রণই ছিল না বলে অভিযোগ। আলিপুরদুয়ার প্রবীণ নাগরিক সংস্থার সম্পাদক কৃষ্ণকান্ত দাস বলেন, ‘প্রশাসন যেমন বাজি পোড়ানো বন্ধ করেনি, তেমন মানুষও সচেতন নয়।’

আলিপুরদুয়ার নেচার ক্লাবের সম্পাদক ত্রিদিবেশ তালুকদার জানান, শব্দবাজি ফাটায় পথকুকুরদের ভীত দেখা গিয়েছে। পাখিদেরও সমস্যা হয়েছে। পরিস্থিতি এমন যে, জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের মেডিসিন বিভাগের সিনিয়ার চিকিৎসক সুদীপন মিত্রের পরামর্শ, ‘খুব প্রয়োজন ছাড়া বাড়ি থেকে বের না হওয়াই ভালো।’ কোচবিহারের পরিবেশপ্রেমী সংস্থা পর্যাবরণ সংরক্ষণের আহ্বায়ক বিনয় দাসের বক্তব্য, ‘পরিবেশের কথা মাথায় রেখে বাজি থেকে দূরে থাকাই ভালো।’

ভালো তো বটে, শুনছে কে? আরেক পরিবেশপ্রেমী সংস্থা ন্যাস গ্রুপের সম্পাদক অরূপ গুহের আক্ষেপ, ‘প্রতিবারই ভাবি, এবার বুঝি বাজির দাপট থেকে মুক্তি পাব। বাস্তবে তা আর হয় না। বাজির জন্য পরিবেশের দূষণের মাত্রা বিপজ্জনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।’

আলোর উৎসবে

প্রদীপ জ্বালানোর প্রস্তুতিতে ইশান্ত শর্মা।

বান্ধবী মাহিকা শর্মার সঙ্গে হার্দিক পান্ডিয়া।

স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে দীপাবলি পালন করলেন লিটন দাস।

বোন কোমলের সঙ্গে প্রদীপ দিয়ে বাড়ি সাজাতে চলেছেন অভিষেক শর্মা।

স্ত্রী সোনম ও পুত্র ধ্রুবকে নিয়ে সুনীল ছেত্রী।

সামনে আজ ফেলিক্স, সাদিওর আল নাসের

নজর কাড়তে চায় এফসি গোয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ অক্টোবর : ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো না আসার হতাশা গোয়ার সর্বত্র। তবে এফসি গোয়ার অবশ্য আপাতত পাখির চোখ আল নাসের ম্যাচ।

গ্রুপ 'ডি'-র সেরা দল নিশ্চিতভাবেই সৌদির এই ক্লাব। তাদের বিপক্ষে ঘরের মাঠে অন্তত ড্র করতে পারলেও তা বড় সাফল্য বলে ধরা হবে। আর তাই মানোলো মার্কুয়েজ রোকা বলেই দিচ্ছেন, 'আল নাসেরের মতো দলের বিপক্ষে খেলা কখনোই আর পাঁচটা সাধারণ ম্যাচের মতো হতে পারে না। তবু আমরা জয়ের মানসিকতা নিয়েই মাঠে নামব। না পারলে অন্তত ড্র তো করতেই হবে।' সেরা দল বিপক্ষে ঘরের মাঠে ভালো কিছু করতে তৈরি এফসি গোয়া। আগের দুই ম্যাচেও হার। প্রথমে ঘরের মাঠে আল জাওরার কাছে ২-০ গোলের পর দুসানবেতে গিয়ে এফসি ইস্তিকললের বিপক্ষেও একই ফলে হার মানেন সন্দেশ ঝিংগান-জাভিয়ের সিভেরিওরা। এবার ম্যাচ এশিয়ার অন্যতম হাই প্রোফাইল দলের বিপক্ষে। যাদের দলে শুধু বিশ্বের প্রথম দুই সেরার একজনেরই উপস্থিতি নেই। তবে আছেন সাদিও মানে, জোয়াও ফেলিক্স, অ্যাঞ্জেলো গ্যাব্রিয়েল, ইনিগো মার্টিনেজরা। দলের কোচ পর্তুগিজ জোরগে জেসুস। শুধুমাত্র রোনাল্ডো ছাড়া দলের সঙ্গে বাকি সব তারকাই এসেছেন গোয়ায়। ফলে রোনাল্ডোকে না দেখতে পেলেও চোখ ভরে বিশ্বের আরও তাবড় তারকাদের দেখার সুযোগ থাকছে গোয়ার কাছে। একইসঙ্গে উদান্তা সিং, দেজান দ্রাজিকরাও চাইবেন এইসব তারকাদের সামনে নিজেদের সেরাটা মেলে ধরে নজর কাড়তে।

গতকাল রাতে আল নাসের দল অবশ্য গোয়ায় নামার আগে বিমান বিভ্রাটে পড়ে। আবহাওয়া খারাপ থাকায় মাঝ আকাশে অন্তত বার পাঁচেক চক্কর কাটতে হয় তাদের। মাঠে সাদিও মানেদের জন্য এরকম কোনও বিপজ্জনক পরিস্থিতি মানোলোর ছেলেরা তৈরি করতে পারেন কি না, সেদিকেই এখন তাকিয়ে সারা ভারত। কারণ টুর্নামেন্ট থেকে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে আর নামতে না দেওয়ার কথা ঘোষণা করার পর এএফসি-র এই টুর্নামেন্টে গোয়াই এখন ভারতের পতাকা বাহক। যেখানে গ্রুপ শীর্ষে থাকা দলের বিপক্ষে এক পয়েন্টও এদেশের ফুটবলের সম্মান কিছুটা ফেরাতে পারে।

এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ে আজ

এফসি গোয়া বনাম আল নাসের

সময় : সন্ধ্যা ৭.১৫ মিনিট
স্থান : বাম্বোলিম
সম্প্রচার : ফ্যানকোড অ্যাপ

গোয়ায় পৌঁছে গেলেন আল নাসেরের সাদিও মানে।

এক ঘণ্টা ব্যাটিং অনুশীলনে ডুবে অভিমন্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ অক্টোবর : উৎসবের মরশুম প্রায় শেষ। কিন্তু উৎসবের রেশ এখনও ভালোরকম রয়েছে কলকাতায়।

তার মধ্যেই আজ আগামীর লক্ষ্যে অনুশীলন শুরু করে দিল বাংলা দল। সকালের ইডেন গার্ডেন্সে মহম্মদ সামি, আকাশ দীপদের অনুপস্থিতিতে শুরু হল গুজরাট ম্যাচের অনুশীলন। শনিবার ইডেনে শুরু হতে চলেছে গুজরাটের বিরুদ্ধে ম্যাচ। সেই ম্যাচে নতুনভাবে শুরু করতে চাইছে টিম বাংলা। লক্ষ্যপূরণে আজ কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার নজরদারিতে ইডেনের অনুশীলন উইকেটে এক ঘণ্টা ব্যাটিং চর্চা সারলেন অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ। উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচের প্রথম ইনিংসে রান পাননি। দ্বিতীয় ইনিংসে দলের জয়ে ব্যাট হাতে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন। ফিরেছিলেন পরিচিত ছন্দে।

সেই ছন্দকে আরও ধারালো করে তোলার জন্য সকালের ইডেনে অভিমন্যুকে দেখা গেল সিরিয়াস ব্যাটিং চর্চায়। কালীপুজো ও দীপাবলির কারণে শেষ দুইদিন অনুশীলন বন্ধ ছিল বাংলার। বুধবারও দলের অনুশীলনে ছুটি দেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবারের মধ্যে কলকাতায় পৌঁছে যাচ্ছেন মহম্মদ সামি ও আকাশ দীপ। ফলে বৃহস্পতিবারের অনুশীলনে পুরো দলকেই পাবে বাংলা। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'উত্তরাখণ্ড ম্যাচের শুরুটা হয়তো আমাদের ভালো হয়নি। তবে সময়ের সঙ্গে ম্যাচের দখল নিয়েছিলাম আমরা। শেষ ম্যাচের ভুলগুলি দ্রুত শুধরে নিতে হবে আমাদের।'

এদিকে, বাংলা দলের ফিজিও আদিত্য দাস আজ আচমকাই পদত্যাগ করেছেন। সিএবি সভাপতির কাছে তাঁর ইস্তফাপত্র পাঠিয়েও দিয়েছেন তিনি। নতুন ফিজিওর খোঁজও শুরু হয়ে গিয়েছে বঙ্গ ক্রিকেটে।

ভারত 'এ' দলের অধিনায়ক ঋষভ

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : ২৭ জুলাইয়ের পর ৩০ অক্টোবর। ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য সুখবর। ফিট হয়ে মাঠে ফিরতে চলেছেন ঋষভ পন্থ। ভারতীয় 'এ' দলকে নেতৃত্বও দেবেন তিনি। শুধু তাই নয়, দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ' দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলে ঋষভকে অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া থেকে স্পষ্ট, ১৪ নভেম্বর থেকে ইডেন গার্ডেন্সে শুরু হতে চলা দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দুই টেস্টের সিরিজের দলেও ফিরতে চলেছেন পন্থ। টিম ইন্ডিয়ার উইকেটকিপার-ব্যাটারের ডেপুটির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বি সাই সুদর্শনকে।

ম্যাঞ্চেস্টারে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের চতুর্থ টেস্টে চোট পেয়েছিলেন ঋষভ। ক্রিস ওকসের বলে পায়ের পাতার হাড় ভেঙেছিল তাঁর। মাঝের সময়ে ক্রিকেট থেকে দূরে ছিলেন। চোট সারিয়ে এখন ঋষভ ফিট। দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ' দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় 'এ' দলে প্রত্যাবর্তনের মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে জাতীয় নির্বাচকদের ভাবনা।

দিওয়ালির রাতে মা ও বোনের সঙ্গে ঋষভ পন্থ।

দলে নেই সামি

যদিও ঋষভ ফিরলেও ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে মহম্মদ সামির কথা ভাবাই হয়নি। জাতীয় নির্বাচক কমিটি সূত্রের খবর, মঙ্গলবার দল নির্বাচনের সময় সামির নাম নিয়ে আলোচনাও হয়নি। বাংলার হয়ে উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে রনজি ট্রফির প্রথম ম্যাচেই সাত উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছিলেন সামি। অথচ, তাঁর নাম দল নির্বাচনের সময় বিবেচনাই হয়নি।

সামির নাম নিয়ে আলোচনা না হলেও দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ' দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় 'এ' দলে বাংলা থেকে সুয়োগ পেয়েছেন আকাশ দীপ ও অভিমন্যু ঈশ্বরণ। তাঁদের দ্বিতীয় ম্যাচের দলে রাখা হয়েছে। ৬ নভেম্বর থেকে বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে শুরু হতে চলা এই ম্যাচের দলে থাকায় বাংলার হয়ে গুজরাটের বিরুদ্ধে রনজি খেলতে সমস্যা হবে না অভিমন্যু-আকাশদের। ঋষভকে ভারতীয় 'এ' দলের অধিনায়ক করার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে ক্রিকেট সমাজ। মনে করা হচ্ছে, ১৪ নভেম্বর ইডেনে ঋষভের আন্তর্জাতিক প্রত্যাবর্তন এখন সময়ের অপেক্ষা।

প্রথম ম্যাচে ভারত 'এ' দল ঃ ঋষভ পন্থ (অধিনায়ক), বি সাই সুদর্শন (সহ অধিনায়ক), আয়ুষ মাত্রে, নারায়ণ জগদীশান, দেবদত্ত পাডিক্কাল, রজত পাতিদার, হর্ষ দুবে, তনুষ কোটিয়ান, মানব সুথার, অংশুল কম্বোজ, যশ ঠাকুর, আয়ুষ বাদোনি ও সারাংশ জৈন।

দ্বিতীয় ম্যাচে ভারত 'এ' দল ঃ ঋষভ পন্থ (অধিনায়ক), বি সাই সুদর্শন (সহ অধিনায়ক), লোকেশ রাহুল, ধ্রুব জুরেল, দেবদত্ত পাডিক্কাল, রুতুরাজ গায়কোয়াড়, হর্ষ দুবে, তনুষ কোটিয়ান, মানব সুথার, খলিল আহমেদ, গুরনুর ব্রার, অভিমন্যু ঈশ্বরণ, আকাশ দীপ, প্রসিধ কৃষ্ণা ও মহম্মদ সিরাজ।

গিলের ভয়েস কল সন্দীপকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ অক্টোবর : ডুরান্ড কাপে তাঁকে বাড়তি অনুশীলন করানোয় কাঁধে হালকা চোট পান, এমনই অভিযোগ প্রভসুখান সিং গিল করেছেন বলে শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল গোলকিপার নিজেই সন্দীপ নন্দীকে ভয়েস কলে জানান, এই ধরনের কিছু তিনি বলেননি। তিনি না বললেও সন্দীপের অভিযোগকে পাত্তা দিচ্ছেন না ইমামির অন্যতম কর্ণধার আদিত্য আগরওয়াল। তিনি জানিয়ে দেন, সমস্যা থাকলে সন্দীপের আগেই বলা উচিত ছিল। যা অবস্থা তাতে এখনই এই বিতর্কের অবসান হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই বলেই মনে হচ্ছে।

সুপার ওভারে জয় হোপদের

মিরপুর, ২১ অক্টোবর : সুপার ওভারে ১ রানে জিতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে সমতা ফেরাল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। নির্ধারিত ৫০ ওভারে প্রথমে বাংলাদেশ ৭ উইকেটে ২১৩ রান করে। জবাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ নিয়মিত উইকেট হারিয়েও ২১৩/৯ স্কোরে পৌঁছায়। নেপথ্যে অধিনায়ক শাই হোপের অপরাজিত ৫৩ রান। খেলা সুপার ওভারে গড়ালে ক্যারিবিয়ানরা ১ উইকেটে ১০ রান তোলে। এরপর বাংলাদেশ ১ উইকেট ৯ রানে আটকে যায়।

গোয়ায় প্রস্তুতি শুরু ইস্টবেঙ্গলের

বাম্বোলিমের সম্প্রচার সমস্যা মেটাতে উদ্যোগী এআইএফএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ অক্টোবর : আইএফএ শিল্ডের ব্যর্থতা ভুলে সুপার কাপে মনোযোগী ইস্টবেঙ্গল শিবির।

সোমবার দীপাবলির দিনই গোয়া পৌঁছায় অস্কার ব্রুজোঁ এবং তাঁর দল। সেখানে যাওয়ার পর সন্দীপ নন্দীর সঙ্গে বাদানুবাদ এবং গোলকিপিং কোচের ফিরে আসা নিয়ে দলের অন্দরে অশান্তির বাতাবরণ তৈরি হওয়াই এখন চিন্তার কারণ টিম ম্যানেজমেন্টের। সেখান থেকে খেলায় ফোকাস ফেরাতে এদিন থেকেই পূর্ণোদ্যমে প্রস্তুতি শুরু করে দিল লাল-হলুদ শিবির। সোমবার পৌঁছানোর পর বিকেলে সমুদ্রসৈকতে হালকা গা-ঘামানো ছাড়া আর কিছু করাননি অস্কার। দল উঠেছে নর্থ গোয়ার বাগা সৈকতের কাছের এক হোটেলে। এদিন সেখান থেকে ডাবোলিমের বিমানবন্দরের কাছাকাছি একটি মাঠ তাদের দেওয়া হয় অনুশীলনের জন্য। সেখানেই সুপার কাপের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন লালচুংনুঙ্গা-সাউল ক্রেসপোরা। তবে অস্কার-সন্দীপ ঝামেলায় খানিকটা হলেও মানসিকভাবে চাপে ফুটবলাররা। তবে এই নিয়ে অস্কার এখনই প্রকাশ্যে কিছু বলতে নারাজ। তিনি ঘনিষ্ঠ মহলে বলেছেন, তাঁর যা বলার ম্যাচের আগে সাংবাদিক সম্মেলনেই বলবেন। তবে সন্দীপ যেভাবে তাঁকে একতরফা বলে গিয়েছেন, তাতে বিরক্ত এই স্প্যানিশ কোচ। তাঁকে অনুশীলন করাতে দেওয়া হত না বলে যে অভিযোগ সদ্য প্রাক্তন গোলকিপিং কোচ করেছেন, তা আদৌ সত্যি নয় বলে দলের অন্দরেরই অনেকের বক্তব্য। অস্কার নাকি সন্দীপকে ৪০-৪৫ মিনিট আগে এসে গোলকিপারদের অনুশীলন করাতে বলতেন। যা শুনতেন না এই বাঙালি কোচ। তবু এখনই এসব নিয়ে কাদা ছোড়াছুড়িতে যেতে নারাজ বলেই দ্রুত তাঁর সঙ্গে সোনালি করমর্দন সেরে ফেলেছে ম্যানেজমেন্ট। কোচ সহ সবারই এখন ফোকাস সুপার কাপে।

এদিকে, সমর্থকদের ক্ষোভের কারণে বাম্বোলিমের জিএমসি স্টেডিয়ামের সম্প্রসারণ সমস্যা মেটাতে উদ্যোগী অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। মূলত স্পোর্টস ১৮-এর সুপার কাপের ম্যাচ দেখানোর কথা। কিন্তু শুরুতেই সমস্যা তৈরি হয় বাম্বোলিমের ম্যাচ নিয়ে। জানা যায়, ওই ম্যাচ দেখাতে পারবে না সম্প্রচারকারী সংস্থা। যা নিয়ে ঝামেলা শুরু হয়। বিশেষ করে যে সব ক্লাবের ম্যাচ জিএমসি-তে, তাদের সমর্থকরা ক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। এই মাঠেই প্রথম দুই ম্যাচ খেলতে হবে ইস্টবেঙ্গলকে। তবে সমর্থকদের ক্ষোভ আঁচ করেই শেষপর্যন্ত নড়েচড়ে বসেন এআইএফএফ কর্তারা। যা খবর তাতে আশা করা হচ্ছে, সমস্যা হয়তো মিটে যেতেও পারে।

সুপার কাপ খেলতে গোয়ায় সাউল ক্রেসপো ও হিরোশি ইবুসুকি।

মহারাজের ৭ উইকেট

রাওয়ালপিন্ডি, ২১ অক্টোবর : ৩১৬/৫ থেকে ৩৩৩ রানে প্রথম ইনিংসে অল আউট পাকিস্তান। ১৭ রানে শেষ ৫ উইকেট তুলে নিয়ে কেশব মহারাজ দ্বিতীয় টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকাকে লড়াইয়ে ফেরালেন। দ্বিতীয় দিনের শুরুটা গতকালের দুই অপরাজিত পাক ব্যাটার সাউদ শাকিল (৬৬) ও সলমন আলি আঘা (৪৫) সাবধানে করেছিলেন। তারপরও বাঁহাতি স্পিনে ১০২ রানে ৭ উইকেট শিকারের মাধ্যমে মহারাজ পাকিস্তানের ইনিংসকে লম্বা করার সুযোগ দেননি। একইসঙ্গে রাওয়ালপিন্ডিতে অতিথি দেশের প্রথম স্পিনার হিসেবে ৭ উইকেট নেওয়ার নজির গড়ে ফেলেছেন তিনি। জবাবে দক্ষিণ আফ্রিকা ৫৪ রানে দুই ওপেনার রায়ান রিকেলটন (১৪) ও আইডেন মার্করামকে (৩২) হারিয়ে সমস্যায় পড়ে গিয়েছিল। সেখান থেকেই পালটা প্রতিরোধে ট্রিস্টান স্টাবস (অপরাজিত ৬৮) ও টনি ডি জর্জি (৫৫) প্রোটিয়াদের ১৬৭ রানে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তবে শেষবেলায় জর্জি ও ডিওয়াল্ড ব্রেভিসকে (০) হারিয়ে প্রথম ইনিংস ১৮৫/৪ স্কোরে দাঁড়িয়ে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা।

নতুন ওডিআই অধিনায়ক হওয়ার পরদিন শাহিন শা আফ্রিদির ঝুলিতে ১ উইকেট।

বেটিং অ্যাপের প্রচারে না, ছাঁটাই রিজওয়ান

লাহোর, ২১ অক্টোবর : ১৫ নভেম্বর, ২০২৩- বাবর আজমকে সরিয়ে পাকিস্তানের টেস্ট অধিনায়ক হন শান মাসুদ। ৪ মার্চ, ২০২৫- মহম্মদ রিজওয়ানের বদলে টি২০-র নেতৃত্বে আসেন সলমন আলি আঘা। ২০ অক্টোবর, ২০২৫-রিজওয়ানের জায়গায় ওডিআই দলের অধিনায়ক হলেন শাহিন শা আফ্রিদি। ফলে গত দুই বছর ধরে পাকিস্তান ক্রিকেটে নেতৃত্ব বদলের হাস্যকর মিউজিক্যাল চেয়ার অব্যাহত। এরমধ্যেই রিজওয়ানকে ছাঁটাইয়ের কারণ সামনে এসেছে। যা ক্রিকেটবোদ্ধাদের চোখ কপালে তোলার জন্য যথেষ্ট।

গত কয়েকদিন ধরেই শোনা গিয়েছিল, ওডিআইয়ের নেতৃত্ব হারাতে পারেন উইকেটকিপার-ব্যাটার রিজওয়ান। সোমবার রাতের দিকে কোচ মাইক হেসনের সঙ্গে আলোচনার পর তাতে সিলমোহর দেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) প্রধান মহসিন নকভি। তারপরই পিসিবি-র একটি সূত্র বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে দাবি করেছে, বেটিং অ্যাপের প্রচার করতে চাননি রিজওয়ান। যার জন্যই তাঁকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে শাহিনকে অধিনায়ক করা হয়। পিসিবি-র সূত্রটি বলেছে, 'রিজওয়ানের অধিনায়কত্ব হারানোর পিছনে কোনও ক্রিকেটীয় কারণ নেই। রিজওয়ান বেটিং অ্যাপের প্রচার করতে চায়নি। বেটিং সংস্থার সঙ্গে পিসিবি-র চুক্তির বিরুদ্ধে ছিল রিজওয়ান। সেইজন্যই ওকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

চলতি বছরের শুরুতে ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস প্যাট্রিয়টসের হয়ে খেলার সময়ও রিজওয়ান দলের জার্সি পরতে অস্বীকার করেছিলেন। কারণ তাতে এক বেটিং ফার্মের লোগো দেওয়া ছিল। রিজওয়ানকে ওডিআই নেতৃত্ব থেকে সরানোর পিছনে অন্য একটি কারণ খুঁজে পেয়েছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক রশিদ লতিফ। পিসিবি-র সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ লতিফ বলেছেন, 'রিজওয়ান ইজরায়েলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে প্যালেস্টাইনের সপক্ষে জনসমক্ষে মন্তব্য করেছিল। এটাই কি ওর নেতৃত্ব হারানোর কারণ? রিজওয়ানকে নেতৃত্ব থেকে সরানোর সিদ্ধান্ত হেসনের। উনি ড্রেসিংরুমে ধর্মীয় সংস্কৃতি পছন্দ করেন না। আমরা কেউই পছন্দ করি না। কিন্তু সেটা হেসন সরাসরি রিজওয়ানকে ডেকে বলতে পারতেন। ওকে এভাবে নেতৃত্ব থেকে সরানোর যুক্তি বোধগম্য হচ্ছে না।'

নেটে চনমনে হিটম্যান, এক ঘণ্টা অনুশীলন কোহলির

পরপর তিন নেটে ব্যাট করলেন বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা ও শুভমান গিল। অ্যাডিলেডে মঙ্গলবার।

‘ঘরোয়া ক্রিকেট খেলুক রোকো’

দুই ভারতীয় মহাতারকাকে বার্তা অশ্বীনের

অ্যাডিলেড, ২১ অক্টোবর : প্রত্যাবর্তন সুখের হয়নি। পারথের একদিনের ম্যাচে ব্যর্থতার পর তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়েও জল্পনা আরও জোরদার হয়েছে।

সঙ্গে চলছে সমালোচনাও। এমন অবস্থার মধ্যে মঙ্গলবার অ্যাডিলেডে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনে ‘রোকো’ জুটিকে দারুণ মেজাজে দেখা গিয়েছে। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক হিটম্যান আজ দুপুরের অ্যাডিলেড ওভালের মাঠে সবার আগে অনুশীলনে হাজির হয়েছিলেন। কিছু পরে বাকি সতীর্থদের সঙ্গে মাঠে হাজির হন বিরাট। দুইজনকেই পাশাপাশি নেটে দীর্ঘসময় ব্যাটিং সাধনা করতে দেখা গিয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার বাইশ গজের বাড়তি বাউন্সের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার পাশে নিজেদের ব্যাটিং স্ট্র্যাটেজি নিয়েও আজ কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে আলোচনা করেছেন ‘রোকো’ জুটি। পারথের প্রথম একদিনের ম্যাচে অধিনায়ক শুভমান গিলও রান পাননি। ‘রোকো’-র ঠিক পাশের নেটে গিলও আজ দীর্ঘসময় ব্যাটিং অনুশীলন করেছেন।

কথায় বলে, মেজাজটাই আসল রাজা। আর মেজাজের দিক থেকে অ্যাডিলেডে আজ কোহলিকে দেখে মনে হয়েছে, তিনি সত্যিই কিং। ভারতীয় দলের নেটে আজ চুটিয়ে ব্যাটিং অনুশীলন সেরেছেন। এক ঘণ্টা ব্যাটিং করেছেন। বাড়তি বাউন্সের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার পাশে নানারকম শট খেলতেও দেখা গিয়েছে বিরাটকে। রোহিতও আজকের অনুশীলনে বারবার নজর কেড়েছেন। তাঁর ব্যাটিং দেখে মনে হয়েছে, অতীতের ছন্দ দ্রুত ফিরে পেতে চাইছেন হিটম্যান। প্রশ্ন হল, ২২৪ দিন পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নেমে দ্রুত কি ছন্দ ফিরে পাওয়া যায়? তাও আবার দেশ থেকে বহুদূরে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে?

প্রশ্নের জবাবে বিতর্ক চলবে। চলারই কথা। বৃহস্পতিবার অ্যাডিলেডে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজের দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে টিম ইন্ডিয়া হেরে গেলে সিরিজও খোয়াতে হবে। এমন অবস্থায় ‘রোকো’ জুটি কীভাবে অ্যাডিলেডের একদিনের ম্যাচে নিজেদের মেলে ধরবেন, ব্যাটে রান পাবেন কি না, চলছে জল্পনা। তার মধ্যে আজ রোহিত-বিরাটের একসময়ের সতীর্থ, টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন অফস্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বীন তাঁর ইউটিউব চ্যানেলে ভারতীয় ক্রিকেটের দুই মহাতারকাকে দিয়েছেন পরামর্শ। ‘রোকো’ জুটিকে আরও বেশি অনুশীলনের পাশে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার পরামর্শও দিয়েছেন অশ্বীন। অশ্বীনের মনে হচ্ছে, কোনও ক্রিকেটারের বয়স হয়ে গেলে তাঁকে আরও বেশি পরিশ্রম, অনুশীলন করতে হয়। প্রাক্তন ভারতীয় অফস্পিনারের কথায়, ‘ফর্মে থাকতে হলে পরিশ্রমের কোনও বিকল্প নেই। আমার বিশ্বাস, সময়ের সঙ্গে পরিশ্রমের ধরনও বদলে যায়। তাই রোহিত, কোহলিকে সময়ের সঙ্গে তাল মেলানোর জন্য এখন দ্বিগুণ পরিশ্রম করতে হবে। শুধু তাই নয়, ওদের ঘরোয়া ক্রিকেটেও খেলা উচিত। কারণ, ‘রোকো’ যদি ২০২৭ সালের বিশ্বকাপে খেলার কথা ভাবে, তাহলে খুব বেশি আন্তর্জাতিক ম্যাচ তার আগে ওরা পাবে না।’

দ্বিতীয় ওডিআইয়ের জন্য শ্রেয়স আইয়ারকে পরামর্শ গৌতম গম্ভীরের। মঙ্গলবার।

অশ্বীনের মতো চাঁছাছোলা ভাষায় ‘রোকো’-কে নিয়ে মন্তব্যের পথে হাঁটেননি রবি শাস্ত্রী। টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন কোচ রোহিত-বিরাটদের মিশন ২০২৭ একদিনের বিশ্বকাপ খেলা নিয়েও নিশ্চিত নন। আবার একইসঙ্গে তাঁদের নিয়ে কোনও মন্তব্যও করতে চাননি শাস্ত্রী। আইসিসি-র এক অনুষ্ঠানে ভারতীয় দলের প্রাক্তন কোচ আজ বলেছেন, ‘ওদের আগামীর পরিকল্পনা ঠিক কী, জানা নেই আমার। তবে এতদিন পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরে দুর্দান্ত খেলে দেওয়া সহজ নয়। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে এমনিতেই খেলা সবসময় চ্যালেঞ্জিং। তাই আমার মনে হয়, ওদের মানিয়ে নিতে কিছুটা সময় লাগবে।’ বৃহস্পতিবার অ্যাডিলেডে সিরিজের দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে ‘রোকো’ জুটি রান করতে পারেন বলেই মনে করছেন শাস্ত্রী। কিন্তু রোহিতদের নিয়ে আগাম পূর্বাভাসের পথে যেতে রাজি নন তিনি। প্রাক্তন ভারতীয় কোচের মতো প্রাক্তন অজি অধিনায়ক রিকি পন্টিংও মনে করছেন, ‘রোকো’-কে নিয়ে এখনই পূর্বাভাস করা কঠিন। পন্টিংয়ের কথায়, ‘কোহলিকে ব্যক্তিগতভাবে বহুদিন চিনি। সেই অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, ও বরাবরই ছোট লক্ষ্য সামনে রেখে সামনে তাকায়। রোহিতও অনেকটা তাই। ওরা ২০২৭ বিশ্বকাপ খেলবে কি না, এখনই বলা কঠিন। কিন্তু দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচেই হয়তো ওরা রানে ফিরবে।’

চাপে স্টান্স বদল নকভির

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। ফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়ে ট্রফি জিতেছিলেন সূর্যকুমার যাদবরা।

২৮ সেপ্টেম্বর মধ্যরাতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর প্রায় এক মাস কাটতে চলল। কিন্তু টিম ইন্ডিয়া এখনও খেতাব জয়ের স্মারক হিসেবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি পায়নি। দুবাইয়ে ফাইনালের রাতে এশীয় ক্রিকেট সংস্থার (এসিসি) চেয়ারম্যান তথা পাকিস্তানের মন্ত্রী মহসিন নকভির হাত থেকে ট্রফি নিতে চায়নি টিম ইন্ডিয়া। জানা

এশিয়া কাপ ট্রফি বিতর্ক

গিয়েছে, সেই ট্রফি এখনও দুবাইয়েই রয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে সম্প্রতি সেই ট্রফি মুম্বইয়ে বোর্ডের সদর দপ্তরে পাঠানোর অনুরোধ করা হয়েছিল এশীয় ক্রিকেট সংস্থার কাছে। মঙ্গলবার রাতের দিকে চাপ পড়ে হঠাৎই স্টান্স বদল নকভির। সূর্যকুমার যাদব ব্রিগেড এশিয়া কাপ ট্রফি দেওয়ার জন্য বিসিসিআইয়ের কাছে অভিনব প্রস্তাব রেখেছেন এসিসি প্রধান। যদিও সেখানে শর্ত রয়েছে। ভারতীয় বোর্ডকে পাঠানো ইমেলে নকভি বলেছেন, ‘এশিয়া

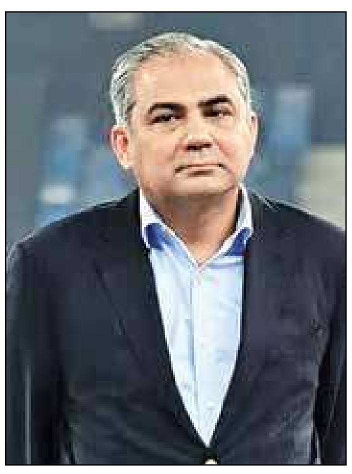

কাপ ট্রফি একান্তভাবেই ভারতীয় দলের। এশিয়া কাপ জয়ের জন্য ভারতীয় দলকে অভিনন্দন। নভেম্বরে দুবাইয়ে এক অনুষ্ঠানে আমরা ভারতীয় দলের হাতে ট্রফি তুলে দিতে চাই। কিন্তু সেই অনুষ্ঠানে ভারতের কোনও একজন ক্রিকেটার ও বোর্ডের আধিকারিককে থাকতেই হবে।’ আসলে নকভি ভারতের কোনও ক্রিকেটারের হাতে ট্রফি তুলে দিতে চান। কিন্তু বিসিসিআই স্বাভাবিকভাবে নকভির এই প্রস্তাবে রাজি নয়।

এদিকে, এশিয়া কাপ ট্রফি পাওয়ার জন্য ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি-রও দ্বারস্থ হতে চলেছে বিসিসিআই।

> এশিয়া কাপ ট্রফি একান্তভাবেই ভারতীয় দলের। এশিয়া কাপ জয়ের জন্য ভারতীয় দলকে অভিনন্দন। নভেম্বরে দুবাইয়ে এক অনুষ্ঠানে আমরা ভারতীয় দলের হাতে ট্রফি তুলে দিতে চাই। কিন্তু সেই অনুষ্ঠানে ভারতের কোনও একজন ক্রিকেটার ও বোর্ডের আধিকারিককে থাকতেই হবে।
> -মহসীন নকভি

আইসিসি-র শীর্ষকর্তাদের ইতিমধ্যেই বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আইসিসি শেষ পর্যন্ত কী সিদ্ধান্ত নেবে, সময় তার জবাব দেবে। নকভির নতুন প্রস্তাবের পর বিসিসিআই বনাম এসিসি যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত কোন পথে যায়, সেটাই দেখার।

বিরাটকে হুংকার শর্টের

অ্যাডিলেড, ২১ অক্টোবর : রোহিত শর্মার মতো তিনিও ২২৪ দিন পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরেছেন। কিন্তু পারথে প্রত্যাবর্তন সুখের হয়নি বিরাট কোহলির। রবিবার ৮ বলের ইনিংসে খাতা খোলার আগেই সাজঘরে ফেরেন তিনি। যা অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বিরাটের প্রথম শূন্য।

শুভমান গিলের ওডিআই নেতৃত্বের অভিষেকে পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে হারের যন্ত্রণা ভুলে দ্বিতীয় ওডিআইয়ের জন্য অ্যাডিলেডে ইতিমধ্যে অনুশীলন শুরু করেছে টিম ইন্ডিয়া। মঙ্গলবার পাশাপাশি তিনটি নেটে বিরাট, রোহিত ও শুভমানের ব্যাটিং প্রস্তুতির ছবি দীপাবলির হাজারো রোশনাইয়ের মধ্যে যথারীতি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। অনুশীলনে বিরাটকে চনমনে লাগলেও বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় ওডিআইয়ে নামার আগে টিম ইন্ডিয়ার তারকা ব্যাটারের উদ্দেশে হুংকার ছেড়েছেন অস্ট্রেলিয়ার ম্যাথু শর্ট।

বিদেশের মাঠগুলির মধ্যে অ্যাডিলেডে কোহলির রেকর্ড সবচেয়ে ভালো। সব ফরম্যাট মিলিয়ে পাঁচটি শতরান রয়েছে। ওডিআইয়ে ব্যাটিং গড় ৬১! কিন্তু অ্যাডিলেড ওভালে বিরাটের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য মিচেল স্টার্ক-জোশ হ্যাজেলউডরা তৈরি থাকবেন, তা জানিয়ে দিয়েছেন শর্ট। অজি ব্যাটার বলেছেন, ‘আমি দলের পেসারদের বৈঠকে ছিলাম না। কিন্তু বিরাটকে আউট করার নীল নকশা তৈরি হয়ে গিয়েছে। হফ (জোশ হ্যাজেলউড), স্টার্কির (মিচেল স্টার্ক) বিরাটের বিরুদ্ধে বোলিং করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। ওরা জানে কীভাবে কোহলিকে আউট করতে হয়। পারথে বোলিংয়ের অনুকূল পরিবেশ ছিল। যার হ্যাজেলউডরা দুর্দান্ত কাজে লাগিয়েছে। আশা করি, অ্যাডিলেডেও তার পুনরাবৃত্তি হবে।’

অ্যাডিলেডে বিরাট কোহলি

ফরম্যাট	ম্যাচ	রান	ব্যাটিং গড়	শতরান	সর্বাধিক
টেস্ট	৫	৫২৭	৫২.৭০	৩	১৪১
ওডিআই	৪	২৪৪	৬১.০০	২	১০৭
টি২০	৩	২০৪	২০৪.০০	০	৯০*

বৃহস্পতিবার অ্যাডিলেড-দ্বৈরথের ফল যাই হোক, ম্যাচের পর বিরাট-রোহিতের থেকে টিপস নেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করলেন শর্ট। বলেছেন, ‘বিরাট, রোহিতের মতো কিংবদন্তির বিরুদ্ধে খেলতে পারা সৌভাগ্যের ব্যাপার। আশা করি, অ্যাডিলেডে ওদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাব।’

বেটিং অ্যাপের প্রচারে না, ছাঁটাই রিজওয়ান

গোয়ায় প্রস্তুতি শুরু ইস্টবেঙ্গলের

-খবর এগারোর পাতায়

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

আমাদের প্রিয় **বাপ্পার** অকাল প্রয়াণে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। আগামী 23শে অক্টোবর সুভাষপল্লিস্থ ভারত সেবাশ্রম সংঘে তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইবে। সময়- 10টা থেকে দুপুর 1টা পর্যন্ত। আত্মীয়স্বজন, শ্মশানবন্ধুরা আপনাদের উপস্থিতি একান্ত কাম্য।

পরিবারবর্গ

চুক্তি বাড়ল কোম্পানির

মিউনিখ, ২১ অক্টোবর : আরও চার বছর বায়ার্ন মিউনিখের দায়িত্বে থাকছেন ভিনসেন্ট কোম্পানি। ২০২৪ সালে বায়ার্নের দায়িত্ব নেন কোম্পানি। তাঁর অধীনে দলটি প্রথম মরশুমেই বুন্দেশলিগা শিরোপা জেতে জার্মান জায়েন্টরা। বায়ার্ন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ‘কোম্পানির নেতৃত্বে দল আবার আনন্দ ও আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে। ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে আমরা তাঁকে নিয়ে পরিকল্পনা করছি।’

২০২৭ পর্যন্ত বায়ার্নের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন কোম্পানি। চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার অনেক আগেই তাঁর সঙ্গে চুক্তি নবীকরণ করল বায়ার্ন। নতুন চুক্তি অনুযায়ী, ২০২৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত মিউনিখের ক্লাবটির দায়িত্বে থাকবেন কোম্পানি।

DISHARI CLUB

LUCKY COUPON DRAW RESULT

LUCKY COUPON DRAW FOR CLUB DEVELOPMENT & MEDICAL ASSISTANCE TO NEEDY PEOPLE

Draw Date: 20/10/2025

1st Prize: 07671, 2nd Prize: 06071, 3rd Prize: 12727, 4th Prize: 07496, 5th Prize: 04120, 6th Prize: 13944. Consolation Prize: 01013, 02013, 03013, 04013, 05013, 06013, 07013, 08013, 09013, 10013, 11013, 12013, 13013

সুপার কাপের ডার্বির ভাবনা শুরু বাগানে

নিজস্বপ্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ অক্টোবর: আইএফএ শিল্ড খেতাব, একইসঙ্গে ডার্বি জয়। সেই রেশ কাটেনি এখনও। আরও একটা ডার্বির ভাবনা শুরু মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট শিবিরে।

দুইদিনের বিশ্রাম কাটিয়ে মঙ্গলবার থেকে সুপার কাপের মহড়ায় নেমে পড়ল সবুজ-মেরুন বাহিনী। দুইদিন কলকাতায় অনুশীলন করবেন জেসন কামিন্স, মনবীর সিং, আপুইয়ারা। বৃহস্পতিবার দুপুরে টিম মোহনবাগানের গোয়ার উদ্দেশে রওনা হওয়ার কথা।

সুপার কাপের আগে শিল্ড ফাইনালে ডার্বি জয় হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার দলের আত্মবিশ্বাস এক ধাক্কায় অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে। সুপার কাপের গ্রুপ পর্বে ফের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলের মুখোমুখি হবে সবুজ-মেরুন। মঙ্গলবার বিকেলে অনুশীলনের মাঝে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বাগান মাঝমাঠের নতুন তারকা রবসন রোবিনহো জানালেন আরও একটা ডার্বিতে খেলার জন্য উৎসুক হয়ে রয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘ডার্বি বিশাল ম্যাচ। আমরা জানি ক্লাব, সমর্থকদের কাছে এর গুরুত্ব কতটা। সবাই ফোকাসড, আত্মবিশ্বাসী এবং একশো শতাংশ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। সমর্থকদের ভালোবাসাই আমাদের সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা।’

নিজের এবং দলের সুপার কাপের প্রস্তুতি নিয়ে রবসন বলেছেন, ‘আইএফএ শিল্ড আমাদের সুপার কাপের প্রস্তুতিতে সাহায্য করেছে। ট্রফি জেতা আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে। এখন আমাদের লক্ষ্য সুপার কাপ এবং আরও খেতাব জেতা।’ এখনও দারুণ কিছু করতে না পারলেও অল্প সময় দলের সঙ্গে ভালোই মানিয়ে নিয়েছেন রবসন। ব্রাজিলিয়ান মিডিও যার জন্য কৃতিত্ব দিচ্ছেন বাগান সাজঘরকে। তিনি বলেছেন, ‘সতীর্থরা খুব সহায়ক। মনে হচ্ছে আমি এখানে অনেকদিন আছি। দলটা একেবারে পরিবারের মতো।’

> 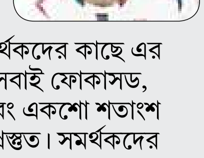
> ডার্বি বিশাল ম্যাচ। আমরা জানি ক্লাব, সমর্থকদের কাছে এর গুরুত্ব কতটা। সবাই ফোকাসড, আত্মবিশ্বাসী এবং একশো শতাংশ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। সমর্থকদের ভালোবাসাই আমাদের সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা। -রবসন রোবিনহো

রবসন চেষ্টা করছেন দ্রুত নিজের চেনা ছন্দে ফিরতে। বলেছেন, ‘ভারতে আসার আগে প্রায় পাঁচ মাস কোনও ম্যাচ খেলিনি। আইএফএ। শিল্ডে তিনটি ম্যাচ আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এখন আমি আগের চেয়ে অনেক ফিট এবং সুপার কাপে দলের জন্য আরও ভালো কিছু করতে প্রস্তুত।’

জুভেন্তাসের সামনে আজ সতর্ক রিয়াল

মাদ্রিদ ও ফ্রাঙ্কফুর্ট, ২১ অক্টোবর : উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে টানা তৃতীয় জয়ের লক্ষ্যে বুধবার মাঠে নামছে রিয়াল মাদ্রিদ। অন্যদিকে, প্রিমিয়ার লিগে হারের হ্যাটট্রিকের ধাক্কা কাটিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ছন্দের খোঁজে নামছে লিভারপুল।

প্রতিপক্ষ জুভেন্তাস অপেক্ষাকৃত দুর্বল হলেও তাদের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে একটু বেশিই সতর্ক রিয়াল কোচ জাভি অলন্সো। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, ‘জুভেন্তাস ইউরোপের বড় দল।

ছন্দে ফেরার লক্ষ্যে লিভারপুল

আমরা শুরু থেকে মনোযোগ ধরে রাখতে হবে আমাদের। জুভেন্তাস যে অবস্থায় আছে, তাতে ওরা দ্বিগুণ বিপজ্জনক। আমাদের পুরোপুরি প্রস্তুত থাকতে হবে।’

রিয়াল মাদ্রিদকে নিঃসন্দেহে স্বস্তি দেবে কিলিয়ান এমবাপে ও ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের সাম্প্রতিক ফর্ম। লা লিগায় ৯ ম্যাচে ১০ গোল এবং চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ২ ম্যাচে ৫ গোল করেছেন এমবাপে। তাঁর পারফমেন্সের প্রশংসা করেছেন অলন্সো। এদিকে, জুভেন্তাসের বিরুদ্ধে আবার ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ড এবং ড্যানি কার্বাহালকে পাবে না রিয়াল মাদ্রিদ।

জুভেন্তাস ম্যাচের প্রস্তুতিতে রিয়াল মাদ্রিদের ভিনিসিয়াস জুনিয়ার। মঙ্গলবার।

অন্যদিকে, বুধবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মাঠে নামছে লিভারপুল। প্রতিপক্ষ এইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্ট।

টানা হারে দল চাপে থাকলেও অনুশীলনে চনমনে লিভারপুলের ভার্জিল ভ্যান ডায়েক।

লিভারপুল আক্রমণে শক্তিশালী হলেও গোলকিপার ও কিছু চোট আঘাত সমস্যা রয়েছে। রায়ান গ্রাভেনবার্চ এবং ওয়াতারু এন্ডো সম্ভাবত অনুপস্থিত। ফলে ফ্রাঙ্কফুর্ট বাড়তি আক্রমণাত্মক খেলতে চাইবে। পূর্ববর্তী ম্যাচে লিভারপুল একবার জিতেছে এবং একবার ড্র করেছে। উভয় দলেরই জয় লক্ষ্য, তাই প্রতিপক্ষের আক্রমণকে প্রতিহত করা গুরুত্বপূর্ণ। ম্যাচটি উত্তেজনাপূর্ণ ও গোলপ্রবণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এদিকে, মরশুমের দারুণ শুরুর পর আচমকাই পথ হারিয়েছে লিভারপুল। ক্লাবটির কঠিন এই সময়ে প্রাক্তন কোচ জুরগেন ক্লপের ফেরার সম্ভাবনা নিয়ে শুরু হয়েছে চর্চা। ‘প্রিয় দলের’ দুঃসময়ে কি ফিরবেন তিনি? ক্লপ বলেছেন, ‘আমি বলেছিলাম, ইংল্যান্ডে অন্য কোনও দলে কোচিং করাব না। তাই যদি ইংল্যান্ডে ফিরি, সেটা হবে লিভারপুলেই। সুতরাং হ্যাঁ, তাত্ত্বিকভাবে এটা সম্ভব।’ তবে ক্লপের দৃঢ় বিশ্বাস, আর্নে স্লটের কোচিংয়ে শীঘ্রই কক্ষপথে ফিরবে লিভারপুল।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন দার্জিলিং-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দার্জিলিং - এর একজন বাসিন্দা সমীর গুরুং - কে 25.06.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 94J 48471 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "কখনও কখনও কেবল একটি টিকিট এবং কিছুটা বিশ্বাসের প্রয়োজন হয়। কারোর জীবনে অলৌকিক কিছু ঘটনা ঘটতে পারে তার জীবন্ত প্রমাণ হিসাবে আমি দাড়িয়ে আছি। এই জয় শুধুমাত্র আমার জীবন বদলে দিয়েছে তা নয়, এটি আমাকে বিশ্বাস করা বন্ধ না করার কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। এই সমস্ত কিছুর জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

অ্যাথলেটিক বিলবাও বনাম কারাবাগ এফকে

গালাতাসারে বনাম বোডো/গ্লিমট

সময় : রাত ১০.১৫ মিনিট

রিয়াল মাদ্রিদ বনাম জুভেন্তাস

বায়ার্ন মিউনিখ বনাম ক্লাব ব্রাগ

এইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্ট বনাম লিভারপুল

মোনাকো বনাম টটেনহাম হটস্পার

চেলসি বনাম আয়াখস আমস্টারডাম

স্পোর্টিং লিসবন বনাম মার্সেই

আটালান্টা বনাম স্লাভিয়া প্রাহা

সময় : রাত ১২.৩০ মিনিট

সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্ক

স্মরণে মননে

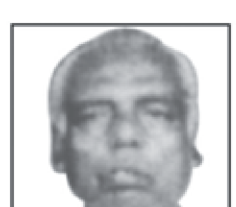

স্বর্গীয় হরেন্দ্র নাথ শীল

২৯তম প্রয়াণ দিবসে সশ্রদ্ধ প্রণাম

কাঁধে ভরসার হাত

প্রবীর শীল

চা-বাগানের পথ দিয়ে বাবা হেঁটে আসতেন
মাথা উঁচু লিকলিকে সংসারের সর্বশক্তিমান
বেঁটেখাটো ছায়া ডিঙিয়ে পিছনে দৌড়ত স্বপ্নবালক
ভারী সুন্দর বাংলোর সামনে হুড খোলা জিপ
উইন্ড স্ক্রিনে ওয়াইপারের জলকাটা দাগ
কাঁধে ভরসার হাত

বাবার কলিগ একটা চকোলেট দিয়েছিল
একদিন চলে গেল
বাবা বলতেন থাকার জন্য কেউ থাকে না
থাকে শুধু মাটি ও ছাই

ফ্যাক্টরির টিনের চালে হিরের নাকছাবির মতো জ্বলত দুপুর
বুকভরা শ্বাসে চা পাতার ঘ্রাণ
স্নেহমাখা আঙুল দেখাত ট্রাফ হাউস ড্রায়ার মেশিন
হিউমিডিফায়ারের কুয়াশায় ভিজে যেত চোখের পাতা

সব তেমনি আছে
সবুজ ঢেউয়ে ভেসে যাওয়া চা-বাগান
মায়ের সিঁথির মতো সরু পথ
বাবা চলে গেছেন অনন্তে

শীল গ্রুপ অফ্ কোম্পানিজ
১০৭/২ শীল ভবন, শেঠ শ্রীলাল মার্কেট, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১
ই-মেল sealteaslg2015@gmail.com
মোবাইল ঃ ৯৮৩২০-৬৬৮৩৪, অফিস আলাপ ঃ ০৩৫৩-২৪৩৫৯৭১